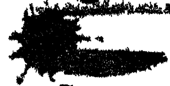
শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব।



পূর্ব্বভাগ।

অর্থাৎ

কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভক্তিরসতত্ত্ব, সম্বন্ধতত্ত্ব, প্রয়োজনতত্ত্ব,
অভিধেয়তত্ত্ব, আত্মারাম-শ্লোকার্থতত্ত্ব, দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব,
শিক্ষাশ্লোকতত্ত্ব, গৌরাবতার বিষয়ে
শাস্ত্রীয়তত্ত্ব প্রভৃতির একত্র
সমাবেশ।

অবিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ,
খলসমুদয়লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যং।
ক্ষিতিরিয়মিহ কামে খাদিতং যৎ সমস্তাৎ,
সরুধরসুমধ্যোভির্মোদমেবাং ভনোতি॥

স্মার্ত্তচূড়ামণ্যুপাধিক
শ্রীপ্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা
১০৩ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্ বেদব্যাস কার্য্যালয় হইতে
শ্রীযুক্ত ভবদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩০২ সাল, আশ্বিন।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনীলীলা। (যন্ত্রস্থ)

মহাপ্রভুর জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড লীলা, বিদ্যা বিলাস, দিগ্বিজয়ীর সহিত বিচার, সন্ন্যাস গ্রহণ, ষড়ভুজ মূর্তি প্রদর্শন, নীলাচলে গমন ইত্যাদি যাবতীয় লীলা, নানাবিধ সংস্কৃত ও চৈতন্য ভাগবত, চরিতামৃত প্রভৃতি অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। এক মাস মধ্যে মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইবে। মূল্য ১৲ টাকা। কিন্তু যাঁহারা এখন গৌরাঙ্গ-তত্ত্ব গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা ৸০ আনাতেই পাইবেন। ডাক মাশুলও দিতে হইবে না।

কৃষ্ণ-জীবনী।---ইহাতে কৃষ্ণের জন্ম, গোবর্দ্ধন ধারণ, পূতনা বধ, রাসলীলা, কংসবধ প্রভৃতি যাবতীয় ঘটনা লিখিত আছে। মূল্য ॥০ আনা।

দেবী মাহাত্ম্য মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।-- মূল ও অনুবাদ মূল্য ।৵০ আনা।

ঋগ্বেদ সংহিতা। সায়ণভাষ্য সহ চারি ভলুম মূল্য ৩৫৲ টাকা।

মূল, টীকা, **গীতগোবিন্দ।** অনুবাদ।

বাঙ্গালী কবি জয়দেব গোস্বামী প্রণীত। মিবারেশ্বর রাণাকুম্ভের টীকাসহ মূলানুবাদ ও প্রত্যেক গীতের তাল ও রাগিণী সহ। মূল্য ৸০ আনা।

গীত গোবিন্দ ভারতবাসীর বড় আদরের সামগ্রী। সংস্কৃত সাহিত্য-সলিলে ইহা বিকশিত শতদল—সৌরভরাশি সমীর সঞ্চারে চারিদিকে বিস্তৃত—অমল ধবল কমনীয় কান্তি সকল জনের নয়নরঞ্জন। গীত গোবিন্দ মধুর রসের মাধুরীতে মাধুরিময়। ভাবে সুগভীর, প্রশস্ত এবং হৃদয়োন্মত্তকারী।

বেদবিষয়ে দার্শনিকদিগের মত। মূল্য ১৲ টাকা

বঙ্গবাসী! যদি হিন্দুধর্ম্মের সৌন্দর্য্য, হিন্দু দার্শনিকদিগের গভীর জ্ঞান গরিমা, বেদের মাহাত্ম্য জানিতে চাও, তবে এই গ্রন্থ খানি পাঠ কর। ইহাতে ন্যায়দর্শন, সাংখ্যদর্শন, বৈশেষিকদর্শন, পাতঞ্জল (যোগশাস্ত্র) বেদান্ত, মীমাংসা এই ছয় খানি দর্শনের তাৎপর্য্য ও বুদ্ধ, চার্ব্বাক ও মহাবীরের জীবনী সহ জৈনদর্শন, ত্রিবেদ কি চতুর্ব্বেদ, ইহার মীমাংসা করা হইয়াছে। পুস্তক ইউরোপে অধীত হইতেছে।

সটীক সানুবাদ ভগবদ্গীতা মূল্য ॥৵০ আনা।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্ন।

কলিকাতা, ২০৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ও ২০১ নং মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব।

কৃষ্ণ-তত্ত্ব।

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংধাম জগদ্ধাম নমামি তে॥

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন। অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।

—কৃষ্ণস্তুভগবান্ স্বয়ম্।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। তিনি স্বয়ং ভগবান্, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ, সর্ব্বাবতারী, সর্ব্বরসসাগর, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, পীতাম্বরধারী, বনমালী, অপ্রাকৃত নবমদন, এবং মন্মথেরও সাক্ষাৎ মনোমথন কারী।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণং॥

অপিচ—তাসামাবির ভূচ্ছৌরী স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ মন্মথ॥

অনন্ত বৈকুণ্ঠে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত অবতারের তিনিই একমাত্র আশ্রয়। যত ভক্ত, যত সাধক, যত উপাসক তাহাদের তিনিই একমাত্র আশ্রয় ও বিষয়। যত রস, যত তত্ত্ব, তাঁহাতেই পর্য্যবসান। তিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ও পুরাণ পুরুষ। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি স্থাবর, কি জঙ্গম সকলেরই চিত্তাকর্ষক। অধিক কি, আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি মোহিত হইয়া আপনাকেই আস্বাদন করিতে সতৃষ্ণ। যথা—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকার কারী, স্ফুরতি মমগরীয়ানেষ মাধুর্য্য পূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ, সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব।

একস্থান স্থিত বহ্নির জ্বালা যেমন বহুদূর ব্যাপিনী হয়, তেমন ব্রহ্মের শক্তি এই পরিদৃশ্যমান অখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যথা—

একদেশ স্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তি (১) স্তথেদমখিলং জগৎ॥

---

(১) ভূতি স্বরূপাচিন্ত্যাখ্যা শক্তিঃ। সা ত্রিধা—অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে বহিরঙ্গা—মায়া শক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি; ও অন্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তিই প্রধান। যথা—

বিষ্ণুশক্তি পরাপ্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

এই অদ্বয় তত্ত্ববস্তুর অনন্ত প্রকাশের মধ্যে বেদোপাসকের—ব্রহ্ম, হিরণ্যোপাসিকের—আত্মা, এবং ভক্তের—ভগবানই শ্রেষ্ঠ। যথা—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি (১) শব্দ্যতে॥

কৃষ্ণ যদিও অখিল জীবের আত্মা, তথাপি জীবের মঙ্গলের জন্য মায়া যোগে দেহ ধারীর ন্যায় প্রকাশ হন। যথা—

কৃষ্ণমেনমবেহিত্বমাত্মান মখিলাত্মণাং।
জগদ্ধিতায় যোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া॥

ভগবান্,—কৃষ্ণ, গুরু, শক্তি, ভক্তি, অবতার, ও প্রকাশ, এই ষড়্‌বিধরূপে বিলাস করেন। তাঁহার অনন্ত রূপের মধ্যে স্বয়ং রূপ, তদেকাত্ম রূপ ও আবেশ রূপই শ্রেষ্ঠ। আনন্দ ঘন ও প্রেম ঘন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রূপই, স্বয়ংরূপ। এই স্বয়ং রূপের বিলাস প্রযুক্ত অন্য রূপে যদি আকৃতি প্রকাশিত হয়, এবং শক্তিতেও আত্মতুল্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই রূপকে বিলাসরূপ কহে। যথা—

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥

আর অনেক স্থানে এক সময়ে এক রূপে আবির্ভাবকে প্রকাশ কহে, কিন্তু সেই প্রকাশ, সর্ব্বতোভাবে তৎ স্বরূপেই অধিষ্ঠান করে। যথা—

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপেব সঃ প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥

ভগবানের স্বয়ং রূপ যে দুই প্রকারে প্রকাশ হয়, তাহার একের নাম—প্রাভব বিলাস, ও অপরের নাম—বৈভব বিলাস। প্রাভব বিলাসে, এক কৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া, এক দেহে এক সময়ে যুগপৎ তাহাদের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। যথা—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥

---

(১) শক্তি বর্গ লক্ষণ তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্ম। অন্তর্য্যামিতাদিময় মায়া শক্তি প্রচুর চিদংশ বিশিষ্ট জ্ঞানং পরমাত্মা। পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি বিশিষ্টং জ্ঞানং ভগবান্।

আবার রাস মণ্ডপে কোটী কোটী গোপবালারা মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইলে, কৃষ্ণ তাহাদিগের দুই দুই জনের মধ্যস্থলে এমন ভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া ছিলেন, যাহাতে তাহাদের প্রত্যেকেরই জ্ঞান হইয়াছিল, "শ্রীকৃষ্ণ আমারই সহিত বিহার করিতেছেন।"

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপী মণ্ডল মণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥

কিন্তু বৈভব বিলাসে সেই বিগ্রহ ভিন্নরূপে প্রকাশ হয়। যথা—

বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণে শ্রীবলরাম। বর্ণ মাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান॥
বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকী তনুজ। দ্বিভুজ স্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ॥
যে কালে দ্বিভুজ নাম বৈভব বিলাস। চতুর্ভুজ হৈলে হয় প্রাভব বিলাস॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং রূপ হইতে পৃথক্ রূপের নাম স্বদেকাত্মরূপ। ইহা দ্বিবিধ রূপে প্রকাশিত। বিলাস ও স্বাংশ। এই বিলাস রূপও প্রকাশ ভেদে নানা রূপে বিভক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই চারিটী প্রধান। (চত্বারো বাসুদেবাদ্যা) ইহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যূহ বলে। বাসুদেব—চিত্ততত্ত্ব, সঙ্কর্ষণ—অহঙ্কারতত্ত্ব, প্রদ্যুম্ন—কামতত্ত্ব, এবং অনিরুদ্ধ—লীলাতত্ত্ব। এই স্বাংশ বিলাসে ভগবানের স্বরূপ অনন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পুরুষাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার, এবং শক্ত্যাবেশাবতার প্রধান। যেমন উপক্ষয় হীন জলনিধি হইতে কোটি কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল প্রবাহ নির্গত হয়, তেমন সত্ত্বনিধি ভগবান্ হইতে অসংখ্য অবতার এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যথা—

অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

বিষ্ণুর পুরুষ নামক তিনটী রূপ আছে। প্রথম, মহতের স্রষ্টা কারণার্ণব শায়ী। দ্বিতীয়, অণ্ডস্থিত গর্ভোদকশায়ী। তৃতীয়, সর্ব্বভূতস্থ ক্ষীরোদক শায়ী। ইহার মধ্যে পুরুষাবতারই সর্ব্বপ্রধান। যথা—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণিরূপাণি পুরুষাখ্যান্যথোবিদুঃ।—
একন্তু মহতঃ স্রষ্টা দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং। ইত্যাদি—

ভগবানের অনন্তশক্তির মধ্যে ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিই প্রধান। বাসুদেব—জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা পুরুষ, সঙ্কর্ষণ—ক্রিয়া ও ইচ্ছার অধিষ্ঠাতা পুরুষ। এই সঙ্কর্ষণ শক্তিতেই সৃষ্টিলীলা প্রকাশিত হয়। এই প্রকারে যে সকল শক্তি অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকে, তাহাদেরই

সাধারণ নাম অবতার। পূর্ব্বোক্ত অবতারগণের মধ্যে, পুরুষাবতার তিনটী। প্রথমটী কারণাব্ধিশায়ী-আত্মা, দ্বিতীয়টী—বিরাট্, এবং তৃতীয়টী—মহাবিষ্ণু; ইনি পুরুষাবতার ও গুণাবতার, উভয়ের মধ্যেই আছেন। এই কারণাব্ধি-শায়ী পুরুষ কিরূপ মহান্ এই দৃষ্টান্তেই কতক অনুমিত হইবে। যেমন গবাক্ষে ত্রাসরেণু উড়িয়া বেড়ায়, তেমন এই মহাপুরুষের নাসারন্ধ্র দিয়া কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি ও লয় পাইয়া থাকে। কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু যে ইহাঁর নিশ্বাস প্রশ্বাস অবলম্বন করিয়া জীবিত রহিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। যথা—

যস্যৈকনিশ্বসিত কালমথাবলম্ব্য, জীবন্তি লোম বিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলা বিশেষঃ ইত্যাদি।

এই অখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়া, সৃষ্টির অভ্যন্তরে যে বিরাট পুরুষরূপী ভগবানের অংশ অবস্থিত, তাঁহাকে দ্বিতীয় পুরুষ বলে। আর যে মহান্ পুরুষ, সৃষ্ট জীবের হৃদয়ে বাস করিয়া, পালন করিয়া থাকেন, তিনি তৃতীয় পুরুষ বা মহাবিষ্ণু। লীলাবতার অসংখ্য। তন্মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ অশ্ব, বিপ্র ইত্যাদি প্রধান। যথা—

মৎস্যাশ্ব কচ্ছপ বরাহ নৃসিংহ হংস, রাজন্য বিপ্র বিবুধেষু কৃতাবতারঃ॥
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ, ভারং ভুবো হর যদুত্তম বন্দনং তে॥

যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে চৈতন্য দান করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছেন, তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার বলে। ব্রহ্মা বলিতেছেন, "আমি তোমার আদেশেই বিশ্ব সৃষ্টি করি, মহেশ্বরও তোমার আদেশে সৃষ্টি সংহার করেন, কিন্তু পুরুষরূপী যে আপনি, আপনি বিষ্ণুরূপে জগৎ রক্ষা করিয়া থাকেন।" যথা—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥

ব্রহ্মার একদিনে ১৪ মন্বন্তর। এক এক মন্বন্তরে এক এক মন্বন্তরাধীশ্বর আধিপত্য করেন। ব্রহ্মার আয়ু পরিমাণ, ব্রাহ্ম পরিমাণে শত বর্ষ, সুতরাং ব্রহ্মার জীবন কালে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার মন্বন্তর হইয়া থাকে। যথা—

মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন। অসংখ্য গণন তার শুনহ কারণ॥
ব্রহ্মার এক দিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর। চৌদ্দ অবতার তাহা করেন ঈশ্বর॥
এ চৌদ্দ এক দিনে মাসে চারি শত বিশ। ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চ সহস্র চল্লিশ॥
শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার। পঞ্চ লক্ষ চল্লিশ সহস্র মন্বন্তরাবতার॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করয়ে গণন। মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস ব্রহ্মার জীবন॥ মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত। এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখা অন্ত॥ স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞ, স্বারোচিষে বিভু নাম। উত্তমে সত্যসেন, তামসে হরি অভিধান॥ রৈবতে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষে অজিত, বৈবস্বতে বামন। সাবর্ণে সার্ব্বভৌম, দক্ষ সাবর্ণে ঋষভ গণন॥ ব্রহ্ম সাবর্ণে বিশ্বক্ সেন, ধর্ম্মসেতু ধর্ম্ম সাবর্ণে। রুদ্র সাবর্ণে সুধামা, যোগেশ্বর দেব সাবর্ণে॥ ইন্দ্র সাবর্ণে বৃহদ্ভানু অভিধান। এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম॥ চৈঃ চরিতামৃত।

যুগাবতার—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটী। এই চারি যুগে, ভগবান্, ক্রমান্বয়ে শুক্ল, রক্ত, পীত এবং কৃষ্ণ এই চারি বর্ণের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যথা—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো (১) রক্ত (২) স্তথা পীত (৩) ইদানীং কৃষ্ণ (৪) তাং গতঃ॥

অপিচ—দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥

সত্যযুগে—ধ্যান দ্বারা, ত্রেতায়—যজ্ঞাদি দ্বারা, দ্বাপরে—অর্চ্চনা দ্বারা, যে ফল লাভ হয়, কলিতে এক মাত্র হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারাই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

শক্ত্যাবেশাবতার অসংখ্য হইলেও গৌণ ও মুখ্য ভেদে উহা দুই প্রকার। যাহাতে ও যখন ভগবানের শক্তি প্রকাশ হইয়া থাকে, তখন তাহাকেই শক্ত্যাবেশাবতার বলে। যেমন, সনকে জ্ঞান, নারদে ভক্তি, পৃথুতে পালন, পরশুরামে দুষ্ট দমন ইত্যাদি। ভগবান যে সমস্ত জীবে জ্ঞানাদি শক্তি প্রকাশ করত তন্মধ্যে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ প্রকাশ নিবন্ধনই ঐ সমস্ত মহাপুরুষদিগকে আবেশাবতার বলে। যথা—

জ্ঞান শক্ত্যাদি কলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহোত্তমাঃ॥

কৃষ্ণের অবতার ও ঐশ্বর্য্যের কথা অধিক কি বলিব, যে কোন বস্তু ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট ও প্রভাব সম্পন্ন, সে সমস্তই তাঁহার তেজাংশ সম্ভূত বিভূতি। তিনি একাংশ দ্বারা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যথা—

(১) কপিলাবতার। (২) হয়গ্রীবাবতার। (৩) চৈতন্যাবতার। (৪) বাসুদেবাবতার।

যদ্ যদ্ বিভূতি মৎসত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত এব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজোংংশ সম্ভবং ॥
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

এইরূপে লীলা পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিয়া থাকেন। যেমন ভাগীরথি প্রবাহ অনন্ত ও অনাদি, তেমন ভগবানের লীলাও অনাদি ও অনন্ত। জ্যোতিশ্চক্র যেমন অনবরত মহাব্যোমে কুলাল চক্রের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমন শ্রীকৃষ্ণের লীলাও চৌদ্দ মন্বন্তরে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়। তিনি বয়োধর্ম্মের বৈচিত্র বিদ্যমানে ভক্তি রসায়ন কিশোর বয়স্ক হইয়া নিত্য লীলা করিয়া থাকেন। যথা—

বয়সো বিবিধত্বেপি সর্ব্ব ভক্তি রসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলা বিলাসীবান্ ॥

এবং কৈশোর বয়োধর্ম্মকে সফল করতঃ শারদীয় রজনী সমূহে আভীর বালাগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে আমোদিত করেন। যথা—

সোপি কৈশোরক বয়ো মানয়ন্মধু স্দনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্ন কূটস্থ ক্ষপাসু ক্ষপিতা হি সঃ ॥

নিত্য লীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। বুঝিতে না পারি লীলা কেমনে নিত্য হয় ॥ দৃষ্টান্ত দিয়া কহি তবে লোকে জানে। কৃষ্ণ লীলা নিত্য জ্যোতিশ্চক্রের প্রমাণে ॥ জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি দিনে। সপ্ত দ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥ রাত্রি দিনে হয় ষষ্ঠি দণ্ড পরিমাণ। তিন সহস্র ছয় শত পল যার নাম ॥ সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্ঠি দণ্ড ক্রমোদয়। সেই এক দণ্ড অষ্ট দণ্ডে প্রহর হয় ॥ এক দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয়। চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ॥ এই মত কৃষ্ণ লীলা চৌদ্দ মন্বন্তরে। ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥ সওয়াশৎ বৎসরে কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ। তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস ॥ আলাল চক্র প্রায় সেই লীলা চক্র ফিরে। সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥ জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর প্রকাশ। পূতনা বধাদি মৌষলান্ত বিলাস ॥ কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলা হয় অধিষ্ঠান। তাতে নিত্য লীলা কহে নিগম পুরাণ ॥ গোলোক গোকুল ধাম বিভু কৃষ্ণ সম। কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥ অতএব গোলোক ধামে নিত্য বিহার। ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রকট

তাহার॥ ব্রজে কৃষ্ণে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে পূর্ণতম। পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ। চৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম, পূর্ণতর ও পূর্ণ। এইরূপ শ্রেষ্ঠ মধ্যাদি অনন্ত গুণ দ্বারা তিন স্থানে প্রকট বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। যথা—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠ মধ্যাদিভিঃ সর্ব্বৈ র্নাট্যেয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ॥

পূর্ণতর শব্দে সর্ব্বগুণ প্রকাশ বুঝায় না, পূর্ণ শব্দেও অল্পগুণ প্রকাশ বুঝায়; সুতরাং পণ্ডিতগণ, তাঁহাকে সর্ব্বগুণ প্রকাশক বলিয়া, পূর্ণতম রূপে কীর্ত্তন করেন। যথা—

প্রকাশিতাখিলগুণৈঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্ব ব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্প দর্শকঃ॥

কৃষ্ণ, মাধুর্য্য গুণ সম্পন্ন গোকুলেই পূর্ণতম রূপে প্রকাশিত। এবং জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যাদি পূর্ণ মথুরা ও দ্বারকাদি ধামে তিনি, পূর্ণ ও পূর্ণতর রূপে বিরাজিত। যথা—

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরাদিষু॥

গৌরাঙ্গ বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি আর অধিক কি বলিব। অনন্তাবতার রূপ স্বয়ং বলরাম, দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন, "যাঁহার পাদ-পদ্মরজঃ যোগীগণের তীর্থ স্বরূপ। আমি, ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মী যাঁহার কলার কলা হইয়া পাদপদ্মরজঃ মস্তকে বহন করিতেছি, তাঁহার আবার সিংহাসনে প্রয়োজন কি?

যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজ রজোঽখিল লোকপালৈ, র্মৌল্যুত্তমৈ ধৃতমুপাসিত তীর্থ তীর্থং।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ, শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক॥
কৃষ্ণ শব্দের অর্থ—কৃষিভূ বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃতি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

যদু সম্ভূত কৃষ্ণ অন্য, কিন্তু যিনি গোপেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ, তিনি কখনও বৃন্দা-বন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না। আর রূঢ় অর্থে, তমাল শ্যামল বর্ণ যশোদার স্তন্যপায়ী যিনি, তিনিই—কৃষ্ণ। যথা যামলে—

কৃষ্ণোঽন্যোযদুসম্ভূতো—যস্তু গোপেন্দ্র নন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈবগচ্ছতি॥
যথা—নাম কৌমুদ্যাং শ্লোকঃ।—তমাল শ্যামল ত্বিষি শ্রীযশোদা স্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণ নাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র বিনির্ণয়ঃ॥

ইতি কৃষ্ণ-তত্ত্ব।

রাধা-তত্ত্ব।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

এবে সংক্ষেপে কহি শুন রাধা তত্ত্ব রূপ।

সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে, তিন শক্তি প্রধান। অন্তরঙ্গা-চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, এবং তটস্থা জীবশক্তি। তন্মধ্যে সর্ব্বোপরিস্থ চিচ্ছক্তিই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। যথা—

বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

এই চিচ্ছক্তি, ত্রিবিধ রূপে প্রকাশ হইয়া, ত্রিধা বিভক্ত। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সৎ বা নিত্যত্ব প্রকাশিকা শক্তির নাম—সন্ধিনী, চিৎ বা চৈতন্য প্রকাশিকা শক্তির নাম—সম্বিদ্। এবং আনন্দ বা আহ্লাদ প্রকাশিকা শক্তির নাম—হ্লাদিনী। "হে ভগবন্! তুমি সর্ব্ব গুণাধার, তোমাতে হ্লাদিনী, সম্বিদ্ ও সন্ধিনী, এই শক্তি ত্রিতয় অবস্থিত আছে।" হ্লাদিনী—আহ্লাদ প্রসূতি, সন্ধিনী-তাপকরী ও সম্বিদ্ উভয়-সম্মিলিত। যথা—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিদ্ ত্বয্যেকা সর্ব্ব সংশ্রয়ে।
হ্লাদ তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ বর্জ্জিতে॥

এই হ্লাদিনী শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আহ্লাদ দান করে। অথবা সুখরূপ কৃষ্ণ হ্লাদিনীর সাহায্যে লীলারসসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। ভক্তেরাও এই শক্তির সাহায্যে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করেন। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দ রূপই লীলার মূল কারণ। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে, হ্লাদিনী শক্তিই সর্ব্ব প্রধান। এই হ্লাদিনী হইতে রসাস্বাদ করিয়া, ভক্ত হৃদয়ে যে ভাব উদয় হয়, তাহার নাম আনন্দ চিন্ময় রস বা প্রেম। প্রেম গাঢ় হইলে যাহা স্থায়ী হয়, তাহার নাম মহাভাব। পরম প্রেমের সার, এই মহাভাব রূপিনী শ্রীরাধিকা। ইহাঁর দেহ প্রেম স্বরূপ এবং প্রেমে বিভাবিত। কৃষ্ণের যত প্রেয়সী আছেন, তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বাধিকা ও গুণে বরীয়সী। যথা—

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী॥

এই ভাব চিন্তামণিই রাধিকার প্রকৃত স্বরূপ, এবং সমস্ত চিন্তার সার চিন্তামণি। কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তিরূপা সখীগণ ইহাঁর কায়ব্যূহ। শ্রীরাধার

প্রাকৃত কায়া নাই। আবর্ত্তিত কৃষ্ণ স্নেহই উজ্জ্বল বর্ণ। কারুণ্য ও নিত্য নব রসের তারল্যে বা নিত্য নব রসের লাবণ্য জলে, রাধারূপ যেন, মুহুর্মুহু স্নাত হইতেছে। লজ্জারূপ শ্যাম সাটী ও কৃষ্ণানুরাগ রূপ রক্তসাটী যেন, রাধা দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। প্রণয় ও মান কাঁচুলিকা দ্বারা বক্ষঃস্থল আচ্ছাদিত। সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম, প্রণয় চন্দন, ও স্মিত কান্তি কর্পূরে, সর্ব্বাঙ্গ বিলেপিত; এবং কৃষ্ণাঙ্গ কৌস্তুভ রসে চর্চ্চিত। কৃষ্ণের প্রতি প্রচ্ছন্ন মানই বেণী বিন্যাস। অনুরাগই বিম্বাধরের তাম্বুলরাগ। প্রেম কৌটিল্যই নয়নের রসাঞ্জন। সুদীপ্ত সাত্ত্বিকাদি অষ্টভাব, হর্ষাদি সঞ্চারী ভাব, এবং কিলকিঞ্চিতাদি (১) বিংশতি ভাববৈচিত্রই শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার। ত্রিজগতে যত গুণ শ্রেণী আছে, সে সমস্তই শরীরের পুষ্পহার। সৌভাগ্য রূপ তিলকে শ্রীললাট অলঙ্কৃত। প্রেম বৈচিত্ত্যরূপ রত্নাবলী দ্বারা হৃদয় স্নেহতরল, ও কৃষ্ণপ্রেমরসের আকর। সর্ব্বাঙ্গ অনুপম গুণরাশিতে পরিপূর্ণ। মধ্যবয়সী হইয়াও কিশোরী। তিনি স্বীয় অঙ্গ সৌরভ রূপ গৃহে,গর্ব্ব রূপ পালঙ্কে,কৃষ্ণলীলা বিভাবিনী মনোবৃত্তিরূপা সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া, সতত কৃষ্ণানুচিন্তনে নিমগ্ন এবং দিবানিশি কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণযশঃ শ্রবণেই উন্মত্ত। শ্রীকৃষ্ণকে উজ্জ্বল রসের মাধুর্য্য আস্বাদন করানই তাঁহার কার্য্য। নিরন্তর কৃষ্ণেচ্ছা পূর্ণ করাই তাঁহার বাসনা। সুতরাং, রাধার ন্যায় প্রিয়তমা প্রেয়সী ও প্রণয় পাত্রী কৃষ্ণের আর কে আছে? যথা—

কা কৃষ্ণস্য প্রণয় জনিভূঃ? শ্রীমতী রাধিকৈকা। কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা? রাধিকৈকা ন চান্যা॥
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশিতরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেহস্যা। বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে? রাধিকৈকা ন চান্যা॥

লীলা পরায়ণা রাধিকা হইতে রস স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়ী মধুর রস আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হন। ফলতঃ জীবকে লীলা রস আস্বাদন করান, লীলা প্রকাশের যেমন উদ্দেশ্য, লীলার মধুর রস আস্বাদন করিয়া স্বীয় আনন্দকে পূর্ণানন্দে উচ্ছ্বাসিত করাও তেমন অপর উদ্দেশ্য। জীব ঈশ্বরকে, ঈশ্বর জীবকে; এই রূপ প্রেমের বিনিময়ে কি অপরূপ প্রেম মাধুরীই না, উত্থিত হইয়া থাকে। মহাভাবময়ী রাধিকা ভিন্ন এই প্রেম লহরী উঠাইবার শক্তি আর কাহারও নাই। অথচ কৃষ্ণ লীলার এই মহাভাবময়ীর বিকাশ সখীর সাহায্য ভিন্নও হইতে পারে না। লীলাময়ের আনন্দ চিন্ময় রসের যতগুলি বৃত্তি আছে,উহারাই এই মহাভাবকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকে; সুতরাং আনন্দ চিন্ময় রসের এই সকল মহাভাবই সখী প্রকৃতি।

(১) নায়ক সকাশে নায়িকার যুগপৎ বিবিধ ভাবের আবির্ভাব। যথা—
গর্ব্বাভিলাষরুদিত স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং। সঙ্করী করণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং॥

লীলা সুধাস্বাদন করিতে শ্রীকৃষ্ণের যে সুতীব্র কামনা, তাহার নাম—কাম; ইহা কেবল রাধিকাতেই পরিতৃপ্ত হয়। আর, কৃষ্ণ যখন শ্যামল কোমলাঙ্গের সৌন্দর্য্য দ্বারা সকলের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক ইন্দীবর তুল্য মনোহর হস্ত পদাদি দ্বারা ব্রজবালাগণের হৃদয়ে অনঙ্গোৎসব উদয় করাইয়া, তাহাদিগের দ্বারা সকল দিক্ হইতে প্রতি অঙ্গে সুখালিঙ্গন প্রাপ্ত হইতে থাকেন, তখন তাঁহাকে শৃঙ্গাররসরাজ মূর্ত্তি বলে। যথা—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর, শ্রেণীশ্যামল কোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং। স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ। শৃঙ্গারঃ সখিমূর্ত্তিমানিবমধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি॥

রাধা কৃষ্ণের এই প্রেমলীলা, ঐশ্বর্য্য কি সখ্য, দাস্য কি বাৎসল্যভাবেও পাওয়া যায় না। ইহাতে সখীদিগেরই একমাত্র অধিকার। ফলতঃ তাঁহারাই লীলা প্রকাশ করেন, এবং তাঁহারাই লীলারস সম্ভোগ করাইয়া পরিতৃপ্ত হন। কারণ, তাঁহাদিগের প্রেম অহৈতুক। উহা কাম নামে অভিহিত হইলেও বাস্তবিক প্রাকৃত কাম নহে। গোপীদিগের প্রেমের নামই কাম। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবাদিরাও ঐরূপ প্রেমের বাঞ্ছা করিতেন। যথা—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

অতএব এই প্রেমলীলা তত্ত্ব সখীদিগের আনুগত্য ভিন্ন লাভ করিবার আর অন্য উপায় নাই। ফলতঃ রাধাকৃষ্ণের সুখবিভু ও ভাব স্বয়ং প্রকাশশীল হইলেও সখীগণের সাহায্য ভিন্ন রস পুষ্টি করিতে কেহই সমর্থ নহে। সুতরাং কোন্ রসিক ভক্ত, সখীদিগের আশ্রয় না লইয়া রসলাভে সমর্থ হইবে? যথা—

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ, ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ, শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ॥

প্রেমময়ী রাধিকা ব্রজকুমুদ বিধু কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ রূপা প্রেম কল্পলতা। রাধা তুল্যা সখীরা ঐ কল্পলতার বাল পল্লব ও পুষ্প। উন্নাসিনী রাধার কৃষ্ণলীলামৃত রস সিঞ্চিত হইলে, স্ব স্ব সেকাপেক্ষা পল্লব পুষ্পরূপা সখীরা যে, শত শত গুণ অধিক আনন্দ লাভ করিবে; তাহাতে আর বিচিত্র কি? যথা—

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধোর্হ্লাদিনীনামশক্তেঃ,
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং,
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং সন্তি যত্তন্ন চিত্রং॥

যখন ব্রহ্মাণ্ডরূপ রাজপ্রাসাদে লীলাপর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-জতুতে, মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার চিত্তজতু, উভয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ রূপ হিঙ্গুলবর্ণ প্রেমাগ্নি দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া অভিন্নরূপে রঞ্জিত করিয়া তুলে, তখনই রাধাকৃষ্ণ প্রেমের বিবর্ত্ত বিলাস হয়। যথা—

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্ত জতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমং।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী ॥

এই যে রাধাকৃষ্ণের বিলাস, ইহা কাম ক্রীড়া নহে। কাম ক্রীড়া নামে অধ্যাত্ম প্রেমের বিলাস মাত্র। ইহাতে গোপীদিগের নিজ ইন্দ্রিয় সুখের লেশ মাত্রও নাই, কৃষ্ণ সুখই তাৎপর্য্য। যেহেতু তাঁহারা অকামী।

যোহি বৈ কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি।
যোহি বৈত্বকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতি ॥

এই গোপীভাবামৃতে যাহার লোভ জন্মে, সে বেদধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিয়াও কৃষ্ণের ভজনা করে। আর যে ব্যক্তি রাগমার্গে কৃষ্ণের সেবা করে, অথবা গোপীদিগের অনুগত হইয়া, ব্রজের ভাবে ভগবানের আরাধনা করে, তাহারাও ব্রজেন্দ্র নন্দনকে প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ রাগমার্গোপাসক গোপীগণের সম্বন্ধে ভগবান্ যেরূপ সুলভ, বৈধমার্গোপাসক দর্শনতত্ত্ববেত্তা জ্ঞানীদিগের পক্ষে তিনি তত সুলভ নহেন। যথা—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপীকাসুতঃ।
জ্ঞানীনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসোৎসব প্রবৃত্ত ব্রজাঙ্গনাগণের, স্বীয় বাহু যষ্টি দ্বারা কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতি যে মহা প্রেম ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা হৃদয়বাসিনী কমলা, কিম্বা পদ্মগন্ধা ও পদ্মকান্তিধারিণী সুরাঙ্গনারাও প্রাপ্ত হন নাই। অন্য স্ত্রীদিগের তো কথাই নাই। যথা—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ, স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ, লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং ॥

রাধা শব্দের অর্থ,—ইনি ভগবান্ হরির আরাধনা করিয়াছিলেন; তাই ইঁহার নাম, রাধা। তৎপ্রমাণং যথা—

"অনয়ারাধিতো নুনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।"

ইতি রাধা-তত্ত্ব।

জীব-তত্ত্ব।

নিজ প্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ,
কিরত্যল মুরীকৃত দ্বিজকুলাধিরাজ স্থিতিঃ।
স লুঞ্চিত তমস্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী,
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্য তু ।।

জীবেরস্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়। স্বাভাবিক কৃষ্ণের যে তিন শক্তি হয় ॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি। চিচ্ছক্তি জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥

পরমাত্মা অপরিমিত চিচ্ছরূপ। জীবাত্মা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিৎকণ। অপরিসীম চিৎস্বরূপের সহিত, জীবরূপী ক্ষুদ্র চিৎকণ, নিত্যযোগে আবদ্ধ; ইহার যোগভঙ্গ কিছুতেই হইবার নহে। একটী অনন্ত, অপরিসীম ও মহান্; অপরটী ক্ষুদ্র, বদ্ধ ও সামান্য চিদংশ। একটী আশ্রয়, অপরটী আশ্রিত। ইহাদের সত্বা এক হইলেও প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ভেদাভেদকেই বৈষ্ণবগণ, "অচিন্তনীয় ভেদাভেদ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন মধুকর, মধুপানার্থ পুষ্পান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়, হঠাৎ পুষ্প পাইবা মাত্র প্রথমে তাহার চতুর্দ্দিকে গুণ গুণ করে, পরে পুষ্পোপরি উপবিষ্ট হইয়া পাপরি গুলি ভেদ করতঃ মধুপানে প্রবৃত্ত হয়। শেষে পান করিতে করিতে একেবারে বিভোর হইয়া পড়ে। মধুকর, যতক্ষণ মধুপান করিতে পায় নাই, ততক্ষণ সে আপনাকে পুষ্পস্থিত মধু হইতে পৃথক্ মনে করিয়াছিল, কিন্তু যখন মধুকোষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, নীরবে মধুপান করিতে লাগিল, তখন তাহার নিকট কি বাহ্য জগৎ, কি মধুভাণ্ডার, ইহাদের কিছুরই আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞান রহিল না। তখন সে, একেবারে সমুদয়ই মধুময় বোধ করিয়া থাকে। অথচ আত্মবোধ ও মধুবোধেরও এক অচিন্তনীয় "ভেদাভেদ" জ্ঞান তাহারই থাকে। তেমন জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই রূপ।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন সচ্চিদানন্দরূপ চৈতন্য পুরুষ ও প্রভু, জীব তেমন তাঁহার অংশাংশ অণুচৈতন্য ও দাস। তিনি মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়ার দাস।

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকরঃ ।।

কিন্তু যখন মায়াপাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়, তখন সে আপনার স্বরূপ

ও ভগবানের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারে। ফলতঃ ভগবানের মায়া প্রযুক্ত ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব, স্ব স্বরূপ বিস্মরণ ও দেহে আত্মবুদ্ধি প্রযুক্ত "আমি ঈশ্বর হইতে পৃথক্" এই ভ্রান্ত জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু যখন গুরু ও ভগবানের কৃপায় তাহার দিব্যজ্ঞান জন্মে, তখন সে অহংজ্ঞান আপনিই পরিত্যাগ করে। শাস্ত্রে এই "তুমি" ও "আমির" পৃথকত্ব ও একত্বকেই মায়া বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। যেমন গুটিপোকা আপনার মুখ নিঃসৃত লালা দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, আপনিই আপনার নির্ম্মিত গৃহে আবদ্ধ হয়। আবার কালে স্বভাববশে আপনিই ঐ ঘর ভগ্ন করিয়া, পরম সুন্দর প্রজাপতি রূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রমুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে থাকে। জীবও তেমন স্ব সংস্থাপিত সংসার-মায়ায় আবদ্ধ হয়। কালে গুরু ও শাস্ত্রোপদেশে যখন চক্ষু প্রসন্ন হয়, তখন সংসার মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য, এই জ্ঞান লাভ করে।

এই জ্ঞানলাভ ও মায়া মুক্তি সহজে হয় না। কেননা ভগবানের মায়া দুস্তরা, গুণময়ী ও অদ্ভুত। যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার আরাধনা করে, কেবল তাহাদিগের ভাগ্যেই মায়া মুক্তি ঘটিয়া থাকে। যথা—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান নাই। তাই ভগবান্ দয়া করিয়া, অসংখ্য বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র, নারদ সনাতনাদি উপদেষ্টা, এবং, সর্ব্বোপরি স্বয়ং তাহাতে প্রকাশ হইয়া, তাহাকে যখন শুভ পথে লইয়া যান, তখন "কৃষ্ণই আমার প্রভু ও পরিত্রাতা" জীবের এই দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। বেদে যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের উল্লেখ আছে, তাহার "কৃষ্ণ প্রাপ্তি"—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয়, এবং প্রেম—প্রয়োজন। অতএব জীবের পুরুষার্থ হইতেছে; প্রেম, যে প্রেমধন পুরুষার্থের মধ্যে সর্ব্ব শিরোমণি। জীব, কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহার সেবা ও অনুসন্ধান করে। এ বিষয়ে দরিদ্রের গৃহে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। যথা—এক জন সর্ব্বজ্ঞ আসিয়া কোন দরিদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত দুঃখী কেন? তোমার পিতার যে বহু ধন আছে, সে মৃত্যুকালে তোমায় বলিয়া যাইতে পারে নাই?" তখন দরিদ্র, ধনের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু ধন কোথায়, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, পুনরায় সর্ব্বজ্ঞের শরণ লইল। তখন সর্ব্বজ্ঞ বলিলেন,—"দক্ষিণে খুঁড়িওনা,—ভীমরুল আছে। পশ্চিমে খুঁড়িওনা—যক্ষ আছে। উত্তরে খুঁড়িওনা—সর্প আছে। কিন্তু

পূর্ব্ব দিক্ খুঁড়িলেই ধনের কলসী তোমার হস্তগত হইবে।" ধন যেমন সর্ব্বজ্ঞের নির্দ্দেশ মত স্থানে মিলিল, তেমন ভগবানকেও সাধু উপদেষ্টার উপদেশ মতে, ভক্তি পথে গেলেই পাওয়া যায়। ভগবান্ বলিতেছেন,—একমাত্র শ্রদ্ধা সমন্বিত ভক্তিযোগেই সাধুরা আমাকে প্রিয় আত্মারূপে পাইয়া থাকেন। কেননা আমাতে নিষ্ঠা ভক্তি জন্মিলে চণ্ডালও জাতিদোষ চণ্ডালত্ব হইতে পবিত্র হয়। যথা—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥

অতএব কৃষ্ণ প্রাপ্তির এক মাত্র উপায় ভক্তি। যেমন ধন লাভের ফল সুখলাভ, তেমন ভক্তি লাভের ফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ। যাহা জীবের পক্ষে পঞ্চম পুরুষার্থ-রূপে নির্দ্ধারিত। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে।—

ঐছে শাস্ত্র কহে কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি। ভক্ত্যে বশ কৃষ্ণ হয় ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥ অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়। অভিধেয় বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥ ধন পাইলে যৈছে সুখ ভোগ ফল পায়। সুখ ভোগ হইতে দুঃখ আপনি পলায়॥ তৈছে ভক্তি ফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায়। প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥ দারিদ্র্য নাশ ভব ক্ষয় প্রেমের ফল নয়। ভোগ প্রেম সুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়॥

যদিও বিশ্বের বিমোহনার্থ নানা পুরাণ ও আগমাদি রচিত হইয়াছে, এবং তত্তৎ প্রতিপাদ্য দেবগণও মানবগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছেন, তথাপি ঐ সমস্ত শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া বিচার করিলে, বিষ্ণুই যে শ্রেষ্ঠ উপাস্য ও ভগবান্, তাহার সুন্দর রূপে মীমাংসা হয়। যথা—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা,
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম,
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে।।

ফলতঃ শ্রুতিগণ বিষ্ণুকেই যজ্ঞরূপে বিধি প্রদান করে। দেবরূপে তাঁহাকেই প্রকাশ করে। এবং তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া নানা তর্ক উপস্থিত করে। আবার ভেদাত্মিকা মায়া দেখাইয়া নিবৃত্ত ব্যাপার হয়। যথা—

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহং।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দমাস্থায় মাং ভিদাং। মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিদ্ধ প্রসীদতি॥

অতএব, চরিতামৃতে,—বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম, তিন মহাধন। ইতি জীব-তত্ত্ব।

ভক্তিরস-তত্ত্ব।

যোঽজ্ঞান মত্তং ভুবনং দয়ালু, রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তং।
স্ব প্রেম সম্পৎ সুধয়াদ্ভুতেহং, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥

প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ। সূত্র রূপ কহি বিস্তার না যায় বর্ণন॥

ভক্তিরস সমুদ্র অতি গভীর ও অনন্ত। তাহার সকল বিষয় বর্ণন করা যায় না, তবে যৎ কিঞ্চিৎ তোমাকে আস্বাদন করাইতেছি। ভগবানের অনাদি অনন্ত চিচ্ছরূপের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম যে অংশ, তাহারই নাম জীব। কেশাগ্রকে শত ভাগ করিয়া, তাহাকে পুনরায় শত শত ভাগ করিলে যেমন অতি সূক্ষ্ম হয়, জীবের স্বরূপ তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম। ফলতঃ জীবাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। যথা—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥

অপিচ,— বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ো ইতিচাহ পরা শ্রুতিঃ॥ সূক্ষ্মাণামপ্যয়ং জীবঃ॥

জীব বলিতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সৃষ্ট প্রাণী মাত্রকেই বুঝায়। জীবমাত্রেই সেই পূর্ণ চিৎস্বরূপের অতি সূক্ষ্ম চিৎকণ মাত্র। যদি স্থাবর বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে জঙ্গমকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—তির্য্যক্, জলচর ও স্থলচর। এই স্থলচরের মধ্যে, মনুষ্য সংখ্যা অতি অল্প। মনুষ্যের মধ্যে আবার ম্লেচ্ছ, যবন, বৌদ্ধ ও পুলিন্দই অধিক। বেদনিষ্ঠের মধ্যে অনেকে মুখে বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে বটে, কিন্তু কার্য্যে বেদ বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া থাকে। এই বৈদিকের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মী, আবার সহস্র সহস্র কর্ম্মীর মধ্যে একটীও জ্ঞানী পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। জ্ঞানীদিগের মধ্যে জীবন্মুক্ত আরও অল্প। জীবন্মুক্তের মধ্যে একটী কৃষ্ণ ভক্ত পাওয়া দুর্ঘট। মুক্তি ও ভুক্তি কামীরা অশান্ত। ফলতঃ যাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, এমন কোটী কোটী মুক্তের মধ্যেও হরিভক্তি পরায়ণ একটী পাওয়া আরও দুর্লভ।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহামুনে॥

বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে। বেদনিষিদ্ধ পাপকরে ধর্ম্মনাহিগণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুতর কর্ম্ম নিষ্ঠ। কোটী কর্ম্ম নিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় এক জন মুক্ত। কোটি মুক্তমধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন ভাগ্যবান জীব, গুরু ও কৃষ্ণের

প্রসাদে ভক্তিলতার একটী অতি ক্ষুদ্র বীজও লাভ করিতে পারে, এবং মালীর ন্যায় উহার মূলে শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ সাধন জল সিঞ্চন করিতে পারে, তাহা হইলে, এক দিন না এক দিন ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া উঠিবে। এবং বিরজা পরব্যোম পার হইয়া গোলোক বৃন্দাবন পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে। কিন্তু সাবধানে উহার মূলে সাধন বারি সিঞ্চন করিয়া, উহাকে সরস রাখিতে হইবে। উহাতে যেন ভক্ত্যাপরাধ রূপ হাতি মাতা ও ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা রূপ আগাছা এবং সন্দেহ রূপ কুটি নাটীর উদয় না হয়। যে হেতু, পিশাচী তুল্যা দুঃখদায়িনী ভুক্তি মুক্তি বাসনা হৃদয়ে উদয় হইলে, সে হৃদয় কিরূপে ভক্তি সুখের আধার হইতে পারে? যথা—

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

এই লতা বৃদ্ধি পাইয়া আপনিই শ্রীকৃষ্ণচরণ রূপ কল্পপাদপ আশ্রয় করিবে। উহাতে কত ফুল ফল ধরিবে। ভক্ত মালী ঐ ফলাস্বাদন করিয়া তৃপ্ত ও শ্রম সাফল্য জ্ঞান করিবে। এবং পরিশেষে এই লতা ধরিয়াই শ্রীকৃষ্ণ চরণ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। এই ফলের নাম—প্রেম, ইহার নিকট চতুর্ব্বর্গ অতি তুচ্ছ।

প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়। লতা অবলম্বি মালী কল্প বৃক্ষ পায়॥
তাহা সেই কল্প বৃক্ষের করয়ে সেবন। সুখে প্রেম ফলরস করে আস্বাদন॥
এই ত পরম ফল পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণ প্রায় চারি পুরুষার্থ॥

শুদ্ধ ভক্তি হইতে প্রেম উৎপন্ন হয়, অতএব শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ শুন। নারদ পঞ্চ রাত্র ও ভাগবতে লিখিত আছে, অন্য বাঞ্ছা, অন্য দেবার্চ্চনা ও জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা যে, ভগবদর্চ্চনা তাহার নাম শুদ্ধ ভক্তি। এই শুদ্ধ ভক্তিই প্রেমের প্রসূতি। যথা—

সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং। হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গা সম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তি যোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতং। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতি ব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥

এই সাধন ভক্তি হইতে রতির উদয় হয়। এই রতি প্রগাঢ় হইলেই প্রেম নামে অভিহিত হয়। এই প্রেম যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই উহা হইতে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। এই সাধনভক্তি দুই প্রকার। বৈধীভক্তি ও রাগাত্মিকাভক্তি। বৈধীভক্তি-শাস্ত্র

যুক্তির অধীন, রাগাত্মিকাভক্তি, ভক্ত—হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুরাগ। এই সাধনভক্তি দ্বারা ভগবানে নিষ্ঠা জন্মে, নিষ্ঠা হইতে নামে রুচি, রুচি হইতে সাধনভক্তির বলে ভগবানে রতি জন্মে, এবং রতি গাঢ় হইলে প্রেম লাভ হয়। এই রূপে ক্রমে ভগবানে স্নেহ, মান, অনুরাগ, সখ্য ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। স্নেহাদি যেমন প্রেমের স্থায়ীভাব, তেমন দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শান্ত ও মধুর এ পাঁচটীও প্রেমের স্থায়ী রস, ও স্থায়ীভাব। রতির পাঁচটী স্থায়ীভাব পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে।—

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়। রতি গাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয়॥ প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়। রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥ যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার। শর্করাসিতা মিশ্রি, উত্তম মিশ্রি আর॥ এই সব কৃষ্ণভক্তি রস স্থায়ীভাব। স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥ সাত্বিক ব্যভিচারী হয় ভাবের মিলনে। কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত আস্বাদনে॥ যৈন দধি সিতা ঘৃত মরীচ কর্পূর। মিলনে রসাল হয় অমৃত মধুর॥ ভক্ত ভেদ রতিভেদ এ পঞ্চ প্রকার। শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥ বাৎসল্য রতি মধুর রতি এ পঞ্চ বিভেদ। রতি ভেদ কৃষ্ণভক্তি রস পঞ্চ ভেদ॥ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম। কৃষ্ণভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥

ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। বৈধীরাগ,—ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্রা। অনুরাগাত্মিকা ভক্তিযোগ—শুদ্ধ ও অহৈতুক। যেমন বাৎসল্য রসে,—কৃষ্ণ ও বলরাম, বসুদেব ও দেবকীকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা পুত্র বুদ্ধি ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্মরণে, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন না করিয়া, শঙ্কিত হইয়াছিলেন। যথা—

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসম্বন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ।

সখ্যরসে,—কৃষ্ণের বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুন, হে অপ্রমেয়! তোমার স্বরূপ না বুঝিয়া তোমাকে যে, সখা, যাদব, কৃষ্ণ, ইত্যাদি নামে সম্বোধন করিয়াছি, তুমি দয়া করিয়া আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা কর। যথা—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং॥

মধুর রসে,—কৃষ্ণ, পরিহাস ছলে রুক্মিণীকে "পরিত্যাগ করিবেন," ভয় দেখাইলে, রুক্মিণী দুঃখ, ভয় ও শোক প্রযুক্ত অচৈতন্য হওয়াতে, তাঁহার হস্তস্থ-

বলয় ও বীজন স্খলিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। এবং সংজ্ঞাহীন হওয়াতে তাঁহার দেহযষ্টি আলুলায়িত কেশে বাততাড়িতা রম্ভাতরুর ন্যায় ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইল। যথা—

তস্যাঃ সুদুঃখভয় শোকবিনষ্টবুদ্ধে র্হস্তাৎ শ্লথবলয়তো ব্যজনং পপাত।

দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্, রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্॥

কিন্তু যশোদা, কৃষ্ণের অনেক অলৌকিক কার্য্য দেখিয়াও, যিনি বেদে— ইন্দ্র, উপনিষদে—ব্রহ্ম,—সাংখ্যে—পুরুষ, এবং ভক্তিশাস্ত্রে—সাত্বতগণ কর্ত্তৃক ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই পরব্রহ্ম রূপ কৃষ্ণকে সামান্য আত্মজ বোধে, রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন। যথা—

ত্রয্যাচোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্য যোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ। উপগীয়মান মাহাত্ম্যং হরিং সা মন্যতাত্মজং॥

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং। গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥

সখ্যরসে,—শ্রীদামাদি সখাগণ স্কন্ধে চড়িয়া বেড়াইতেন, যথা—

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।

সৌভাগ্য গর্ব্বে দর্পিতা গোপবালারা, "আমি চলিতে অশক্ত আমাকে বহন করিয়া লইয়া চল," এরূপ আদেশ করিত। যথা—

—দৃপ্তা—কেশবমব্রবীৎ। ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ।

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি। ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত॥

গোপী কৃষ্ণের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, কামসাধনার্থ রাস মণ্ডপে আসিয়া, কৃষ্ণের প্রীতিতে এমনই মুগ্ধা হইয়াছিলেন যে, "কৃষ্ণ তাঁহারই" এই অভিমান পর্য্যন্ত মনে উদয় হইয়াছিল। কৃষ্ণ কাহারও দর্প রাখেন না, তাই বলিলেন,—"স্কন্ধে আরোহণ কর" কিন্তু যেই গোপী স্কন্ধে আরোহণ করিবে, অমনি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য গোপী সন্নিধানে অন্তর্ধান হইলেন। তখন নিগৃহীতা গোপী বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে অচ্যুত! আমরা পতি পুত্রাদি বিসর্জ্জন দিয়া তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি। আমরা তোমার উচ্চ সঙ্গীতে মুগ্ধা। হে শঠ! যে অবলা রাত্রিযোগে স্বয়মাগতা, তাহাকে কোন্ রসিক পুরুষ প্রত্যাখ্যান করে? যথা—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতি বিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।

গতিবিদস্তবোদ্গীত মোহিতাঃ, কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥

রসের কি রূপ বৈচিত্র্য। এক স্থানে ও এক জনে, ভয় বা সম্ভ্রম যুক্ত প্রীতি। অপর স্থানে, সেই জনের প্রতি আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার। দুই প্রকার রতির, এই দুই প্রকার প্রকৃতি।

পঞ্চ রসের প্রকৃতি ভেদে, ভগবানে একনিষ্ঠতার নামই শান্তরস। এই শান্তরস ব্যতীত ভগবানে নিষ্ঠাবুদ্ধি জন্মে না। যথা—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্ম ইন্দ্রিয়সংযমঃ। তিতিক্ষা দুঃখ সংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ॥
শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ। তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা॥

শান্ত রসের দুইটী গুণ। সংসার বাসনা পরিত্যাগ, ও ভগবানে একাগ্রতা। আকাশের গুণ যেমন পর পর পঞ্চভূতেই বিদ্যমান, তেমন শান্ত রসের এই দুইটী গুণ অন্যান্য সকল রসেই অবস্থিত। যথা, চরিতামৃতে—

কৃষ্ণ নিষ্ঠা তৃষ্ণা ত্যাগ শান্তের দুই গুণে। এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্ত জনে॥ আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগণে। শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধ হীনে॥ কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে। পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুর জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥ ঈশ্বর জ্ঞান সম্ভ্রম সে গৌরব প্রচুর। সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥ শান্তের দাস্তের আছে অধিক সেবন। অতএব দাস্য সেবার এই দুই গুণ॥ শান্তের গুণ দাস্যের সেবন সখ্য দুই হয়। দাস্যের গৌরব সেবা সখ্যে বিশ্বাসয়॥ কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ। কৃষ্ণ সেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥ বিশ্বম্ভর প্রধান সখ্য গৌরব সম্ভ্রম-হীন। অতএব সখ্য রসের এই তিন চিহ্ন॥ মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্ম সম জ্ঞান। অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান্॥ বাৎসল্য শান্তের গুণ দাস্যের সেবন। সেই সেই সেবনে হয় নামের পালন॥

শান্তরস দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, ও অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়। দাস্য রতি দ্বারা ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ, ও তিনি উপাস্য, আমি উপাসক—এই জ্ঞান জন্মে। সখ্য রতি দ্বারা, ভগবান্ আমার পরমাত্মীয়, সুতরাং তাঁহার সহিত হাস্য পরিহাস ক্রীড়া ইত্যাদি করিয়া ভক্ত আমোদ লাভ করে। বাৎসল্য রতি দ্বারা, ইনি আমার পুত্র, সুতরাং প্রতিপাল্য বালক, ইহার শুভাশুভ আমার উপরই নির্ভর করে, এই জ্ঞান জন্মে। কিন্তু মধুর রতিতে, কেবল প্রীতিযুক্ত আত্ম সমর্পণ। হে নাথ! "আমি তোমার"—এই জ্ঞান জন্মে। হে প্রভো! তুমি লীলা দ্বারা তোমার সুখ স্বরূপে মগ্ন গোপীকাদিগকে রস দান করিয়া উন্মাদিনী করিতেছ, আবার সেই সকল গোপীদিগের প্রেমে স্বয়ং পরাভূতও হইতেছ। যথা—

ইতীদৃক স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে, স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তং।
তদীয়েশিতজ্ঞেঃ স্বভক্তৈর্জ্জিতত্ত্বং পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে॥

এই মধুর রতির উপর, আর রতিও নাই, রসও নাই; ইহাই সর্ব্ব-রসের শ্রেষ্ঠ। ইহা দ্বারাই ভগবানকে আত্ম সমর্পণ করা যায়।

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম। কৃষ্ণ ভক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥ কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন। অতএব মধুর রসের হয় পঞ্চগুণ॥ অর্থাৎ কান্ত ভাবে, পাঁচটী রসই সমভাবে অবস্থিতি করে।

ইতি ভক্তিরস-তত্ত্ব।

সম্বন্ধ-তত্ত্ব।

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তি রসাশ্রয়ং।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ॥

অনন্ত রূপ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলার কথা, অনন্ত দেবও অনন্ত মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারেন না, মানুষ কোন্ ছার? তাঁহার ঐশ্বর্য্যেরও অন্ত নাই, লীলাধামেরও অন্ত নাই। তিনি যোগমায়া আশ্রয়ে সর্ব্বদাই লীলা করিয়া থাকেন। জড়াতীত ধামের নাম বৈকুণ্ঠ। এই বৈকুণ্ঠ ধাম যে কত, তাহারও সংখ্যা নাই। এই সকল বৈকুণ্ঠের উপরে গোলোক (কৃষ্ণলোক) প্রতিষ্ঠিত। অনন্ত বৈকুণ্ঠ যেন, দল শ্রেণী, আর কৃষ্ণলোক সেই দল মধ্যস্থ কর্ণিকার। এই কৃষ্ণলোক, মাধুর্য্য লীলার অধিষ্ঠান ভূমি। এই স্থানে কৃষ্ণ, অপ্রাকৃত মাতা পিতা সখা প্রেয়সী লইয়া সর্ব্বদা লীলা করিয়া থাকেন।

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদং। তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং॥

এই ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ স্থান ও লীলার অন্ত, অজ ভবাদিও জ্ঞাত নহেন। জীবে কিরূপে জানিতে পারিবে? ব্রহ্মা বলিতেছেন, হে পরমাত্মন্। "আপনি ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ স্থানে কোন্ লীলা করিয়া থাকেন, তাহা কে বলিতে পারে? যেহেতু আপনি যোগমায়া আশ্রয়ে সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

কো বেত্তি ভূবন ভগবন্ পরাত্মন্, যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাং।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি, বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং॥

কৃষ্ণের অনন্ত সদ্গুণের অন্ত ব্রহ্মাও গণনা করিয়া শেষ করিতে না পারিয়া, পুনরায় বলিতেছেন। "আপনি অনন্ত গুণের অধিষ্ঠান স্থল, নানা গুণ প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষণার্থ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আপনার গুণের সংখ্যা, যে বিজ্ঞ ব্যক্তি পরমাণুর কণা, হিমের কণা, এবং নক্ষত্রের সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ, তিনি ও আপনার গুণ পরিমাণ করিতে অক্ষম।

গুণাত্মনস্তেপি গুণান্ বিমাতুং,—হীতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেহস্য।
কালেন যৈর্কা বিমিতাঃ সুকল্পৈ, র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকাদ্যুভাসঃ॥

কোন সময় ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন,—যখন আমি স্বয়ং সেই ভগবানের মায়ার অন্ত পাই নাই, তোমার অগ্রজেরাও পান নাই, তখন পরজাত মানবেরা তাঁহার অন্ত কিরূপে পাইবে? অনন্তদেব আদি যুগ হইতে সহস্র মুখে গুণকীর্ত্তন করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই। যথা—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে, মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদি দেবঃ, শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারং॥

পরিশেষে ব্রহ্মা বলিলেন,—অনর্থ বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন। "ভগবানের ঐশ্বর্য্য আমি জানি" একথা যে বলে, সে জানিলে জানিতে পারে; কিন্তু আমার পক্ষে উহা মনোবুদ্ধির অগোচর। যথা—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরং॥

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গ, একেবারে ঐশ্বর্য্য সাগরে মগ্ন হইয়া গেলেন। ক্ষণ কাল পরে স্থির হইয়া, ভাগবতের এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া সনাতনকে শুনাইলেন। যাহা উদ্ধবকে মহামতি বিদুর বলিয়াছিলেন। "সেই কৃষ্ণ ত্রিভুবনের একমাত্র ঈশ্বর, তাঁহার তুল্য বা তাঁহা হইতে প্রধান, কেহই নাই। তিনি আনন্দলক্ষ্মী লাভ করিয়া অনন্ত ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোকপালগণ যখন তাঁহাকে নানা উপচারে অর্চ্চনা করতঃ প্রণাম করে; তখন তাহাদিগের কিরীটস্থ মধ্যমণি শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠে সংলগ্ন হইয়া, অতি অপূর্ব্ব মধুর ধ্বনি উৎপাদন করে। যথা—

স্বয়ন্তু সাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ, স্বারাজ্য লক্ষ্ম্যাপ্ত সমস্ত কামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ, কিরীটকোটীড়িত পাদপীঠঃ।

সৃষ্টি স্থিতি সংহারী যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর; ইহাঁরা ঈশ্বর হইয়াও কৃষ্ণের আজ্ঞাবহ কিঙ্কর। কৃষ্ণ সার্ব্বভৌম অধীশ্বর। ব্রহ্মা ইহাঁরই আজ্ঞায় সৃষ্টি কার্য্যে, বিষ্ণু ইহাঁরই আজ্ঞায় পালন কার্য্যে, এবং মহেশ্বরও ইহাঁরই আজ্ঞায় সংহার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। যথা—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তি ধৃক্॥

কৃষ্ণের অধিষ্ঠান ধামের নাম,—মথুরা, দ্বারকা, ও বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনেই তাঁহার নিত্য স্থিতি। এই স্থানের কান্তাগণই—লক্ষ্মীগণ। কান্ত—পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। পাদপরাজী—কল্পতরু। ভূমি—চিন্তামণিগণময়ী। জল—অমৃত। কথা—গান। গমন—নাট্য। বংশীধ্বনী—ভগবদ্বাণীর ন্যায় উপদেষ্টা। এবং

চিদানন্দ জ্যোতিতে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। আরও শুন,—বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনাগণের পাদভূষাই—চিন্তামণি। ক্রীড়াস্থকুল পাদপরাজী—ত্রিদিবস্থ কল্পপাদপ। ব্রজের ধন—কামধেনু। ইহা দ্বারা বৃন্দাবনের সুখ সৌন্দর্য্য ও বিভূতি আশ্চর্য্যরূপে অনুভূত হয়। যথা—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ কল্পতরবো, দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী, চিদানন্দজ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
চিন্তামণিশ্চরণ ভূষণমঙ্গনানাং, শৃঙ্গার পুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাং।
বৃন্দাবনং ব্রজধনং ননু কামধেনু, বৃন্দানিচেতি সুখ-সিন্ধুরহো বিভূতিঃ॥

চিন্তামণি প্রকর সদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লতাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মী সহস্র শত সম্ভ্রম সেব্যমানং।

এই বৃন্দাবন আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ ভাণ্ডার। ইহার পর পরব্যোম বা বিষ্ণুলোক। এই স্থানে কৃষ্ণ, অনন্ত শয্যায় নারায়ণ মূর্ত্তিতে লক্ষ্মী সহ বিরাজ করেন। ইহার নিচে—দেবীধাম, মহেশধাম ও হরিধাম। যথা—

গোলোক নাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য, দেবী মহেশ হরিধামসু তেষু তেষু॥

এই গোলোক ধামে বিরজানাম্নী নদী বেদাঙ্গরূপ স্বেদ বারিতে সুশোভিতা হইয়া প্রবাহিতা হইয়া থাকে। যথা—

প্রধান পরম ব্যোমোরন্তরে বিরজানদী, বেদাঙ্গ স্বেদ জনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥

বিরজা নদীর পর পারে, ব্রহ্মময়, ত্রিপাদৈশ্বর্য্য যুক্ত, অমৃত, নিত্য, অনন্ত, ও অত্যুত্তম পরব্যোম ধাম শোভা পায়। যথা—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং। অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং॥

উহার নিচে বিরজার পরে,—বাহ্যাবাস। তাহার প্রকোষ্ঠ অনন্ত। ইহার নাম দেবীধাম। এই স্থানে জীব লোকের বসতি, জগৎ লক্ষ্মী এ স্থানের কর্ত্রী। এবং মায়া দাসী হইয়া, সকলের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা। এই তিন ধামে অধীশ্বর কৃষ্ণ বিরাজমান। এই ধাম চিচ্ছক্তি সম্পন্ন বলিয়া, ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নামে অভিহিত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেই ধাম ত্রিপাদৈশ্বর্য্যের স্থান বলিয়া, ত্রিপাদ্ভূত নামে অভিহিত। কিন্তু অন্য সকল স্থান মায়া বিভূতি বলিয়া একপাদ।

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎপদং। বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বপ্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥

কৃষ্ণের ত্রিপাদ্বিভূতি বাক্য ও মনের অগোচর। তোমাকে একপাদ বিভূতির একটী শাস্ত্রীয় ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ কর।

কোন সময় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণের দর্শন জন্য ঐশ্বর্য্যধাম দ্বারকায়

আসিয়া কৃষ্ণের নিকট দ্বারপাল দ্বারা নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন; "আমি আপনাকে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইতে আসিয়াছি।" কৃষ্ণ, দ্বারপাল দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন; তিনি কোন্ ব্রহ্মা। চতুর্মুখ, একথা শুনিয়া, চমকিত হইয়া, স্বগত চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমিই ত সৃষ্টিকর্ত্তা, এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মা; তবে আবার কোন্ ব্রহ্মা, প্রভু কেন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। প্রকাশ্যে, দ্বারীকে বলিলেন, তুমি যাইয়া বল—সনকের পিতা চতুর্মুখ ব্রহ্মা। দ্বারপাল সংবাদ দিয়া, ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মাকে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে লইয়া গেল। ব্রহ্মা পাদ বন্দনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,—আমাকে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন? এবং "কোন্ ব্রহ্মা" এরূপ পরিচয় কি জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; দাসের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ইহার নিগূঢ় বৃত্তান্ত বলিতে হইবে। এই কথা শেষ হইতে না হইতে, যথা—চৈতন্য চরিতামৃতে—

শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে বসিলেন ধ্যানে। অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল তত ক্ষণে॥ শতবিংশ সহস্রাযুত লক্ষৈক বদন। কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো না যায় গণন॥ রুদ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি যে বদন। ইন্দ্রগণ আইল লক্ষ কোটি সুনয়ন॥ দেখি চতুর্ম্মুখ তবে ফাঁফর হইল। হস্তীগণ মধ্যে যেন শশক রহিল॥ আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ পাদ পীঠ আগে। দণ্ডবৎ করি পড়ে মুকুট পীঠে লাগে॥ কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লিখিতে কেহ নারে। যত ব্রহ্মা তত মূর্ত্তি একই শরীরে॥ পাদ পীঠে মুকুটাগ্র সংঘট্টে উঠে ধ্বনি। পাদ পীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি। দ্বারকাদি বিভূতির এই ত প্রমাণ। আমার ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ সবার হইল জ্ঞান॥ দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইল চমৎকার। কৃষ্ণের চরণে আসি করি নমস্কার॥ ব্রহ্মা কহে পূর্ব্বে আমি নিশ্চয় করিনু। তার উদাহরণ আমি আজি ত দেখিনু॥

তখন ব্রহ্মাকে ভয় ব্যাকুলিত ও স্তম্ভিত দেখিয়া,কৃষ্ণ বলিতেছেন। যথা—

কৃষ্ণ কহে এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন। তুমি ক্ষুদ্র তাতে তোমার চারি যে বদন॥ কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি কোন লক্ষ কোটি। কোন নিযুত কোটি কোন কোটি কোটি॥ ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর বদন। এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥ একপাদ বিভূতি ইহার নাহি পরিমাণ। ত্রিপাদ বিভূতির কেবা করে পরিমাণ॥

গোস্বামী বলিলেন,—এখন বিবেচনা কর, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যই বা কত, আর

দ্বারকার বিভূতি মহিমাই বা কি ? এই ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবসাগরে ডুবিয়া বলিতে লাগিলেন। "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ মর্ত্ত্যলীলার উপযুক্ত। এরূপ দেখিয়া তিনি নিজেই মুগ্ধ হন। কৃষ্ণ যোগমায়াবল পরিদর্শনার্থই এই রূপ স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ ইহা অতি সৌভাগ্যের পরমপদ।" যথা।

যন্মর্ত্ত্যলীলোপয়িকং স্বযোগ, মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ, পরং পদং ভূষণং ভূষণাঙ্গং॥

ঐ রূপ দেখিয়া যখন কৃষ্ণ নিজেই স্বীয় রূপ মাধুরী পান করিতে সতৃষ্ণ, তখন আর জীবের কথা কি ? মথুরাবাসিনী মহিলারা, রঙ্গভূমিতে কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিল।—আঃ! কি কষ্ট! আমরা নিতান্তই ক্ষীণপুণ্য, তাই অসময়ে ইহাঁর দর্শন পাইলাম। ব্রজাঙ্গনারা না জানি কত তপস্যা করিয়াছিল, যাহাতে কৃষ্ণের এই প্রত্যক্ষ মদনমোহন রূপামৃত নিত্য পান করিতে পায়। ইহাঁর অঙ্গকান্তি কেমন লাবণ্যপূর্ণ, ও নিত্য নব! ফলতঃ ইহাঁর তুল্য বা ইহাঁ হইতে শ্রেষ্ঠ, লাবণ্যময় শরীর ত্রিজগতে আর কাহারও দৃষ্ট হয় না। এই শ্রীবিগ্রহ, ঐশ্বর্য্য, যশঃ ও বিলাসলক্ষ্মীর আশ্রয় স্থল। এমন অপরূপ রূপ, নরলোকে নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। যথা—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং, লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্য সিদ্ধং।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসরাভি নবং দুরাপমেকান্ত ধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য॥

—সখী হে! কেন তপ কৈল গোপীগণে।
কৃষ্ণ রূপ সুমাধুরী, পিবি পিবি নেত্র ভরি,
শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মনে॥

নরনারীগণ নেত্র দ্বারা কৃষ্ণের বদনারবিন্দসুধা পান করিয়া পুলকিত হইতেন বটে, কিন্তু পূর্ণ রূপে তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। তাই নিমেষ উন্মেষের উপর ক্রুদ্ধ হইতেন। কৃষ্ণের কর্ণদ্বয়, মুখ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া আনন শ্রী আরও সমুজ্জল করে। এবং আননে সবিলাস হাস্য প্রযুক্ত যেন, নিত্যই কন্দর্পের নব নব আনন্দোৎসব হয়। যথা—

যস্যাননং মকর কুণ্ডল চারুকর্ণ, ভ্রাজৎ কপোল সুভগং সুবিলাস হাসং।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো, নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥

ব্রজাঙ্গনারা বহুদিনের পর কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া, ইষ্ট লাভ করিলেন। কিন্তু নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া, পক্ষ্মনির্ম্মাতা বিধিকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে নাথ! "তুমি বৃন্দাবনে গোচারণে

যাত্রা করিলে, আমাদের সকলেরই সেই ক্ষণার্দ্ধ সময় যুগের ন্যায় প্রতীত হয়। আবার মুখদর্শন কালে নিমেষও আমাদিগকে বঞ্চিত করে। যথা—

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং, যদ্দর্শনে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্ভি র্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা, স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপং॥
অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং, ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিল কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে, জড উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং॥

আবিষ্ট হইয়া, গৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন।—শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা আছে, তন্মধ্যে নরলীলাই সর্ব্বোত্তম। নরমূর্ত্তি, কিশোর বয়ঃক্রম, বঙ্কিম ত্রিভঙ্গ, বংশীধারী, ময়ূরপুচ্ছের শিখাধারী, মদনমোহন রূপ, সুবলিত দেহ, নর লীলার কেমন বিশুদ্ধ উপকরণ। বিশুদ্ধ সত্ব চিচ্ছক্তি রূপা যোগমায়াবলম্বনে ভগবান্ নিত্যই এই নবলীলা করিয়া থাকেন। ভক্তগণও এই লীলা দেখিয়া মুগ্ধ হন। বৃন্দাবনে সখাগণের সহিত গোচারণ, ব্রজবালাদিগের সহিত রসক্রীড়া, এবং নন্দ যশোদার বাৎসল্য স্নেহ—এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কাহার হৃদয়, না কৃষ্ণ লীলায় আসক্ত হয়? সুদরিদ্র আভীরবালারা, যে সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়াছে; তাহা নারায়ণের বক্ষঃবিহারিণী হইয়া রমাও প্রাপ্ত হন নাই। ফলতঃ, ইহা বৈধীভক্তির বশীভূত নহে। যাহারা অনুরাগে রাগাত্মিকা মার্গে ভগবানের ভজন সাধন করিতে পারে, তাহাদিগের ভাগ্যেই এ ব্রজরস মূর্ত্তিমন্ত। যখন গোপীভাব-দর্পণে কৃষ্ণের এই মাধুর্য্যমূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়, তখনই ইহা পরিস্ফুট হইতে থাকে। গোপীভাবে অনুভাবিত না হইলে, এ রস সম্ভোগের আর অন্য উপায় নাই। যথা—চরিতামৃতে।—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণু কর, নব কিশোর নটবর;
নব লীলা হয় অনুরূপ।
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।—
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।

এই রূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন,
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
স্ব সৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণধাম,
এইরূপে নিত্য তাঁর ধাম॥
ভূষণে ভূষিত অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রুধনু নর্ত্তন।
তেরছে নেত্র কোণে বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা গোপীগণ মন॥
চড়ি গোপীর মনোরথে, মন্মথের মন্মথে,
নাম ধরে মদন মোহন।
জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,
রাস করে লৈয়া গোপীগণ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে, গো-গণ চারণ রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যার বেণু ধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,
পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার॥
মুক্তাহার বক পাঁতি, ইন্দ্র ধনু পিঞ্জ তথি,
পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর, জগত শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত ধার॥

আহা! কৃষ্ণাঙ্গে যেন চন্দ্রমণ্ডল বসিয়াছে। মণিরত্ন হইতে গণ্ডদ্বয় পর্য্যন্ত, যেন ছুটি চাঁদ ঝলমল করিতেছে। প্রশস্ত ললাটে চন্দনবিন্দু, যেন অষ্টমী চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। করনখের চাঁদগুলি, যেন মুরলীর উপর খেলা করিতেছে। আর শ্রীপাদনখের চাঁদ গুলি, যেন নূপুরের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। কর্ণদ্বয়ে যেন যুগ্ম চাঁদ, মকর কুণ্ডলের সহিত দুলিতেছে। আর বিম্বাধর, যেন স্মিত কৌমুদী বিতরণ করিতেছে। আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নযুগল, যেন কন্দর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে। আর লাবণ্য জলে, কৃষ্ণের বদনারবিন্দ যেন মকরন্দ রসে টলমল করিতেছে। হায়! কৃষ্ণের এ চাঁদমুখ যে না

দেখিল, তাহার জন্ম বৃথা। কোটি কোটি জন্মের পুণ্যফলেও এ মুখ দেখা যায় না। বিধাতা কি নির্দ্দয়? জীব, কৃষ্ণানন দেখিবে, তাদের মাত্র দুটি চক্ষু দিয়াছেন। যে রূপ, কোটি কোটি চক্ষুতে দেখিয়াও দর্শন তৃষ্ণা মিটে না।

—সখী হে! কৃষ্ণ মুখ দ্বিজরাজ রাজ।

দুই গণ্ড সুচিক্বণ, জিনি মণি দর্পণ,
সেই দুই পূর্ণ চন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দন বিন্দু,
সেই এক পূর্ণ চন্দ্র মানি॥
কর নখে চাঁদের হাট, বংশী উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদ নখ চন্দ্র গণ, তলে করে নর্ত্তন,
নুপুরের ধ্বনি যার গান॥
নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্র লীলা কমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূধনু নাসা বাণ, ধনুর্গুণ দুই কাণ,
নারী মন লক্ষ্যে বিন্ধে তায়॥
এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
বিনা মূল্যে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে,
সব লোক করে আপ্যায়িত॥
বিপুল আয়তারুণ, মদন মদ ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য কেলি সদন, জন নেত্র রসায়ন,
সুখ ময় গোবিন্দ বন্দন॥ চরিতামৃত।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো, মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো, মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

আহা! কৃষ্ণানন কি মধুর! লাবণ্য মধুর হইতেও মধুর। স্মিতহাস্য, স্মিতকৌমুদী হইতেও মধুর। যখন অধরামৃতসহ স্মিতকর্পূর শব্দামৃতের সহিত মুরলী রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া শব্দ উৎপাদন করে, এবং ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তখন কাহার সাধ্য, সে বংশীস্বরে আকৃষ্ট না হয়।

কত যোগী ঋষির ধ্যান ভঙ্গ হয়। কত সতীর সতীত্ব নষ্ট হয়, বৈকুণ্ঠ বাসিনী লক্ষ্মী আকৃষ্টা হন, তা গোপাঙ্গনাদিগের আর অপরাধ কি? তাহারা যে পতি পুত্র ছাড়িয়া, অভিসারিণী হইয়া, কৃষ্ণ চরণে আত্ম সমর্পণ করিবে; তাহাতে আর বিচিত্র কি?

—সনাতন! কৃষ্ণ মাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু।

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য পুর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে সেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত জ্যোৎস্না ভর॥
স্মিত কিরণ সুকর্পূরে, পশি মধুর অধরে,
সেই মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশী ছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনী রূপে পাইয়া পরিণামে॥ চরিতামৃত।

ব্রজবালারা ধন্য। কারণ, কৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিতেছেন।—হে ব্রজবালাগণ! তোমাদিগের সংযোগ নিরবদ্য, আমি জীবনে তোমাদিগের প্রতি সাধুকৃত্য করিতে সক্ষম হইব না। তোমরা আমার জন্য দুশ্ছেদ্য গৃহ শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমার আরাধনা করিয়াছ। কিন্তু আমি বহু বল্লভ, সুতরাং আমার মন একনিষ্ঠ নহে। তাই তোমাদিগের সাধুকৃত্য দ্বারাই তোমাদিগের সাধুকৃত্যের প্রতিদান করা হইল। অর্থাৎ আমি তোমাদিগের প্রত্যুপকার করিয়া ঋণ মুক্ত হইতে পারিলাম না সত্য, কিন্তু তোমাদিগের কৃত সাধুকৃত্যেই আমি অঋণী হইলাম। যথা।—

ন পারয়েহং নিরবদ্য সংযুজাং, স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জর গেহশৃঙ্খলাঃ, সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

সুতরাং গোপীদিগের ন্যায় সৌভাগ্যবতী জীব আর কে? যাহাদিগের সম্বন্ধে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন। হে পার্থ! এই সকল ব্রজবালা অপেক্ষা আমার প্রিয় ও স্নেহের পাত্রী ত্রিভুবনে আর কেহই নাই। যথা—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ় প্রেম ভাজনং॥

হে পার্থ! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি যে, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রজাঙ্গনারাই আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, মাতৃতুল্যা, বন্ধু, স্ত্রীস্বরূপা এবং সর্ব্বস্ব। যথা—

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধব স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্য কিং মে ভবন্তি নঃ॥

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম।
কামগন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপী প্রেম। নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥
অতএব গোপীপ্রেমে নাহি কাম গন্ধ। কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণের সম্বন্ধ॥
সেইগোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা। রূপগুণ সৌভাগ্য প্রেমে অধিকসাধিকা॥

যথা—সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

পাঠক! এখন গোপীদিগের কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে কি বিবেচনা কর? ইহাতে কি পার্থিব সম্বন্ধের গন্ধ আছে?

ইতি ভক্তিরস-তত্ত্ব।

প্রয়োজন-তত্ত্ব।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং, স্বপ্রেম নামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ, কৃষ্ণোজনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

হে সনাতন! এক্ষণে ভক্তিফল রূপ প্রেম প্রয়োজন তত্ত্ব শ্রবণ কর; যাহা শুনিলে ভক্তিরস জ্ঞানের উদয় হয়। কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে, প্রেম নাম ধারণ করে, যাহা ভক্তি রসের স্থায়ীভাব। শুদ্ধসত্ত্ব গুণে আত্মাবিশেষীকৃত হইলে, প্রেমরূপ সূর্য্যতেজ সাম্যভাব ধারণ করিলে, এবং রুচি শক্তি প্রভাবে মন নির্ম্মল হইলে, হৃদয়ে যাহা জন্মে, তাহাকে ভাব বলে। যথা—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে।

দুই প্রকার ভাবের, স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণও দুই প্রকার। এখন প্রেমের লক্ষণ শুন। যে ভাব সর্ব্বতোভাবে বিমলীকৃত, স্নেহাতিশয্যসমন্বিত, এবং ঘনীভূতস্বরূপ বুধগণ, এমন ভাবকেই প্রেমা বলিয়া বর্ণন করেন। যথা—

সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

আর, অন্য পদার্থে মমতা না হইয়া, একমাত্র ভগবানে যে মমতাধিক্য জন্মে; ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, এবং নারদাদি ভক্তগণ, তাহাকে ভক্তি বলিয়া বর্ণন করেন। যথা—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ ॥

যখন কোন জীবের সৌভাগ্য উদয় হয়, তখন তাহার ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রদ্ধা হইতে সাধু সঙ্গ লাভের ইচ্ছা হয়। এই সাধু সঙ্গ করিতে করিতে যখন শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া যায়। এবং সাধন ভক্তির দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এই অনর্থ নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি ও নিষ্ঠার উদয় হয়। নিষ্ঠা হইতে নামে রুচি জন্মে, রুচি হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভাব, এই ভাবোৎপত্তি হইলে পর, প্রেমের উদয় হয়। এই রূপে সাধকদিগের প্রেমোৎপত্তি হয়।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

ইহাকে ভাবোৎপত্তি, রত্যঙ্কুর বা প্রীত্যঙ্কুর যাহাই বলনা কেন, বস্তু এক। যেমন ঘৃষ্ট চন্দন লেপের উপর বহুবার প্রলেপ দিলে উহা যেমন ঘনীভূত হইয়া উঠে, তেমন হৃদয়েও ভাবের উপর ভাব, তার পর ভাব, তার পর ভাব, এইরূপে ভাব পড়িয়া পড়িয়া ঘনীভূত হইলেই প্রেমোৎপত্তি হইয়া থাকে।

যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে এই সকল লক্ষণ অনুভূত হয়।—ক্ষমাশীল, ব্যর্থকাল শূন্য, নিস্পৃহ, নিরভিমান, আশাবদ্ধ, উৎকণ্ঠাযুক্ত, নাম গানে রুচি, গুণ বর্ণনে আসক্তি এবং বিষ্ণু মণ্ডপে বাসেচ্ছা। যাহার চিত্তে এই নয়টি প্রীত্যঙ্কুর জন্মিয়াছে, প্রাকৃত ক্ষোভে তাহার হৃদয় কখন ক্ষুব্ধ হয় না। যথা—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥

রাজা পরীক্ষিৎ, ব্রহ্মশাপ শ্রবণ করিয়াও ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন।—আপনারা এবং ভাগীরথি আমাকে আশ্রিত বলিয়া জ্ঞাত হউন। ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নিসম্ভূত মায়া, কিম্বা তক্ষকের দংশন, যাহাই অদৃষ্টে থাকুক না কেন; আমি তাহাতে দৃক্পাতও করি না। যেহেতু আমার চিত্ত ভগবানে নিবিষ্ট রহিয়াছে। আপনারা আনন্দে সুমধুর কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করুন। যথা—

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা, গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা, দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥

তাহারা কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন ব্যতীত বৃথা কাল নষ্ট না-করিয়া, বাক্য দ্বারা

স্তুতি, মন দ্বারা স্মরণ, দেহ দ্বারা প্রণতি, এবং নেত্র জল বিসর্জ্জন করিতে করিতে, সমগ্র আয়ু ভগবানের উদ্দেশেই সমর্পণ করেন। ইন্দ্রিয়ার্থ ভুক্তি বা সিদ্ধিও তাঁহাদিগকে ভীত বা উদ্বিগ্ন করিতে পারে না। যথা—

বাগ্‌ভিস্তবন্তো মনসা স্মরন্ত, স্তুত্বা নমন্তোপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ শ্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র, মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি॥

রাজা ভরত, ভগবানের চরণ প্রাপ্তি কামনায় যৌবনাবস্থাতেই দুস্তজ্য ও অভিলষিত স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ্ প্রভৃতি মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যথা—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদি স্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃ শ্লোকলালসঃ॥

তিনি নরেন্দ্রগণের শিখামণি স্বরূপ হইয়াও ভগবৎ প্রেমে আসক্তি বশতঃ, শত্রু গৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা এবং অন্ত্যজদিগকে বন্দনা করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। যথা—

হরৌ রতিং বহন্নেষো নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দ্যতে॥

হরিভক্তি পরায়ণ মানী ব্যক্তি, "কৃষ্ণ আমাকে কৃপা করিবেন" এই দৃঢ় বিশ্বাসে, আপনাকে হীন বলিয়া মনে করে। তাহার প্রেম, নববিধ ভক্তি, অর্থাৎ,—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন। যোগ, বৈষ্ণবোচিত ধর্ম্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি না থাকিলেও ভগবানের প্রতি অচ্ছেদ্যমূল আশা তাহাতে বর্ত্তমান আছে। যথা—

ন প্রেম শ্রবণাদি ভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো,
জ্ঞানম্বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী,
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাং॥

ভক্ত বিল্বমঙ্গল। উৎকণ্ঠিত ও লালায়িত হইয়া, হে হরে! তোমার কৈশোর মাধুর্য্যলীলা নিতান্তই উন্মাদক, ও ত্রিভুবনে অত্যদ্ভুত। আমারও উৎকণ্ঠা, লালসা, এবং চাঞ্চল্য, ত্রিভুবনে অত্যদ্ভুত। ইহা কেবল তুমি, আর আমি, জ্ঞাত আছি। অতএব, আমি তোমার সেই শুভদর্শন, মুরলীবিলাসী কমনীয় বদনারবিন্দ নয়ন গোচর করিবার জন্য, কি উপায় অবলম্বন করিব, বল?

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি, মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যং।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলী বিলাসি, মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং॥

এমন ভক্তের নামগানে রুচি জন্মে। এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণ গুণ গানে মত্ত হয়।

বালিকা রাধা, যখন সুমধুর স্বরে কৃষ্ণ নামমালা গান করিতেন, তখন তাঁহার ফুল্লারবিন্দতুল্য নয়নদ্বয় দিয়া মকরন্দবৎ অশ্রুবারি বিগলিত হইত। যথা—

রোদন বিন্দু মকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলিং বালা॥

কৃষ্ণ গুণাখ্যানে তাহার আসক্তি জন্মে। ভক্ত বিল্বমঙ্গল, দিবা নিশি বলিতেন। "হে হরে! তোমার অঙ্গকান্তি কি মধুর, বদনারবিন্দ, অতীব মধুর; শুচিস্মিত হাস্য, কি মধুগন্ধ বিশিষ্ট ও মধুর। অহো! শ্রীকৃষ্ণের সমস্তই মধুর, মধুর, মধুর।" যথা—

মধুরং মধুরং বপুরস্যবিভো, মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো, মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

ভক্ত, অহোরাত্রি কৃষ্ণ লীলা ধামে বাস করিয়া, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি কবে, যমুনা তটে তোমার নামমালা গান করিয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাণ্ডব নৃত্য করিব;" এরূপ ধ্যান করে। যথা—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং॥

কৃষ্ণে, রতির লক্ষণ বলা হইল। এখন কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ, শুন।—

যাহার হৃদয়ে নব প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার বাক্য, ভাব, ভজন সাধন সকলই অলৌকিক, সহজে বোধগম্য হইবার নহে। যথা—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥

সে কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন গান করে, কখন চিৎকার করে, কখন নাচে, কখন মৌনী হইয়া থাকে। আবার কখন কথা বলে, কখন বা একেবারে উন্মাদের ন্যায় হইয়া বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়। যথা—

কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত চিন্তয়াকচিদ্ধসন্তিনন্দন্তিবদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥

অপিচ।— এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়, ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

কৃষ্ণপ্রেম মহা মাদক স্বরূপ। ভাগ্যবানের অদৃষ্টেই উহার এক বিন্দু বর্ষিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে একটী গান আছে, কৃপা করিয়া শুনুন।—

কৃষ্ণপ্রেম কি, পায় সকলে। কৃষ্ণ প্রেম কি পায়, সকলে হে॥

তুলারাশী মাসে, তিথি অমাবস্তে, স্বাতী নক্ষত্রে যে বারি বরিষে।
অন্তান্ত বরষে, যদি বা বরষে, সে বারি বরষে, বরিষার জলে ॥

ইক্ষু রস অগ্নি তাপে পরিস্কার হইতে হইতে,যেমন গুড়,শর্করা, মিশ্রি,রূপে পরিণত হইয়া পরিষ্কৃত ও মিষ্টাধিক্যে মধু হইতেও মধুর হয়, তেমন প্রেম বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ঘনীভূত হইয়া স্নেহ, প্রণয়,মান, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। পূর্ব্বে যে রতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে,উহা সাধকের অবস্থা ভেদে সাধকেব হৃদয়ে পঞ্চবিধ রূপে উদয় হয়। শান্তরস, প্রেম পর্য্যন্ত উঠিতে পারে। সনক সনাতন প্রভৃতি মুনিগণ, শান্তরসের অধিকারী। দাস্যরস রাগ পয্যন্ত উঠিতে পারে। কৃষ্ণ সারথি দারুক, এই রসের অধিকারী। সখ্য ও বাৎসল্যরস, অনুবাগ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে; অর্জ্জুন ও নন্দ, এই রসেব অধিকারী। কিন্তু মধুব বস, ভাব ও মহাভাব পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। এই মধুববসের সম্ভোগাবস্থাতেই ভগবানেব প্রতি ভক্তের স্নেহ, মান, কোপ ও প্রণয় ইত্যাদি উপস্থিত হয়। যেমন সত্যভামা, ভক্তি-বলে, কৃষ্ণকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। অভিমানিনী রাধা, কৃষ্ণকে কুঞ্জ হইতে ভৎ‌সনা পূর্ব্বক তাড়াইয়া ছিলেন। এই মধুরবস, মহাভাবে পরিণত হইলে উহা হইতে রুঢ় ও অধিরুঢ় এই দুইটী মহাভাব ভক্তেব হৃদয়ে উদয় হয়। দ্বারকাবাসিনী রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীদিগের রুঢ় ভাব। এবং ব্রজবাসিনী আভীরবালাদিগেব অধিরুঢ় ভাব। এই অধিরুঢ় মহাভাবও দুই প্রকার। সম্ভোগাবস্থার নাম মাদন এবং বিরহাবস্থার নাম মোহন। মাদনে চুম্বন, আলিঙ্গন ইত্যাদি রস বৈচিত্র্য। কিন্তু মোহনে উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প রূপ নানা বিভাব উপস্থিত হয়। এই উদ্‌ঘূর্ণাবস্থার বিরহ ভাবে যে প্রেম বিলাস জন্মে, তাহার নাম,—দিব্যোন্মাদ। অর্থাৎ অধিরুঢ় মহাভাবের মোহনাখ্যভাব যদি কোন অনুপমের দশা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই ভ্রান্তিময়ী বৈচিত্র্য জন্মায়।

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে ॥

এই দিব্যোন্মাদে ভক্ত, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচরস্থ সমস্ত বস্তুতেই কৃষ্ণমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে। যথা—

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং সর্ব্বং কৃষ্ণশ্চরাচরঃ।

অধিক কি,"আমিই কৃষ্ণ" এরূপ ভ্রান্তিও সময় সময় উপস্থিত হয়। যথা—

মুহুরবলোকত মণ্ডন লীলা। মধুরিপুরহমিতি ভাবন শীলা ॥

কখনও বা মেঘোপম গাঢ় অন্ধকারকে কৃষ্ণ ভ্রমে চুম্বন করে। যথা।—

স্নিহ্যতি চুম্বতি জলধর কল্পং। হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পং॥

শৃঙ্গার দ্বিবিধ, সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগের অঙ্গ অনন্ত, কিন্তু বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ। যথা।—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাসাখ্য এবং প্রেমবৈচিত্র্য। রাধিকার পূর্ব্বরাগ, প্রবাসাখ্য মানে প্রসিদ্ধ। আর দ্বারকাবাসিনী মহিষীদিগের প্রেম-বৈচিত্র্য, তাহা ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত আছে। যথা চরিতামৃতে।—

"বিভাব অনুভাব সাত্বিক ব্যভিচারী। স্থায়ী ভাব রস হয় এই মিলি চারি॥
দধি খণ্ড যেন মরীচ কর্পূর মিলনে। রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন। বংশীস্বরাদি উদ্দীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন॥
অনুভাব স্মিত নৃত্য গীতাদি উদ্ভাস্বর। স্তম্ভাদি সাত্বিক অনুভাবের ভিতর॥
নির্ব্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী। সব মিলি রস হয় চমৎকার কারী॥
পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য। মধুর নাম শৃঙ্গার ভাবেতে প্রাবল্য॥
শান্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়। দাস্যরতি রাগ পর্য্যন্ত ক্রমেতেবাড়য়॥
সখ্য বাৎসল্য রতিপায় অনুরাগসীমা। সুবলাদ্যেরভাব পর্য্যন্ত প্রেমেরমহিমা॥
শান্তাদিরসের যোগবিয়োগ দুই ভেদ। সখ্য বাৎসল্য যোগাদি অনেক বিভেদ॥
রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে। মহিষীগণের রূঢ় অধিরূঢ় গোপীকা নিকরে॥
অধিরূঢ় মহাভাব দুই ত প্রকার। সম্ভোগে মাদন বিরহে মোহন নাম তার॥
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ। উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পা মোহন দুই ভেদ॥
চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম। ভ্রমরগীতার দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ॥
উদ্ঘূর্ণাবিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম। বিরহে কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান॥
সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ দ্বিবিধ শৃঙ্গার। সম্ভোগ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার॥
বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ পূর্ব্বরাগ মান। প্রবাসাখ্য আর প্রেম বৈচিত্র্য আখ্যান॥
রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস মানে। প্রেমবৈচিত্র্য প্রদর্শন মহিষীগণে॥"

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা নশেষে, স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিবসখি কচ্চিদ্‌গাঢ় নির্ব্বিদ্ধচেতা, নলিন নয়নহাসোদারলীলেক্ষিতে ন॥

উপরের লিখিত ভাব গুলি, কৃষ্ণভক্তি রসের স্থায়ীভাব। ইহাতে যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্বিকভাব এবং ব্যভিচারী এই চারিটী ভাবের মিলন হয়, তাহা হইলে উহা হইতে যে, কি অপরূপ রস উৎপন্ন হয়, তাহা বর্ণনাতীত। বিভাব দ্বিবিধ। আলম্বন ও উদ্দীপন। ভগবানের দর্শন—আলম্বন। বংশী-স্বরাকর্ণন—উদ্দীপন। রসের আলম্বন—নায়ক নায়িকা, আশ্রয়—ভক্ত। এই

আলম্বন ও আশ্রয় ব্যতীত রসলীলা সম্পন্ন হয় না। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নায়ককুলের শিরোমণি। তাঁহাতে চতুঃষষ্টিটি মহাগুণই অধিষ্ঠান করে। যথা—

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ॥

আর শ্রীরাধা নায়িকাকুলের শিরোমণি। তিনি অনন্ত গুণশালিনী হইলেও পঞ্চবিংশতিটী প্রধান গুণ তাঁহাতে অধিষ্ঠান করে। এই গুণ শ্রেণী দ্বারাই তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন। যথা।—

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান। যেই গুণে বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান্॥

অতি সংক্ষেপে প্রেমপ্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণিত হইল। ইহার মধ্যে কৃষ্ণ প্রেম মহাধনই জীবের পক্ষে পঞ্চম পুরুষার্থ। যথা চরিতামৃতে।—

সংক্ষেপে কহিল এই প্রেম প্রয়োজন। পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণ প্রেমধন॥

উপসংহারে শ্রীগৌরাঙ্গ সনাতনকে উপদেশ দিয়া বলিলেন।—

সাধু মহাজনেরা ধনাভিমানী ব্যক্তির উপাসনা কি জন্য করিবেন? পুরাতন বস্ত্র গুলি কি, পথে পতিত থাকে না? বৃক্ষগণ কি, ফল পুষ্প দান করে না? তাহারা কি, প্রার্থীকে ভিক্ষা দেয় না? নদী গুলি কি, শুকাইয়া গিয়াছে? গিরি গুহা কি, অবরুদ্ধ হইয়াছে? আর ভগবান্ অচ্যুত কি, আশ্রিত ভক্তকে রক্ষা করেন না? যথা।—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং,
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্,
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥

মহাপ্রভুর উপদেশ পাইয়া, সনাতন যেরূপ কঠোর বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকবর্গের গোচরার্থ বৎ কিঞ্চিৎ চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দেখিবেন, যিনি এক সময়।—

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণি স্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ।
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্॥

অর্থাৎ রূপের জ্যেষ্ঠ সহোদর এই সনাতন, গৌড়াধীশ্বরের সভায় অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। ইনি মহাসম্পত্তি রূপা লক্ষ্মীর ক্রোড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবীন বৈরাগ্য লক্ষ্মীর ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছেন। ইহঁার হৃদয় শৈবালাচ্ছাদিত

সরসীর ন্যায় ভক্তিরসে পরিপূর্ণ; অথচ বাহিরে অবধূত বেশধারী। ইনি গৌরাঙ্গভক্ত ভাগবতগণের একান্ত প্রীতিপ্রদ। এই রূপ ও সনাতন কিরূপ সাধন করিয়া, সিদ্ধিলাভ করেন, তাহা চরিতামৃত হইতে শ্রবণ করুন।—

মহাপ্রভুর হয় যত বড় ভক্তগণ। সবাকার কৃপা পাত্র রূপ সনাতন॥
কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন। তারে প্রশ্ন করে প্রভুর পারিষদ গণ॥
"কহ তবে কেমন আছেন রূপসনাতন। কেমন বৈরাগ্য তাঁদের কেমন ভোজন॥
কেমন অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন"। তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥
"নিকটেতে যত যত রহে বৃক্ষগণ। এক এক বৃক্ষের তলে রাত্রিতে শয়ন॥
বিপ্র গৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরি। শুষ্ক রুটী চেনা খায় ভোগ পরিহরি॥
করোঁয়া হাতে ছেঁড়া কাঁথাআর বহির্ব্বাস। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম-নর্ত্তনে উল্লাস॥
অষ্ট প্রহর কৃষ্ণ ভজন চারিদণ্ড শয়ন। নামসংকীর্ত্তন প্রেমে না হয় কোন দিন॥
কভু ভক্তিরস শাস্ত্র করয়ে লিখন। চৈতন্য কথা শুনে করেন চৈতন্য চিন্তন॥"

ইতি প্রয়োজন-তত্ত্ব।

অভিধেয়-তত্ত্ব।

তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণো র্দৃষ্টিমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং সানুকম্পমথচম্পকগৌরঃ॥

এবে কহি শুন অভিধেয় লক্ষণ। যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণ প্রেমধন॥

শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনার নামই অভিধেয় ভক্তি। এই ভজন ব্যতীত জীবের যে, আর অন্য গতি নাই, তাহা মাতৃরূপিণী শ্রুতি, ভগিনী রূপিণী স্মৃতি, এবং ভ্রাতৃরূপ পুরাণাদিরা এক বাক্যে উপদেশ করিয়াছেন। যথা।—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টাদিশতি ভবদারাধনবিধিং,
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজ নিবহাস্তে তদনুগা,
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণং॥

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। তিনি স্বরূপ শক্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, স্বাংশে ও বিভিন্নাংশ রূপে স্বীয় বিগ্রহ প্রকটিত করতঃ অনন্ত বৈকুণ্ঠে বিহার করেন। চতুর্ব্যূহ অবতারগণ তাঁহার স্বাংশ। এবং

জীবশক্তি সমূহ, তাঁহার বিভিন্নাংশ। এই বিভিন্নাংশ জীব, দুই ভাগে বিভক্ত। নিত্য মুক্ত, ও নিত্য বদ্ধ। নিত্য মুক্ত,—শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবায় আসক্ত। আর নিত্য বদ্ধ,—সংসার মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে থাকে। মুক্ত-জীব।—হে ভগবন্ "আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম, আমাকে তোমার পাদপদ্ম সেবার দাস্যে নিযুক্ত কর," এরূপ প্রার্থনা করে। যথা—

উৎসৃষ্টৈজ্যোতামথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি।
ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্ম দাস্যে॥

যখন নিরুপাধি শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানও তোমাতে ভক্তিহীন হইলে, ফলপ্রসূ হয় না, তখন জীবের দুঃখদায়ী অকার্য্য সমূহ, তোমাতে সমর্পিত না হইলে, কি রূপে কার্য্যকরী হইবে? যথা—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব বর্জ্জিতং, ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে, না চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং॥

জ্ঞান, ভক্তি ব্যতীত মুক্তি দিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু কৃষ্ণ সেবা পরায়ণ ভক্ত, জ্ঞানহীন হইয়াও, কেবল ভক্তি দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ফলতঃ, যাহারা সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ ভক্তি ত্যাগ করিয়া, কেবল শুষ্ক জ্ঞান লাভাশয়ে পরিশ্রম করে, তাহাদিগের সেই শ্রম তণ্ডুল লাভার্থী তুষাবঘাতিদিগের ন্যায় বিফল হয়। অর্থাৎ তাহারা তণ্ডুল ত্যাগ করিয়া খুদ গ্রহণ করে। যথা—

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো, ক্লিশ্যন্তি যে কেবলং বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে, নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমীরা যদি কৃষ্ণ ভজন না করিয়া, স্ব স্ব আশ্রম বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানও করে, তথাপি তাহারা রৌরব যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। ফলতঃ, যাহারা স্বয়ম্ভূপুরুষরূপী সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে অর্চ্চনা না করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া, নিরয়গামী হয়। যথা—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

ভক্তিহীন জীবের বুদ্ধি অপরিশুদ্ধ। অথচ আপনাকে জ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিমান করে। ফলে, তাহারা বহু সাধনে মোক্ষ পদবীতে আরোহণ করিয়াও ভগবানের পাদপদ্ম অনাদর করায়, অধঃপতিত হয়। যথা—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত মানিন, স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

কৃষ্ণ, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড প্রতিম। মায়া, অন্ধকার তুল্যা। সুতরাং কৃষ্ণ যে ভক্তের হৃদয়ে বিরাজ করেন; মায়া তথা হইতে আপনিই পলায়ন করে।

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

যে ব্যক্তি, হে নাথ! "আমি তোমারই" এরূপে আত্ম সমর্পণ করে, কৃষ্ণ তাহাকে তখনই মায়াপাশ হইতে উদ্ধার করিয়া অভয় দান করেন। যথা—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥

মুক্তিকামী, ভক্তিকামী, ও সিদ্ধিকামীও যদি বুদ্ধিমান হয়, তাহা হইলে প্রগাঢ় ভক্তিযোগে তাহারা কৃষ্ণেরই ভজনা করে, যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥

অন্য কামীও যদি কৃষ্ণ ভজন করে। সে অযাচক হইলেও ভগবান্ তাহাকে শ্রীপাদপদ্মে স্থান দান করেন। কিন্তু যাহারা বিষয় সুখের নিমিত্ত ভগবানের ভজনা করে, তাহারা অমৃত ত্যাগ করিয়া, বিষ প্রার্থনা করে। আর ভগবান্ যদিও বিষয় সুখ দিয়া তাহাদিগকে সুখী করেন, কিন্তু কখনও পরমার্থ দান করেন না। কিন্তু নিষ্কাম ভক্তকে চরণ পল্লব দান করেন।

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং, নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা, মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং॥

কেহ বা বিষয় সুখের জন্য প্রথমে কৃষ্ণকে ভজনা করে। পরে, কৃষ্ণপ্রেম সম্ভোগে তৃপ্ত হইয়া বিষয় বাসনার অভিলাষ পরিত্যাগ করে। যেমন—ধ্রুব, রাজ সিংহাসন রূপ কাচ অনুসন্ধান করিতে করিতে যোগী মুনীন্দ্র দুর্ল্লভ হরি-পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিল, স্বামিন্! আমি কৃতার্থ হইয়াছি; আমার আর অন্য বরে প্রয়োজন নাই। যথা—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্র গুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং, স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

স্রোতে ভাসমান্ কাষ্ঠখণ্ড যেমন দৈবাৎ তীর প্রাপ্ত হয়। তেমন জীবও সংসারারণ্য ভ্রমণ করিতে করিতে, ভগবানের কৃপায় ভগবচ্চরণ লাভ করিয়া ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যথা—

নৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনং।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিত্তরতি কশ্চন॥

ভগবানের কৃপায় যখন জীবের সংসার বাসনা দুরীভূত হয়, তখন তাহার সাধুসঙ্গও লাভ হইয়া থাকে। এই সাধুসঙ্গ হইতে ভগবানে রতি জন্মে। রতি জন্মিলেই তাহার সদগতি লাভ হইয়া থাকে। যথা—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ, জনস্য তর্হ্যচ্যুতসৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদগতৌ, পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

ভগবান্ যখন কোন ভাগ্যবান জীবকে কৃপা করেন, তখন আপনিই গুরু ও অন্তর্যামী রূপে তাহার হৃদয়ে প্রকাশ হইয়া, তাহাকে ভক্তিশিক্ষা দান করেন। যে ব্যক্তি ভাগ্য বশতঃ ভগবানে শ্রদ্ধাশীল হইয়া, কর্ম্মফলে অনাসক্ত হয়, সে সেই ভাগ্যফলেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। যথা—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোস্য সিদ্ধিদঃ॥

মহৎ কৃপা ব্যতীত, অন্য কোন কর্ম্মদ্বারা ভক্তি লাভ হয় না। কেননা, সাধু সেবা ব্যতীত ভগবানের স্বরূপ জ্ঞানলাভ; কি অগ্নিহোত্র, কি তপস্যা, কি সূর্য্যোপস্থান, কি অন্নদান, ইহার কিছুতেই হইতে পারে না। যথা—

রহূগণৈ তত্তপসা ন যাতি, ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকং॥

ফলতঃ, যতদিন নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের পদরজো দ্বারা মস্তক অভিষিক্ত না হয়, তত দিন ভগবানে রতিও জন্মে না। যথা—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং, নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

সকল শাস্ত্রেই সাধুসঙ্গের গুণ বর্ণিত আছে। এই ভগবৎ-সঙ্গী সঙ্গের অত্যল্প সঙ্গও যে, মহৎ ফল প্রদান করে, তাহার সহিত স্বর্গ, কি মোক্ষ, ইহার কিছুরই লেশ মাত্র তুলনা হইতে পারে না, যথা—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া, জগতের শিক্ষার নিমিত্ত যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এই।—"তুমি আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার প্রীত্যর্থে যজ্ঞ কর, এবং আমাকে প্রণাম কর। আমি সত্য বলিতেছি যে, ঐরূপ করিলেই তুমি আমাকে লাভ করিতে পারিবে।" যথা—

মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োসি মে॥

এই আজ্ঞা দ্বারা বৈদিক, স্মার্ত্তিক, সমস্ত কর্ম্ম লুপ্ত হইল। অতএব সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণার্চ্চনা করিবে, ইহাই ভগবানের মুখ্য আজ্ঞা। যথা—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ ধর্ম্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস। এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। এই অধিকারী—ত্রিবিধ। উত্তমাধিকারী, মধ্যমাধিকারী ও অধমাধিকারী। যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে ভগবানের অধিষ্ঠান অবলোকন করিয়া, সকলকেই আত্মবৎ জ্ঞান করে, এবং সমস্ত জগতে ভগবানের সত্ত্বা উপলব্ধি করে, সে ভাগবতোত্তম;—উত্তমাধিকারী। যথা—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

যে ব্যক্তি ভগবান্, ভক্ত, উদাসীন ও শত্রুকে—যথাক্রমে প্রেম, মৈত্রী, কৃপা, ও উপেক্ষা করিতে সক্ষম, সে মধ্যমাধিকারী। যথা—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

আর যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া,প্রতিমায় ঈশ্বর বুদ্ধি স্থাপন করতঃ তাঁহার পূজার্চ্চনা করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের বা অন্য কোন সাধুর সমাদর বা তীর্থ-পর্য্যটনাদির সাহায্য না করে, সে অধমাধিকারী। যথা—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

ভগবানে যাহার ভক্তি অচলারূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহার শরীরে সমস্ত সদ্‌গুণই অধিষ্ঠান করে। যথা—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।

ভক্ত বৈষ্ণব শরীরে এই সকল গুণ দৃষ্ট হয়।—সর্ব্ব জীবে কৃপালু, অকৃত-দ্রোহ, নির্দ্দোষ, বদান্য, শুচি, মৃদু, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারী, শান্ত, কৃষ্ণাশ্রয়, অকাম, নিরীহ, স্থির, পরিমিত ভোজী, অপ্রমত্ত, কবি, দক্ষ, ইত্যাদি।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহীনাং।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥

পণ্ডিতেরা সাধু সেবাকে ভগবৎ ভক্তির দ্বার, এবং স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গকে, নরকের দ্বার রূপে বর্ণন করিয়াছেন। আর যিনি সমদর্শী, সকলের প্রতি সুহৃদ্ভাবাপন্ন

প্রশান্ত, ক্রোধশূন্য এবং সদাচার রত, তাঁহাকেই মহান্ বা সাধু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যথা—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে, স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা, বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥

কৃষ্ণভক্তি উদয়ের মূল কারণ সাধু সঙ্গ। যাহার সঙ্গ গুণে কৃষ্ণপ্রেম জন্মে। এবং যাহা মোক্ষের প্রধান অঙ্গ। ইহ সংসারে যদি মুহূর্ত্ত কালও সাধুসঙ্গ হয়, তাহা হইলেই পরমনিধি হস্তগত হইয়া থাকে। যথা—

সংসারেস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাং॥

অপিচ,—সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়ণাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

বৈষ্ণবাচার মতে, স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ, ও অসাধু সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ স্ত্রী-সঙ্গী ও স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গ যেমন মোহ ও বন্ধনের কারণ, অন্য সংসর্গ তদ্রূপ অহিতকর নহে। যথা—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদযথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

ফলতঃ, অসৎ সঙ্গ নিবন্ধন সমস্ত সদ্গুণই ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। যথা—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদযাতি সংক্ষয়ং॥

যাহারা অশান্ত, মূর্খ, দেহাত্মাভিমানী, এবং স্ত্রীদিগের ক্রীড়া মৃগ স্বরূপ; এমন অসাধুসঙ্গও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যথা—

তেষশান্তেষু মূঢেষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥

উত্তপ্ত লৌহগৃহে, উত্তপ্ত পিঞ্জর মধ্যে বাস করিবে, তথাপি ভগবচ্চিন্তা-বিমুখ অসাধুর সহিত এক গৃহে বাস করিবে না। আর, এমন ভগবচ্চিন্তাহীন অসাধুর মুখাবলোকনও করিবে না। যথা—

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসম্বাসবৈশসং॥

অপিচ,—মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ কচিদপি ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদি পরিত্যাগানন্তর অকিঞ্চন হইয়া কৃষ্ণাশ্রয় গ্রহণ করিলেই, তিনি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যথা—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সুতরাং এমন ভক্ত বৎসল শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া, কোন্ পণ্ডিত অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিবে। বিশেষতঃ, তিনি সুহৃদ্ ও অভীষ্টদাতা। যথা—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামানাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্ত ।।

বিজ্ঞ ব্যক্তির যদি কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তবে সে, সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভগবানের আরাধনায় দিনপাত করে। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধব তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। ফলতঃ, পূতনা যখন বিষ মিশ্রিত স্তন দান করিয়াও মাতার ন্যায় সদ্গতি লাভ করিল, তখন যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন, তাহাদের আর চিন্তা কি? যথা—

অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং, জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যচিতাং ততোঽন্যং, কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ।।

অকিঞ্চন শরণাগতের বহু লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও, আত্মসমর্পণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর, অনুকূল বিষয় গ্রহণ, প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন, "তিনি রক্ষা করিবেন" এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস, আত্মনিক্ষেপ, নিষ্ঠাবুদ্ধি এবং আত্মসমর্পণ এই ছয়টী শরণাগতের প্রধান লক্ষণ। যথা—

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জিতং,
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। তৎক্রিয়াত্মবিনিক্ষেপঃ ষড়্‌বিধাশরণাগতিঃ ॥

হে নাথ! "আমি তোমার"। এরূপ আত্মসমর্পণ করিবে। আর, হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান অনুভব করতঃ, শরীর দ্বারা ভগবানের লীলাধাম স্পর্শ করিয়া, শরণাগত ভক্ত আনন্দ বোধ করে।

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ।।

এইরূপ শরণাগত হইয়া, যে ব্যক্তি আত্ম সমর্পণ করে, কৃষ্ণও তখন তাহাকে আত্মদান করেন। এবং ভক্তও অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া, ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারি হইয়া থাকে। যথা—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা, নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো, ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ।।

হে সনাতন! এখন সাধন ভক্তির বিষয় বলিতেছি, যাহা হইতে কৃষ্ণ প্রেমরূপ মহাধন পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যদ্দ্বারা এই সকল ভাব সাধন করা যায়, তাহার নাম সাধনভক্তি। স্বভাবজাত নিত্যসিদ্ধ কতক গুলি ভাব মানবের অন্তঃকরণে নিহিত আছে, সেইগুলি হৃদয়ে উদ্দীপিত করিতে পারিলেই সাধন করা হয়। যথা—চরিতামৃতে।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥

স্বরূপ লক্ষণে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি তাহার ক্রিয়া। তটস্থ লক্ষণে প্রেম তাহার ফল। কৃষ্ণপ্রেম সাধনার বিষয় নহে, উহা নিত্য সিদ্ধ। চিত্তশুদ্ধ হইলে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি যোগে উহার উদয় হইয়া থাকে। এই সাধন ভক্তি দুই প্রকার। এক বৈধীভক্তি, অপর রাগানুগাভক্তি। অনুরাগ বিহীন ব্যক্তি শাস্ত্রশাসনের বশীভূত হইয়া যে ভজনা করে, তাহার নাম বৈধীভক্তি।

বিধিভক্ত,—সর্ব্বাত্মা, পরমসুন্দর, ও ভববন্ধনাশন ভগবানের গুণ সর্ব্বদা শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকে। যথা—

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতা ভয়ং॥
স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

ইহার গুরু পদাশ্রয় প্রভৃতি চৌষট্টিটী সাধনাঙ্গ আছে। যথা—চরিতামৃতে॥

বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহুত বিস্তার। সংক্ষেপে কহি যে কিছু সাধনাঙ্গ সার॥
গুরু পদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। সদ্ধর্ম্ম শিক্ষা পৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ কৃষ্ণতীর্থেবাস। যাবৎনির্ব্বাহপ্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বথ গো বিপ্র বৈষ্ণব পূজন। সেবা নামাপরাধাদি দূরেতে বর্জ্জন॥
অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ বহু শিষ্য না করিবে। বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে॥
হানি লাভ সম শোকাদি বশ না হবে। অন্য দেব আর্য্যশাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥
বিষ্ণুবৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে। প্রাণীমাত্রেমনোবাক্যেউদ্বেগনাদিবে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন। পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্ম নিবেদন॥
অগ্রে নৃত্যগীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি। অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থ গৃহে গতি॥
পরিক্রমা স্তব পাঠ জপ সংকীর্ত্তন। ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন। নিজ প্রিয় দান ধ্যান তদীয় সেবন॥
তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত। এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎকলাবলোকন। জন্ম দিনাদি মহোৎসব লয়ে ভক্তগণ॥
সর্ব্বদা শরণাবর্ত্তি কার্ত্তিকাদি ব্রত। চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ব॥
সাধু সঙ্গ নাম কীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ। মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তি শ্রদ্ধায়ে সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

এতদ্ব্যতীত সাধু সঙ্গ, নাম কীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস ও ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীবিগ্রহের পূজা, এই পাঁচটী সকল সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যথা—

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রি সেবনে।
নাম সংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥

ইহার অল্প সাধন হইলেও, কৃষ্ণপ্রেম জন্মে। আর, এক ধর্ম্মাক্রান্ত,উদার-চরিত এবং আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুগণের সঙ্গ করিবে। এবং রসিক ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া ভাগবতের অর্থ-রস আস্বাদন করিবে। যথা—

স্বজাতিয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোঽবরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥

অতি দুরূহ ও বিস্ময়কর সৎসঙ্গাদি পঞ্চ বিষয়ে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, সামান্য মাত্র সম্বন্ধ হইলেই, বুদ্ধিমানের ভাবের উদয় হইয়া থাকে। যথা—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥

এই সকল সাধনাঙ্গের মধ্যে, কেহ এক অঙ্গের,কেহ বা বহু অঙ্গের সাধন করিয়াছিলেন। রাজা অম্বরীষ, বহু অঙ্গের সাধন করেন। আবার, ভগবানের গুণ শ্রবণে—রাজা পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে—শুকদেব, নাম স্মরণে—প্রহ্লাদ, শ্রীপদ সেবায়—কমলা, পূজনে—পৃথুরাজ, অভিবন্দনে—অক্রূর, দাস্যে—হনুমান, সখ্যে—অর্জ্জুন এবং সর্ব্বাত্মনিবেদনে—রাজা বলি, ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥

রাজা অম্বরীষ,কৃষ্ণ চরণে—মন, বৈকুণ্ঠ গুণ কীর্ত্তনে—বাক্য,শ্রীহরিমন্দির মার্জ্জনে—হস্তদ্বয়, এবং কৃষ্ণগুণ কথা শ্রবণে—কর্ণদ্বয়, নিয়োগ করিয়াছিলেন।

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু, শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥

তিনি আরও, শ্রীকৃষ্ণ মন্দির দর্শনে—চক্ষু,সাধু অঙ্গ স্পর্শনে—অঙ্গ,শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম সম্পৃক্ত তুলসী গন্ধ আঘ্রাণে—নাসিকা, এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত অন্নের আস্বাদনে—রসনাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এবং যাহাতে ভক্ত বাঞ্ছিত নিষ্কাম রতি জন্মে, তজ্জন্য তীর্থাদি গমনে—পাদযুগল, ও

শ্রীকৃষ্ণ চরণ অভিবাদনে—মস্তক নিয়োগ করিয়াছিলেন। আর, ভোগ বাসনা পরিত্যাগানন্তর, মাত্র, শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ভোজন করিয়া কামনা পূর্ণ করিতেন। যথা—

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ, তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে, শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে, শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া, যথোত্তমঃ শ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

যে ব্যক্তি কৃষ্ণের শরণ লইয়া, শাস্ত্রশাসন ও কামনা ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণ ভজন করে, সে, দেব ও পিতৃঋণাদি হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হয়।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং, ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং, গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং॥

যে ব্যক্তি বিধিধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণার্চ্চনা করে, তাহার মন কখনও নিষিদ্ধ পাপপথে ধাবিত হয় না। আর যদিও অজ্ঞানতা বা ভ্রান্তি বশতঃ সে পাপাচরণ করে, তথাপি সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্, তাহার অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া, অকৃতপ্রায়শ্চিত্তেই তাহাকে সংশোধন করিয়া পবিত্র করেন। যথা—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য, ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ, ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

মদেকনিষ্ঠ যোগীর, জ্ঞান ও সংসার ত্যাগ রূপ বৈরাগ্য না থাকিলেও, এক মাত্র মদেকনিষ্ঠতা গুণে তাহাদিগের শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। যথা—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥

হে সনাতন! বিধিভক্তি সাধনের বিষয় কথিত হইল, এক্ষণে রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ শ্রবণ কর। এক মাত্র ব্রজবাসী গোপ গোপীগণেরই রাগানুগা মুখ্যাভক্তি। আর, যাহারা তাহাদিগের অনুগত হইয়া ভজন করে, তাহা-দিগের। অভীষ্ট বস্তুতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অনপেক্ষিত স্বাভাবিক যে প্রেমময়ী গাঢ় তৃষ্ণা, তাহার নাম রাগ। অতএব, ইষ্ট বস্তুতে যে রাগময়ীভক্তি তাহারই নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। যথা—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ,
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

অভীষ্ট বস্তুতে যে গাঢ়তৃষ্ণা, ইহা (রাগের) স্বরূপ লক্ষণ। আর, ইষ্টে যে আবিষ্টতা (তন্ময়তা) ইহা (রাগের) তটস্থ লক্ষণ। এই রাগময়ী ভক্তিসাধন

শুনিয়া যখন কোন সাধক লোভাকৃষ্ট হয়, তখন সে কোন ব্রজবাসীর ভাবে অনুভাবিত হইয়া, শাস্ত্রশাসন লঙ্ঘন করতঃ রাগানুগাভাবের ভজন করে। কেননা ব্রজবাসীজনেই রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণ সুস্পষ্ট বিদ্যমান। অতএব এই রাগাত্মিকা ভক্তিপথের অনুসরণ করাকেই রাগানুগা ভক্তি বলে। যথা—

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥

ফলতঃ যাহারা ব্রজবাসী গোপ গোপীগণের অনুগত হইয়া, রাগাত্মিকা-ভক্তির অনুসরণ করে, তাহাদিগকেই রাগানুগাভক্ত বলা যায়। আর, ব্রজবাসীজনের প্রমুখাৎ, সখীভাব মাধুর্য্য শ্রবণ করিয়া, শাস্ত্রশাসন ও যুক্তি উপেক্ষা করতঃ তত্তৎভাবমাধুর্য্যাদি প্রাপ্তির যে ইচ্ছা, তাহাকে রস শাস্ত্রে লোভোৎপত্তির পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। যথা—

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্য্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং॥

এই রাগানুগাভক্তি সাধকের সাধন প্রণালী দুই প্রকার।—বাহ্য ও আন্তর। বাহিরে—সাধকদেহে, বৈধভক্তিসাধনের ন্যায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির অঙ্গের অনুষ্ঠান করা। আর, অন্তরে,—ব্রজভাবের কোন সখী বা পিতা মাতাকে আদর্শ স্বরূপে নিকটে রাখিয়া, সাধক, সেই আদর্শ জনের সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, সেই ভাবে বাহ্য ও সিদ্ধদেহে দিবারাত্রি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা। অর্থাৎ সাধক, ব্রজভাবের কোন গোপ গোপীকে আদর্শরূপে স্থাপন করতঃ, মনে মনে চিন্তা করিবে, "আমি আদর্শ গোপ গোপীর সিদ্ধদেহ লাভ করিয়াছি"। যথা—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

সাধক, চিন্তা দ্বারা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তগণকে স্বসমীপবর্ত্তী বোধ করতঃ, ভগবানের লীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া, নিরন্তর ব্রজধামে বাস করিবে। যথা—

কৃষ্ণং স্মরণ্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন॥
বাহ্য আন্তর ইহার দুইত সাধন। বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥

ভক্ত, এই রাগানুগা সাধনে, ভগবানকে আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রোপম স্নেহাস্পদ, সুহৃদ্ তুল্য বিশ্বাসী, গুরুতুল্য উপদেষ্টা, সখা তুল্য রহস্যজ্ঞ, ইষ্ট দেববৎ পূজনীয়, এবং দেবতুল্য বাঞ্ছা পূর্ণকারী বোধ করিয়া, তাঁহার ভজনা করিবে। যথা—

যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ, সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টং॥

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ রাগানুগা ভক্তি দ্বারা ভজনা করে, তাহার শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রেমের উদয় হয়। এবং ভগবান্ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে তদীয় অনিমিষ কালচক্র হইতে রক্ষা করেন। সুতরাং কালচক্রও এমন ভগবদ্ভক্ত-গণকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। যথা—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে, নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ॥

প্রেম অঙ্কুরিত হইলে, তাহা হইতে রতি ও ভাব জন্মে। এবং ইহা হইতেই কৃষ্ণ, "ভক্ত্যধীন ভগবান্" নামে অভিহিত হইয়া, ভক্তের বশীভূত হন। হে সনাতন! কৃষ্ণপ্রেম সাধনের উপায় স্বরূপ অভিধেয়-তত্ত্ব সম্পূর্ণ হইল।

তত্ত্ববর্ণন সমাপ্ত করিয়া, গোস্বামী কবিরাজ মহাশয় প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন।—"যে সকল সেবা পরায়ণ কৃষ্ণভক্তগণ, শ্রীকৃষ্ণকে পতি, পুত্র, সুহৃদ্, সখা, ও বন্ধু জ্ঞান করতঃ নিরন্তর কায়মনে তাঁহার আরাধনা করেন, আমি সেই সকল কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত সাধুগণকে নমস্কার করি।"

পতিপুত্র সুহৃদ্‌ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥

ইতি অভিধেয়-তত্ত্ব।



আত্মারাম শ্লোকের একষষ্টি প্রকার অর্থ নিরূপণ।

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ॥

পূর্ব্বে শুনিয়াছি সার্ব্বভৌম স্থানে। একশ্লোকের আঠারঅর্থ করেছ ব্যাখ্যানে॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন। কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ নীলাচলে আত্মারাম শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে শুনাইয়াছিলেন; এক্ষণে সনাতন ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে প্রার্থনা করায়, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের সপ্তমাধ্যায় হইতে দশম শ্লোকটী পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্লোকটী এই।—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

শ্লোকের এই একাদশটী পদ। যথা—আত্মারামাঃ,[১] চ,[২] মুনয়ঃ,[৩] নির্গ্রন্থাঃ,[৪] অপি,[৫] উরুক্রমেঃ,[৬] কুর্ব্বন্তি,[৭] অহৈতুকীং,[৮] ভক্তিং,[৯] ইত্থংভূতগুণঃ,[১০] হরিঃ।[১১]

অস্যার্থ।—শ্রীহরি এবম্বিধ গুণবিশিষ্ট যে, সনকাদি আত্মারামগণ ও গ্রন্থিবিহীন নারদাদি মুনিগণ, তাঁহাকে হেতুশূন্যা ভক্তি করিয়া থাকেন।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে।—আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু প্রযত্নে চ॥

আত্মাশব্দে।—দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি ও যত্ন। এই সাতে যাঁহারা রমণ (অবস্থান) করেন, তাঁহারাই আত্মারাম পদবাচ্য।

মুনিশব্দে।—মননশীল, তপস্বী, ব্রতী, যতি, ঋষি, মুনি, ও মৌনী।

নির্গ্রন্থাঃশব্দে।—অবিদ্যাদি মায়া গ্রন্থিহীন, বিধি, নিষেধ, জ্ঞানশাস্ত্রাদি হীন। মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ, ধন সঞ্চয়ী, বেদশাস্ত্রে জ্ঞানহীন, শাস্ত্রহীন, নির্ধন ও নির্গ্রন্থ। প্রভৃতি দ্বাদশ জনকে বুঝায়।

তথাহি বিশ্বে। নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্নির্ম্মাণ নিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনে চ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহনেপি চ॥

নিঃশব্দ।—নিশ্চয়ার্থে, ক্রমার্থে, নির্ম্মাণার্থে এবং নিষেধার্থে ব্যবহৃত হয়। আর, গ্রন্থশব্দ।—ধন, সন্দর্ভ ও বর্ণ সংগ্রহ অর্থে প্রয়োগ হয়।

উরুক্রমশব্দে।—যাঁহার বৃহৎ ক্রম। ক্রম শব্দে,—পাদ বিক্ষেপণ বুঝায়। শক্তিশব্দে।—কল্প, পরিপাটী, যুক্তি ও আক্রমণ বুঝায়।

তথাহি বিশ্বে।—ক্রমঃশক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ।

ক্রমশব্দে।—শক্তি, পরিপাটী, চালন ও কম্পন বুঝায়। বিষ্ণু চরণ চালনা করিয়া ত্রিভুবন কম্পিত করিয়াছিলেন। যথা—

বিষ্ণো র্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ, যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং, যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পযানং॥
অপিচ।—ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধেপদং সমূলহমস্যপাংসুরে।

অর্থাৎ, যিনি বিভুরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া বিশ্ব ধারণ ও পোষণ করিতেছেন, মায়াশক্তিতে সৃষ্টি ও মাধুর্য্য শক্তিতে গোলোকাদি পরব্যোমে লীলা করিতেছেন, এমন ত্রিবিক্রমরূপী বিষ্ণুর বীর্য্য গণনা করিতে কে সক্ষম?

কুর্ব্বন্তি পদ।—পরস্মৈপদী। যেহেতু ভজনের তাৎপর্য্য, কৃষ্ণ সুখ নিমিত্ত। অর্থাৎ ভজন ফল,—ভগবানের হস্তে সমর্পণ।

তথাহি পাণিনিঃ।— স্বরিত ঞিতঃ কর্ত্তভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে।

অর্থাৎ, উভয়পদী ধাতুর স্বরিতস্বর ও "ঞ" ইৎ হইলে ক্রিয়া ফল যদি কর্ত্তা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই সকল ধাতু আত্মনেপদী হইবে।

হৈতুশব্দে।—ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তর রহিত। অর্থাৎ, ভুক্তির অনন্ত ভোগ, মুক্তির পঞ্চবিধ ভোগ এবং সিদ্ধির অষ্টাদশবিধ ভোগের বাঞ্ছা রহিত। অতএব এই সকল বাঞ্ছা হীন যাহা, তাহার নাম,—অহৈতুকী।

ভক্তি শব্দের অর্থ দশবিধ। এক,—নববিধ সাধনভক্তি, অন্য—প্রেমভক্তি। রতি লক্ষণা ও প্রেম লক্ষণা ইহার অন্তর্ভূত। এক, ভাবরূপ লক্ষণা, আর, প্রেমরূপ লক্ষণা। শান্ত ভক্তের রতি,—প্রেম পর্য্যন্ত। দাস্য ভক্তের রতি,—রাগ দশা পর্য্যন্ত। সখাদিগের রতি,—অনুরাগ পর্য্যন্ত। পিতা মাতার বাৎসল্য রতি,—অনুরাগ পর্য্যন্ত। কিন্তু কান্তাগণের মধুর রতি,—মহাভাব পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। ভক্তি শব্দের অর্থ বলা হইল। এক্ষণে "ইত্থম্ভূতগুণঃ" শব্দের ব্যাখ্যা শুন। "ইত্থং" শব্দের ভিন্ন অর্থ। গুণ শব্দের ভিন্ন অর্থ। কিন্তু উভয় শব্দের যোগে, "ইত্থম্ভূতগুণঃ" শব্দে,—পূর্ণানন্দময়; অর্থ নিষ্পন্ন হয়। (যাহার নিকট ব্রহ্মানন্দও তৃণবৎ তুচ্ছ) ইহার তাৎপর্য্য।—সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, মহারসায়ন স্বরূপ কৃষ্ণ, আপনার রূপে আপনিই বিস্মিত। কৃষ্ণের এই স্বভাব, মাধুর্য্যের সার, অলৌকিক গুণসম্পন্ন এবং পূর্ণানন্দময়।

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো॥

গুণশব্দে।—কৃষ্ণের সৎ চিৎ আনন্দ রূপের অনন্ত গুণ। ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও কারুণ্য পূর্ণ গুণে, স্থাবর জঙ্গমাদি সকলেই আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়। তাহাতে কৃষ্ণও ভক্তবাৎসল্যে আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ, গুণ ও অঙ্গ সৌরভে অনেকের মন আকর্ষিত হইত। যেমন, সনক মুনির মন, সচন্দন তুলসী মঞ্জরীর সৌরভে আকৃষ্ট হইয়াছিল। যথা—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ, কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং, সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

শুকদেবের মন, কৃষ্ণ-লীলা শ্রবণে আকর্ষিত হয়। ঈশ্বররূপী কৃষ্ণের গুণলীলা শ্রবণ করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক শুকদেবও, কৃষ্ণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণলীলা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। যথা।—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃ শ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপে আকর্ষিত হইয়া ব্রজাঙ্গনারা বলিতেছেন। যথা।—

"হে কৃষ্ণ! তোমার মুখমণ্ডল অলকা দ্বারা বিভূষিত, গণ্ডদ্বয়ে মকরকুণ্ডল বিরাজমান, বিম্বাধর অমৃতপূর্ণ, নেত্রদ্বয়ে সুস্মিত দৃষ্টি, বাহুদ্বয় অভয়প্রদ, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর বিলাস নিকেতন। শ্রীঅঙ্গে এই সকল মনোমুগ্ধকর রূপের সমাবেশ দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইতে সঙ্কল্প করিয়াছি।"

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি,—গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য, বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ॥

রূপ এবং গুণ শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী কৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন। "হে ত্রিভুবনের ঈশ্বর! হে অঙ্গ। হে অচ্যুত! তোমার রূপ ও গুণ, কর্ণদ্বয় যোগে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, সমস্ত তাপ বিদূরীত করে। রূপ দর্শন করিয়া চক্ষুর সার্থকতা লাভ করে। আমার হৃদয় তোমার রূপ ও গুণাবলী আকর্ণন করিয়া নির্লজ্জ ভাবে তোমাতেই আসক্ত হইতেছে। যথা—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে, নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপং।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং, ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥

বংশী-স্বরে, লক্ষ্মীর মন আকর্ষিত হইয়াছিল। আর ঐ স্বরে মৃগ, পক্ষী এবং বৃক্ষলতাদিও আকৃষ্ট হইত। যথা।—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত, সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং, যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

যশোদা ও দৈবকী প্রভৃতি মাতৃগণের মন বাৎসল্যরসে আকর্ষিত হইত। ফলতঃ "কৃষ্ণ" এই অক্ষরদ্বয়ের এমনই মোহিনী শক্তি যে, পশু, পক্ষী, চেতন, অচেতন সকলেই নামের গুণে আকৃষ্ট হয়। যথা—কৃষ্ ধাতুর অর্থ,—আকর্ষণ। যিনি জগৎকে আপনার দিকে আকর্ষণ করেন, তিনিই—কৃষ্ণ।

হরি শব্দের বহু অর্থের মধ্যে দুইটী মুখ্যতম। প্রথম,—জীবের সকল অমঙ্গল হরণ করেন, দ্বিতীয়,—প্রেম ও করুণা দান করিয়া প্রাণ মন হরণ করেন। ফলতঃ যে কেহ, যে কোন রূপে তাঁহাকে স্মরণ করুক না কেন, তিনি তাহার সমস্ত দুঃখ ও পাপ হরণ করিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করেন। যথা।—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥

হরি নামের গুণে, ভক্তিবাধক অবিদ্যা নষ্ট হইয়া, শ্রবণ কীর্ত্তনের ফল যে কৃষ্ণপ্রেম, তাহা দান করে। হরি শব্দের ইহাই মুখ্যার্থ।

"অপি" ও "চ" এ দুটী অব্যয় শব্দ। ইহার যেখানে যে অর্থ বর্ত্তে, সেখানে সেই অর্থ করিতে হইবে। তথাপি "চ" কারের সাতটী মুখ্যার্থ আছে।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে।—চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণে ব্যবধারণে॥

"চ" শব্দ দ্বারা,—অন্বাচয়, (একতর প্রাধান্য) সমূহ, ইতরেতরযোগ, সংযোগ, যত্ন, পাদপূরণ ও অবধারণ অর্থ প্রতীত হয়।

"অপি" শব্দেরও সাতটী মুখ্যার্থ আছে।—

তথাহি বিশ্বে।—অপিসম্ভাবনাপ্রশ্নশঙ্কাগর্হা সমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামচারক্রিয়াসু চ॥

"অপি" শব্দের দ্বারা সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, নিন্দা, সংযোগ, উহ্যার্থ ও যথেচ্ছ ক্রিয়া নিষ্পত্তি বুঝায়। শ্লোক মধ্যস্থ একাদশটী পদের এই বিভিন্ন অর্থ। এখন যাহার যে অর্থ যেখানে বর্ত্তে, সেখানে সেই অর্থ প্রয়োগ করিয়া, শ্লোকের যত প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহা বলিতেছি।—

ব্রহ্মশব্দে—যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও সর্ব্বব্যাপী তাঁহাকেই বুঝায়।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।—বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ॥

যিনি বৃহত্তম ও সর্ব্বব্যাপী, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আর যিনি সর্ব্বব্যাপী ও যাতা, অর্থাৎ কূটস্থ সাক্ষী, সেই শ্রীহরি পরমব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত। যথা—

তথাহি বাণীরূপং।—আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ॥

সেই ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; যাঁহার দ্বিতীয় আর কেহ নাই। অতএব, আত্মাশব্দে বৃহত্তম কৃষ্ণকেই বুঝায়; যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসাক্ষী স্বরূপ পরম হরি। বেদে ইহাঁকেই—ব্রহ্ম, হিরণ্যোপাসক,—আত্মা, এবং ভক্তেরা,—ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যথা—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় মাত্র তিনটী। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি। এই ত্রিবিধ সাধনে ভগবান্‌ও—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্, এই ত্রিবিধ রূপে প্রকাশিত হন। ব্রহ্ম ও আত্মা শব্দে, যে কৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করে, রুঢ়ি বৃত্তিতে জ্ঞানমার্গে তাঁহারই নামান্তর,—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। (নিরাকার) যোগমার্গে,—অন্তর্য্যামী পুরুষ। (বিরাট) এবং ভক্তের নিকট—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

ভক্তি দুই প্রকার। রাগাত্মিকা ভক্তি, ও বিধিভক্তি। রাগভক্তি সাধকেরা,—ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়। আর বিধিভক্তি সাধকেরা,—কৃষ্ণের পার্ষদ হইয়া ঐশ্বর্য্যধাম বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়।

ভগবানের উপাসক ত্রিবিধ। অকামী, মোক্ষকামী ও সর্ব্বকামী। যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥

আর চতুর্ব্বিধ পুণ্যশীলেরা ভগবানের ভজনা করে। যথা—আর্ত্ত, (পীড়িত)। জিজ্ঞাসু, (শিক্ষার্থী) অর্থার্থী, (অর্থকামী) এবং জ্ঞানী (তত্ত্ববেত্তা)।

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

ইহার মধ্যে আর্ত্ত ও অর্থার্থী,—কামনাশীল। আর জ্ঞানী ও জিজ্ঞাসু,—মোক্ষকামী। এই চতুর্ব্বিধ সুকৃতিশীল ভাগ্যবান ব্যক্তিরা তত্তৎকামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধ ভক্তিতে ভগবানের ভজনা করে। ফলতঃ সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণের কৃপা হইলেই, লোক দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তির অধীন হয়। দুঃসঙ্গ শব্দের অর্থ।—কৈতব, আত্মবঞ্চনা এবং কৃষ্ণভক্তি ভিন্ন অন্য কামনা। শ্লোক ব্যাখ্যার নিমিত্ত এই সুদীর্ঘ আভাষ স্বরূপ ভূমিকা বর্ণিত হইল। এক্ষণে শ্লোকের মূল অর্থ বিবৃত করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

জ্ঞানমার্গের উপাসক দ্বিবিধ। ব্রহ্মোপাসক, আর মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। এই ব্রহ্মোপাসকেরাও আবার ত্রিবিধ। সাধক, ব্রহ্মময় প্রাপ্ত ও ব্রহ্মলয়। ভক্তি

ব্যতীত কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয় না। কিন্তু যে ভক্তিসাধন করে, সে অনায়াসে ব্রহ্মলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্তির স্বভাবই এই যে, সে ব্রহ্মকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। উপাসক যখন ভক্তি বলে ভক্ত দেহ প্রাপ্ত হয়, তখন সে কৃষ্ণ-গুণাকৃষ্ট হইয়া, কৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করে; অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মোপাসকও লীলাময় সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে। যথা—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।

অপিচ।—সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।

কীর্ত্তিমানং যশোযস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনং॥

শুক সনকাদি মুনিগণ, আজন্মব্রহ্মময় হইয়াও, গুণাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণের ভজনা করেন। ব্যাস নন্দন শুক, ব্যাসদেবের প্রমুখাৎ কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ-মাহাত্ম্যপূর্ণ ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। যথা—

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ

অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥

বেদজ্ঞ নব যোগেন্দ্র (১) শিব ও নারদের মুখে কৃষ্ণের গুণাবলী আকর্ণন করতঃ, শ্রীহরির সঙ্গলাভার্থ পুলকিত চিত্তে প্রেমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠিং, কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।

উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং, যোগেন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ॥

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী ত্রিবিধ। মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত এবং প্রাপ্তস্বরূপ। জগন্নিবাসী সংসারাশ্রমীরাই মুমুক্ষু। ইহারা মুক্তির নিমিত্ত ঘোরাকার ভূত-পতির আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তি পূর্ব্বক নারায়ণ কলার আরাধনা করে।

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।

নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥

নারদের সঙ্গগুণে যখন সৌনকাদি মুনিগণ কৃষ্ণভজন আরম্ভ করিলেন, তখন অনুতাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়! এখন ভগবানের এমন চিদৈশ্বর্য্যময় লীলাবিগ্রহ আত্মারাম রূপ প্রকটিত থাকিতেও আমরা চিরকাল বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি। যথা—

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।

আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ॥

---

(১) কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস, এবং করভাজন। ইহারা ঋষভ মুনির পুত্র ও রাজা ভরতের সহোদর ভ্রাতা।

জীবন্মুক্ত বহু, তন্মধ্যে দুই প্রকার প্রসিদ্ধ। ভক্তিমান জীবন্মুক্ত ও জ্ঞানাভিমানী জীবন্মুক্ত। ভক্তিমান জীবন্মুক্ত,—ভক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে ভজনা করে। আর জ্ঞানী জীবন্মুক্ত, আপনার শুষ্ক জ্ঞান গরিমায় অধঃপতিত হয়। ফলতঃ ভগবানে ভক্তি না থাকায়, তাহাদের বুদ্ধি অপরিশুদ্ধ, অথচ আপনাকে জ্ঞানাভিমানী মুক্ত বলিয়া অভিমান করে। এইন জ্ঞানাভিমানী শুষ্কজ্ঞানীরা অতিকষ্টে মোক্ষ সন্নিহিত হইয়াও, ভগবানের পাদপদ্ম অবজ্ঞা করায় অধঃপতিত হয়। যথা—

যে ঽন্যেঽরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

প্রাপ্ত স্বরূপেরা ভক্তিবলে ভগবানের দেহ প্রাপ্ত হইয়া নিরোধ ও মুক্তি লাভ করে। (জীবের আত্মোপাধির সহিত ভগবানে যে লয়, তাহাকে নিরোধ, আর অবিদ্যারোপিত অহংজ্ঞান ত্যাগ করতঃ জীবস্বরূপে যে অবস্থিতি, তাহাকে মুক্তি বলে।) যথা—

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥

জীব মায়া বশে কৃষ্ণ বহির্মুখ হয়। কিন্তু যখন ভগবানের ভজনা করিতে আরম্ভ করে, তখন মায়া আপনিই দূরে পলায়ন করে। যথা—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

এই ছয় জন আত্মারাম কৃষ্ণকে ভজনা করে। এই "অপি"র পৃথক্ পৃথক্ "চ" কারের অর্থ। যথা—"আত্মারামাশ্চ" "অপি" কৃষ্ণকে অহৈতুকী ভক্তি করে। মুনয়ঃ সন্তঃ "অপি" কৃষ্ণ মননে আসক্ত, ইতি বুঝায়। কেহ নির্গ্রন্থা, কেহ অবিদ্যাহীন, কেহবা বিধি হীন! ইহার যে শব্দের যে অর্থ যেখানে থাটে, সে শব্দের সে অর্থ সেখানেরই অধীন। "চ" শব্দে যদি ইতরেতর অর্থ করা যায়, তাহা হইলে আর একটী সুন্দর অর্থ উৎপন্ন হইতে পারে। যথা—আত্মারামাশ্চ, আত্মারামাশ্চ, যদি ছয় বার উচ্চারণ করা হয়, তাহা হইলে, পাঁচ আত্মারাম, এই ছয় "চ" কারে লুপ্ত হইয়া, এক আত্মারাম শব্দ অবশিষ্ট থাকে। অথচ এক আত্মারাম শব্দে, ঐ ছয় আত্মারামকেই বুঝাইবে। যথা—

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামাশ্চ রামাশ্চ রামাশ্চ রামা ইতিবৎ।

অর্থাৎ।—কোন বিভক্তিতে পুনঃ পুন এক শব্দের প্রয়োগ হইলে, তাহার একমাত্র অবশেষ থাকে, আর সে অর্থে প্রয়োগ হয় না। যেমন,—রাম, রাম, রাম। এই তিন রাম শব্দ উচ্চারিত হইলে,একটী মাত্র রাম শব্দ অবশেষ থাকিবে। এস্থলে যে "চ''কার, সে সমুচ্চয় অর্থে প্রযুক্ত হইল। আত্মারামাশ্চ, মুনয়শ্চ, নির্গ্রন্থা হইয়া কৃষ্ণকে ভজনা করে। নির্গ্রন্থা "অপি"। এ ''অপি'' সম্ভাবনা অর্থে প্রয়োগ হইল। শ্লোকের এই সাত প্রকার অর্থ ব্যখ্যাত হইল।

অন্তর্য্যামী ব্রহ্মোপাসককে আত্মারাম বলে। এই আত্মারামযোগী দুই প্রকার—সগর্ভ ও নিগর্ভ। কিন্তু উপাসনা ভেদে ইহাঁরাও ছয় প্রকার। ইহাঁরা স্বদেহাবস্থিত প্রাদেশ পরিমিত পুরুষকে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রধারী রূপে মনে মনে ধ্যান করেন। যথা—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥

যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ় ও প্রাপ্তসিদ্ধ। এই ত্রিবিধ যোগীও উপাসনা ভেদে ছয় প্রকার। যিনি যোগারূঢ় হইতে ইচ্ছুক, যোগসাধন পক্ষে কর্ম্মই তাঁহার কারণ স্বরূপ। আর যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম সন্ন্যাসই পরম সাধন। যথা—

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

যখন সাধক ভোগে অনাসক্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানে বিনিবৃত্ত এবং সর্ব্ববিধ সঙ্কল্প বর্জ্জিত হন; তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলে। যথা—

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥

এই ছয় প্রকার যোগী সাধু সঙ্গ হেতু কৃষ্ণ ভজন করে। "চ" শব্দে ও "অপি" অর্থের ইহাই মুখ্যার্থ। মুনি ও নির্গ্রন্থা শব্দের অর্থ পূর্ব্ববৎ। উরুক্রমে,—অহেতুকী, ইহার কোথায় কোন্ অর্থ খাটে, সেখানে সেই অর্থ লাগাইতে হইবে। শ্লোকের পূর্ব্বাপর এই ত্রয়োদশটী অর্থ নিষ্পন্ন হইল।

এই সকল শান্ত উপাসক, যখন ভগবানের ভজনা করে, তখন ইহাদের নাম হয়,—শান্তভক্ত। ইহারা শান্তরসের অধিকারী।

আত্মাশব্দে,—মন বুঝায়। অতএব যিনি মনে রমণ করেন, তিনিও সাধু সঙ্গগুণে শ্রীকৃষ্ণ চরণ ভজনা করেন। মূলদর্শী ঋষিরা, মণিপুরস্থিত—ব্রহ্মের,

আরুণীরা হৃৎপ্রদেশস্থ নাড়ীপথে,—সূক্ষ্ম ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন তাঁহারা শিরোদেশে উপস্থিত হন, তখন ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করিয়া থাকেন। যথা—

উদরমুপাসতে ঋষিবর্ত্মসু বঃ কূর্পদৃশঃ, পরিসর পদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং, পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥

এই সকল মহামুনিও নিগ্রর্ন্থ হইয়া, কৃষ্ণকে অহৈতুকী ভক্তি করেন।

আত্মাশব্দে।—যত্ন বুঝায়। মুনয়োঽপি নিগ্রর্ন্থা হইয়া যত্ন পূর্ব্বক কৃষ্ণ ভজন করেন। যাহা ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করিয়া পাওয়া যায় না, পণ্ডিতেরা তাহার জন্যই যত্ন করিয়া থাকেন। যথা—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো, ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং, কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥

"চ" শব্দ। "অপি" অর্থে। অপি, অবধারণে। অতএব যত্ন ও আগ্রহ ব্যতীত ভক্তি কি প্রেমের উদয় হয় না। আসক্তি হীন হইয়া চিরকাল সাধন করিলেও কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ভগবান্‌ও উহা আশু দেন না। সুতরাং এই দ্বিবিধ কারণে কৃষ্ণভক্তি এত দুর্ল্লভ ও দুষ্প্রাপা হইয়াছে। যথা—

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি,
হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥

কিন্তু যাহারা যত্ন ও আগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার ভজনা করে, ভগবান্ হরিও তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকেন। যথা।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

আত্মাশব্দে।—ধৃতি। অতএব যিনি ধৃতিতে রমণ করেন, তিনি ধৈর্য্যবন্ত হইয়া ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন।

মুনিশব্দে।—পক্ষী, ভৃঙ্গ, নিগ্রর্ন্থ ও মূর্খলোক। ইহারাও সাধু ও কৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভজনা করে। বৃন্দাবনস্থ বিহঙ্গমবৃন্দও মুনি হইবার যোগ্য। কারণ, ইহারা নব পল্লবাচ্ছাদিত সহকার শাখায় উপবিষ্ট হইয়া, যেন, কৃষ্ণ দর্শন করিতে করিতে কতই আনন্দ চিত্তে প্রমুদিত নেত্রে নীরবে মধুর মুরলীগীত শ্রবণ করিতেছে। যথা—

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্, কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্রুচির প্রবালান্, শৃণ্বন্তি মীলিত দৃশো বিগতান্যবাচঃ॥

এই ষট্পদকুল, তোমারই অখিল লোকপাবন যশোগান করিয়া তোমারই পদানুসরণ করিতেছে। আমি বিবেচনা করি, ইহারা তোমার আরাধনাকারী মুনি ঋষি। আর তুমি ইহাদিগের অভীষ্ট দেবতা। তুমি গুপ্তভাবে বন বিহারে আসিয়াছ দেখিয়া, ইহারা তোমার অনুসরণ করিতেছে, তোমায় ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিতেছে না। যথা—

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং, গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা, গূঢ়ং বনেপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবং॥

সরোবরস্থ হংস সারসাদি বিহঙ্গমগণ যেন, শ্রীহরির মনোহর সঙ্গীতে হৃতচেতন হইয়া, তাঁহার সমক্ষে উপনীত হইতেছে। এবং এক মনে, নিমীলিত নেত্রে, নীরবে, কৃষ্ণ সমীপে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহার উপাসনা করিতেছে। যথা—

সরসি সারসহংসবিহঙ্গাশ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা, হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ॥

কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ ও সুহ্ম প্রভৃতি কর্ম্মদোষগ্রস্থ পাপজাতেরাও শ্রীহরির শরণাগতের শরণ লইয়া পবিত্র হইয়া তাঁহার আরাধনা করে। যথা—

কিরাতহূণান্ধ্র পুলিন্দপুকশা, আভীর সুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ, শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

ধৃতিশব্দে।—পূর্ণজ্ঞান। ত্রিতাপ দুঃখ দূরীভূত হইয়া, ভগবতপ্রেম প্রাপ্ত হইলে, যে পূর্ণজ্ঞান জন্মে, তাহার নাম,—ধৃতি। অতএব, ধৃতিমন্ত হইলে, নষ্ট, অতীত ও অপ্রাপ্ত বিষয়ের জন্য যে শোক তাহা আর থাকে না। যথা—

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞানং দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ॥

কৃষ্ণ ভক্ত দুঃখ ও বাঞ্ছান্তর বিহীন। অতএব কৃষ্ণপ্রেম ভজনে প্রবীণ এবং পূর্ণানন্দময়, সুতরাং সে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তির প্রার্থী নহে। যথা—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতং॥

ফলতঃ যাহার ইন্দ্রিয় সমূহ ভগবানে স্থৈর্য্য লাভ করিয়াছে, এই ক্ষণস্থায়ী সংসারে সেই ব্যক্তিই ধৈর্য্যলাভ করিতে সমর্থ হয়। যথা—

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে॥

এস্থলে "চ" অবধারণে, আর "অপি" সমুচ্চয়ে। অতএব পক্ষী এবং মূর্খেরাও ধৃতিমন্ত হইয়া ভগবানের ভজনা করে।

আত্মাশব্দে—বুদ্ধি। এই বুদ্ধি দুই প্রকার। সামান্য বুদ্ধি ও বিশেষ বুদ্ধি। জগতের অধিকাংশ জীবই সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট, স্বল্প সংখ্যক বিশেষ বুদ্ধিমান। সুতরাং বুদ্ধিতে রমণকারী আত্মারামও দুই প্রকার। এক, পণ্ডিত মুনিগণ; অপর, নির্গ্রন্থ মূর্খ জীবগণ। কিন্তু ইহারা যখন সাধুসঙ্গ গুণে, "ভগবান্ সমস্ত জীবের উৎপত্তি, দেহ ও সমস্ত বুদ্ধির প্রবর্ত্তক" এই রূপ হৃদয়ে অনুভব করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার ভজনা করে, তখন ইহারাও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কৃষ্ণের পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যথা—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥

যদি অদ্ভুতক্রম-পরায়ণ শীল-শিক্ষা প্রভাবে স্ত্রী, শূদ্র ও হূণাদি পাপজ জাতি এবং গজ শারিকাদি তীর্য্যক্ জাতিও দেবমায়া পরিজ্ঞাত হইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে, তবে যাহারা ভগবানের স্বরূপাবধারণ করিতে সক্ষম, এমন ভক্তদিগের বিষয়ে আর কি বক্তব্য? যথা—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং, স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

যখন জীব বিচার পূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন ভগবানও তাহাকে তদ্রূপ বুদ্ধি প্রদান করেন, যাহাতে সে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে সমর্থ হয়। যথা।—

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

ভগবত সাধন পক্ষে,—সাধুসঙ্গ, ভগবানের আরাধনা, পরিচর্য্যা, ভাগবত অধ্যয়ন, বা শ্রবণ এবং ব্রজধামে বাস এই পাঁচটী প্রধান অঙ্গ। এই পাঁচটীর মধ্যে যদি কোন একটীর অনুষ্ঠান স্বল্পও হয়, তথাপি বুদ্ধিমান ভক্তের কৃষ্ণপ্রেম উদয় হইয়া থাকে। যথা—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥

উদার, মহতী ও সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি যুক্ত যে অকামী, মোক্ষকামী ও সর্ব্বকামী, ইহারা যদি তীব্র ভক্তিযোগ সহকারে ভগবানের আরাধনা করে, তবে ঐ ভক্তিযোগ প্রভাবেই উহারা কামনা ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং॥

আত্মাশব্দে—স্বভাব। এই স্বভাবে স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত জীবই রমণ করে। সুতরাং ইহারাও আত্মারাম হইয়া ভগবানের ভজনা করে। জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান,—"আমি ঈশ্বরের দাস" এই অভিমান। অর্থাৎ, তিনি স্রষ্টা, পাতা এবং উপাস্য প্রভু। কিন্তু এই বিশুদ্ধ জ্ঞান, দেহাত্মজ্ঞানে, অর্থাৎ অহংব্রহ্ম রূপ মিথ্যা জ্ঞানে আচ্ছাদিত থাকে।

"চ" শব্দের অর্থ এব, আর "অপি" শব্দ সমুচ্চয়ে। অতএব উহারাও আত্মারাম এব (আত্মারামের তুল্য) হইয়া কৃষ্ণের ভজনা করে।

সনকাদি মুনিগণ হইতে নির্গ্রন্থা, মূর্খ, নীচ, স্থাবর এবং জঙ্গম পশুগণ পর্য্যন্ত সকলেই জীব পদবাচ্য। তবে ইহার মধ্যে ব্যাস, শুক ও সনকাদি মুনির ভজন সাধন প্রসিদ্ধ। এক্ষণে নির্গ্রন্থা স্থাবরাদির ভজন বিবরণ শ্রবণ কর।

যখন কৃষ্ণ কৃপারূপ কারণ হইতে ইহাদের স্বাভাবিক জ্ঞানের উদয় হয়, তখন কৃষ্ণ গুণাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ইহারাও তাঁহার ভজনা করতঃ ধন্য হয়। "অদ্য ধরণী ধন্য হইল, অত্রস্থ তৃণ গুল্মাদিও ধন্য হইল। যেহেতু, উহারা তোমার পাদস্পর্শ করিতে পাইয়াছে। তৃণ, লতা, সহকারাদিও ধন্য; কারণ তোমার নখস্পর্শ লাভ করিতে পাইয়াছে। নদী, গিরি, মৃগ এবং পক্ষীরাও ধন্য; কারণ, তাহারা তোমার সদয়দর্শন লাভ করিয়াছে। আর আভীরবালারাও ধন্য; কারণ কমলার বিলাসনিকেতন স্বরূপ তোমার বক্ষঃস্থলে তাহারা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে"। যথা—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎপাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈর্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ॥

রামকৃষ্ণ মস্তকে গোপাদবদ্ধ রজ্জু ও স্কন্ধে পাশ রক্ষা করতঃ মধুর মুরলী ধ্বনী করিতে করিতে, গোপবালকগণের সহিত গোষ্ঠে গোচারণ করিতেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাঁহাদিগের মুরলীর মধুর স্বর শুনিয়া জঙ্গম জীবগণের অস্পন্দন ও পাদপাবলীর পুলকোদ্গম হইতেছে।

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রং॥

বৃন্দাবনস্থ তরু লতা যেন ফলভরে অবনত হইয়া কৃষ্ণের প্রত্যুদ্গমন

করিতেছে। এবং কিশলয়দলস্থ শিশির কণাচ্ছলে যেন অশ্রু বিসর্জ্জন করতঃ ভগবানের আরাধনা করিতেছে। যথা—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং, ব্যঞ্জয়ন্ত ইব পুষ্প ফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ, প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম॥

হে সনাতন! শ্লোকের পূর্ব্বের ত্রয়োদশ, আর এক্ষণে ছয়, মোট উনবিংশতিটী অর্থ সম্পাদিত হইল। অতঃপর আরও বলিতেছি, শুন।—

আত্মাশব্দে—দেহ। ইহারা চতুর্ব্বিধ। যথা—দেহরামী, দেহসেবী, দেহোপাধি ও দেহীব্রহ্ম। ইহারা যদিও কর্ম্মানুষ্ঠায়ী যাজ্ঞিক, তথাপি সাধু সঙ্গ গুণে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের আরাধনা করে। সৌনক প্রমুখ ঋষিরা বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি সূতকে নিবেদন করিয়াছিলেন, "হে সূত! আমরা যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, ইহা সমাপ্ত হইবে কি না, ভরসা নাই। শরীরও যজ্ঞীয় অনলধূমে মলিন হইতেছে; অতএব তুমি গোবিন্দ পদারবিন্দের যশোরূপ সুধা পান করাইয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর"। যথা—

কর্ম্মন্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি চ গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু॥

তপস্বী প্রভৃতি যত দেহরামী আত্মারাম, তাহারাও সাধু-সঙ্গগুণে তপ, জপ, পরিত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণের উপাসনা করে। রাজা পৃথু মুনি, ঋষি, সভাসদ এবং প্রজাবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—"যাঁহার পাদপদ্ম আরাধনা করিলে ত্রিতাপসন্তাপিত তপস্বীদিগেরও বহুজন্মসঞ্চিত পাপ বিদূরীত হয়; যাঁহার অঙ্গুষ্ঠমূলে সর্ব্ব পাপবিনাশিনী, ত্রিপথগামিনী ভাগীরথী গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছেন, তোমারা সেই ভক্তবৎসল ভগবানের আরাধনা কর।"

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনামশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যম্বহমেধতী সতী, যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ॥

দেহরামী ও সর্ব্বকাম আত্মারামেরা ও কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্ত হইয়া, সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করতঃ তাঁহার আরাধনা করে। ধ্রুব সিংহাসন প্রাপ্তির কামনা করিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেব মুনীন্দ্র বাঞ্ছিত ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন, তখন সিংহাসনকামনা ত্যাগ করতঃ ভগবানের শ্রীচরণেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। লোক যেমন কাচ অনুসন্ধান করিতে করিতে বহুমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ ধ্রুব, ও তুচ্ছ সিংহাসন প্রাপ্তির

সুযোগ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া শ্রীহরিচরণ রূপ দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন,—"হে প্রভো! আমি কৃতার্থ হইয়াছি, অন্য বর প্রার্থনা করিনা।"

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং, স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

উপরের চারিটী অর্থ সহ, শ্লোকের এই ত্রয়োবিংশতিটী অর্থ সম্পাদিত হইল। অতঃপর সদর্থ যুক্ত আরও তিনটী অর্থ বলিতেছি, শুন।—

"চ" শব্দে, সমুচ্চয়ে আরও অর্থ প্রকাশ করে। যথা।—আত্মারামাশ্চ, মুনয়শ্চ, নিগ্রর্ন্থা হইয়া ভগবানের ভজনা করে। এস্থলে "অপি" নির্দ্ধারণে। যথা—রামাশ্চ কৃষ্ণাশ্চ বনে বিহার করে। "চ" শব্দে অন্বাচয়ে আরও একটী অর্থ প্রকাশ করে, যথা।—হে বটো! ভিক্ষাং অট (গচ্ছ)। গাং আনয়। অর্থাৎ হে বটু! ভিক্ষার্থ গমন কর। গো আনয়ন কর। কৃষ্ণ মননশীল মুনিগণ যে প্রকারে সর্ব্বদা কৃষ্ণ ভজন করে, আত্মারাম "অপি" (গৌণার্থে) তদ্রূপ ভজন করে। "চ" এব অর্থে, মুনয় এব (মুনির ন্যায় হইয়া) কৃষ্ণকে ভজন করে। আত্মারাম, "অপি"। এস্থলে "অপি" গর্হার্থে (নিন্দার্থে) প্রযুক্ত। নিগ্রর্ন্থা হইয়া, ইহা উভয়েরই বিশেষণ। এক্ষণে সাধুসঙ্গ বিষয়ক আর একটী অর্থ বলিতেছি। নিগ্রর্ন্থা শব্দে,—ব্যাধ ও নির্ধন। সাধু সঙ্গ গুণে তাহারাও কৃষ্ণের ভজন করে। কৃষ্ণরামাশ্চ এব, কৃষ্ণ মননশীল মুনিগণের ন্যায়, ব্যাধও যেরূপে সাধুসঙ্গ গুণে কৃষ্ণ ভজন করিয়া, মহা ভাগবত ও জগৎ পূজ্য হইয়াছিল। সেই সৎসঙ্গ মহিমার উপাখ্যান শ্রবণ কর। যথা।—চরিতামৃতে।—

এক দিন শ্রীনারদ দেখি নারায়ণ। ত্রিবেণীর স্নানে প্রয়াগ করিলা গমন॥
বনপথে দেখে এক মৃগ আছে ভূমে পড়ি। বাণবিদ্ধ ভগ্ন পদ করে ধড়ফড়ি॥
আর কত দূরে এক দেখেন শূকর। তৈছে বিদ্ধ ভগ্ন পদ করে ধড়ফড়॥
ঐছে এক শশক দেখে আর কত দূরে। জীব দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুলঅন্তরে॥
কত দূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষারূঢ় হৈয়া। মৃগ মারিবারে আছে বাণ সে যুড়িয়া॥
শ্যাম বর্ণ রক্ত নেত্র মহা ভয়ঙ্কর। ধনুর্ব্বাণ হস্তে যেন যম দণ্ডধর॥
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিলা। নারদে দেখিয়া মৃগ পলাইয়া গেলা॥
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তারে গালি দিতে চায়। নারদ প্রভাবে মুখে গালি নাহি আয়॥
"গোঁসাই প্রয়াণ পথ ছাড়ি কেন আইলা। তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা॥"
নারদ কহে পথভুলি আইলাম পুছিতে। মনে এক সংশয় আছে তাহা খণ্ডাইতে॥
পথে যে শূকর মৃগ জানি তব হয়। ব্যাধ কহে যেই কহ সেইত নিশ্চয়॥

নারদ কহে যদি জীবে মার তুমি বাণ। অর্দ্ধ মারা কর কেন না লও পরাণ ॥
ব্যাধ কহে গোঁসাই মৃগারি মোর নাম। পিতার শিক্ষায় আমি করি ঐছে কাম ॥
অর্দ্ধ মরা জীব যদি ধড়ফড় করে। তবেত আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে ॥
নারদ কহে এক বস্তু মাগি তোমা স্থানে। ব্যাধ কহে মৃগাদি লও যা তোমার মনে ॥
মৃগছাল চাহ যদি আইস মোর ঘর। যাহা চাহ তাহা দিব মৃগ বাঘাম্বর ॥
নারদ কহে ইহা আমি কিছুই না চাই। আর এক বস্তু আমি মাগি তব ঠাঁই ॥
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে। প্রথমে মারিবে অর্দ্ধমারা না করিবে ॥
ব্যাধ কহে কিবা দান মাগিলা আমারে। অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয় তা কহ মোরে।
নারদ কহে অর্দ্ধ মারিলে জীবে পায় ব্যথা। জীবে দুঃখ দেহ তব হইবে অবস্থা ॥
ব্যাধ তুমি জীব মার অপরাধ তোমার। কদর্থ না দিয়া মার এ পাপ অপার ॥
কদর্থিয়া তুমি যত মারিলে জীবেরে। তারা তৈছে তোমায় মারিবে জন্মান্তরে ॥
নারদের বাক্যে ব্যাধের মন প্রসন্ন হৈল। তাঁর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল ॥
ব্যাধ কহে বাল্য হৈতে আমার এ কর্ম্ম। কেমনে তরিব আমি পামর অধম ॥
এই পাপ যায় মোর কিবা সে উপায়। নিস্তার করহ মোরে পড়ি তব পায় ॥
নারদ কহে যদি ধর আমার বচন। তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন ॥
ব্যাধ কহে যেই কহ সেই ত করিব। নারদ কহে ধনুক ভাঙ্গ তবে সে কহিব ॥
ব্যাধ কহে ধনু ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে। নারদ কহে আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে ॥
ধনু ভাঙ্গি তবে ব্যাধ চরণে পড়িল। তবে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল ॥
ঘরে গিয়া দ্বিজে দেহ যত আছে ধন। এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুই জন ॥
নদীতরে এক খানি কুঁড়িয়া করিয়া। তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া ॥
তুলসী পরিক্রমা কর তুলসী সেবন। নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করহ কীর্ত্তন ॥
আমি তোরে বহু অন্ন পাঠাইব দিনে। সেই অন্ন যত পার খেও দুই জনে ॥
তবে সেই মৃগাদি নারদ সুস্থ কৈল। সুস্থ হয়ে মৃগ তিন দ্রুত পলাইল ॥
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার। ঘরে গেলা ব্যাধ গুরুকে করি নমস্কার ॥
যথা স্থানে নারদ গেলা ব্যাধ আইল ঘর। নারদের উপদেশে করিলা সকল ॥
গ্রামে ধ্বনি হৈল ব্যাধ বৈষ্ণব হইল। গ্রামের লোক অন্ন আনি দিতে লাগিল ॥
এক দিন অন্ন আনে দশ বিশ জনে। দিনে তত লয় যত খায় দুই জনে ॥
একদিন নারদ কহে শুনহ পর্ব্বতে। আমার এক শিষ্য আছে চল দেখিতে ॥
তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধ স্থানে। দূরে হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে ॥
আস্তেব্যাস্তে ধেয়ে আইসে পথ নাহি পায়। পথে পিপীলিকা ইতি উতি ধরে পায় ॥

দণ্ডবৎ স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া। বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
নারদ কহেন ব্যাধ না হও আশ্চর্য্য। হরিভক্তে হিংসা শূন্য হয় সাধু বর্য্য ॥

তথাহি স্কান্দে।—এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥

তবে সেই ব্যাধ দুই আসন আনিল। কুশাসন আনি দোঁহে তাহে বসাইল ॥
জল আনি দোঁহাকার পদ প্রক্ষালিল। সেই জল স্ত্রী পুরুষে পিয়া শিরে নিল ॥
কম্প পুলকাশ্রু হয় কৃষ্ণ নাম গাঞা। উর্দ্ধবাহু নৃত্য করে ধ্বজা উড়াইয়া ॥
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি। নারদেরে কহে তুমি হও স্পর্শমণি ॥

তথাহি স্কান্দে।—অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমুচ্যতে ॥

নারদ কহে বৈষ্ণব অন্ন কিছু আয়। ব্যাধ কহে যারে পাঠাও সেই দিয়া যায় ॥
এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য্য নাই। সবে দুজনার যোগ্য ভক্ষ্য মাত্র চাই ॥
নারদ কহে ঐছে রহ তুমি বড় ভাগ্যবান। এত বলি দুই জনে হৈলা অন্তর্ধান ॥
এইত কহিনু তোমায় ব্যাধের আখ্যান। যা শুনিলে হয় সাধু সঙ্গপ্রভাব জ্ঞান ॥

ইহা লইয়া শ্লোকের ষড়বিংশতিটী অর্থ নিষ্পন্ন হইল। এক্ষণে অর্থের ভাণ্ডার স্বরূপ আরও কতিপয় অর্থ শুন—যাহাতে স্থূলভাবে দুইটী, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বত্রিশটী অর্থ নিষ্পন্ন হইবে।

আত্মাশব্দে।—সর্ব্ববিধ ভগবান্। ইনি দুই রূপে প্রকাশিত। এক, স্বয়ং ভগবান্—শ্রীকৃষ্ণ; অন্য,—ভগবানাখ্যান, ভাগবত। অতএব তাঁহাতে যাঁহারা রমণ করেন,তাঁহারাও আত্মারাম। এই আত্মারামেরা দ্বিবিধ রূপে পরিগণিত। এক বিধিভক্ত, অন্য রাগভক্ত। এই দুই শ্রেণীর ভক্তেরা আবার চারি চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া—পারিষদ, সাধন, সিদ্ধ ও সাধক, এই চতুর্ব্বিধ নামে অভিহিত হন। রতিভেদে সাধকও দুইভাগে বিভক্ত। বিধিমার্গে ও রাগমার্গে, চারি চারিটী করিয়া আটটী আত্মারাম। যথা।—বিধিভক্ত, নিত্যসিদ্ধ, পারিষদ, দাস, সখা, গুরু, সাধক ও কান্তা। উৎপন্নরতি সাধকভক্ত, চারি প্রকার। অজাতরতি সাধকভক্তও চারি প্রকার। বিধিমার্গে,—ভক্ত ষোড়শ প্রকার। রাগমার্গে,—ভক্ত ষোড়শ প্রকার। সুতরাং বিধি ও রাগমার্গে সাকুল্যে বত্রিশ প্রকার ভক্ত হইল। অর্থাৎ রস যদিও পাঁচটী, তথাপি, শান্তরস, সকল রসের আদি জন্য, শান্তরসের সাধক, ভক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। সুতরাং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতিও রসভেদে চারি প্রকার।

অতএব ভক্তও চারি প্রকার। তাহারা, যথাক্রমে—দাস, সখা, গুরু ও কান্তা। তার পর,—নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, উৎপন্নরতি ও অনুৎপন্নরতি; ইহারা প্রত্যেকে উক্ত চারি রসের ভক্তের সহিত মিলিত হইয়া ষোড়শ প্রকার আত্মারাম হইয়াছে। তাহা হইলে, বৈধমার্গে,—ষোড়শ; আর রাগানুগামার্গে,—ষোড়শ, সাকুল্যে এই বত্রিশ জন আত্মারাম হইল।

এক্ষণে, মুনি ও নিগ্রন্থ, "চ" ও "অপি" এই চারিটীর অর্থ যেখানে যেটী লাগে, সেখানে সেটী লাগাও, তাহা হইলে, পূর্ব্বের ছাব্বিশ এবং এক্ষণকার বত্রিশ, সাকুল্যে মিলিয়া শ্লোকের আটান্ন প্রকার অর্থ হইল। এক্ষণে অর্থের রহস্যপ্রকাশ স্বরূপ, আর একটী অর্থ বলিতেছি, শুন।—"ইতরেতর" ও "চ" দিয়া সমাস করতঃ, আটান্নবার আত্মারাম শব্দ উচ্চারণ কর। আত্মারামাশ্চ, আত্মারামাশ্চ, আটান্নবার লইয়া, শেষে সমস্ত আত্মারাম লোপ করিয়া, এক আত্মারাম শব্দ রাখ।

তথাহি পাণিনিঃ।—স্বরূপাণামেকশেষএকবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ ইতি।

এখন দেখ, পাণিনির উপরের সূত্রানুসারে আটান্নবারে, আটান্ন আত্মারাম, লোপ হইয়া,এক আত্মারাম শব্দে আটান্ন প্রকার অর্থ প্রকাশ করিল।

তথাহি পাণিনিঃ।—অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিত্থবৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ।

অর্থাৎ।—অশ্বত্থ বৃক্ষ, বট বৃক্ষ, কপিত্থ বৃক্ষ এবং আম্র বৃক্ষ। এখন ইতরেতর সমাস করিয়া, মাত্র একটী "বৃক্ষাঃ" শব্দ অবশিষ্ট রহিল।

যেমন "অস্মিন্ বনে বৃক্ষা ফলন্তি," অর্থাৎ এই বনে বৃক্ষ জন্মে, তেমন সমস্ত আত্মারামই কৃষ্ণ ভজন করেন। আত্মারামাশ্চ সমুচ্চয়ে,—"চ"কার। মুনয়শ্চ ভক্তি করে, নিগ্রন্থা "এব" হইয়া। এস্থলে "অপি"নির্দ্ধারণে। এই ঊনষষ্টি প্রকার অর্থ ব্যাখ্যাত হইল। সর্ব্ব সমুচ্চয়ে আর একটী অর্থ হয়, তাহাও শুন।—আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নিগ্রন্থাশ্চ কৃষ্ণকে ভজনা করে।

"অপি" শব্দ—অবধারণে। শেষ চারিবার, চারিটী "অপি" শব্দের সহিত "এব" শব্দ উচ্চারণ কর। তাহাতে,—উরুক্রম এব। ভক্তিমেব। অহৈতুকীমেব। কুর্ব্বন্ত্যেব হইল। এই ষষ্টি সংখ্যক অর্থ হইল। আর একটী সপ্রমাণ অর্থ শুন। আত্মাশব্দে—ক্ষেত্রজ্ঞ জীব। আব্রহ্ম কীটাণু পর্য্যন্ত এই ক্ষেত্রজ্ঞ জীবশক্তি মধ্যে গণনীয়। সুতরাং জীব মাত্রেই আত্মারাম। যথা—

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।—ক্ষেত্রজ্ঞাচ তথাপরা।

তথাচ অমরঃ।—ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াং॥

আত্মাশব্দে—ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা, পুরুষ, প্রধান ও প্রকৃতি। যখন ভূমগুলস্থ সমস্ত প্রাণীর আত্মাতেই ভগবান্ রমণ করেন, তখন বৃহত্তম ব্রহ্ম হইতে অতি ক্ষুদ্র কীটাণু পর্য্যন্ত সকলেই আত্মারাম হইয়া ভগবানের ভজনা করে। এই ষষ্টি অর্থ কেবল ভগবান্ কৃষ্ণের উপাসনা বিষয়ক হইল। এক্ষণে ভক্ত সগুণে আর একটি অর্থ আমার মনে স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। তাহাও শুন।—

ভাগবতগ্রন্থ, কৃষ্ণতুল্য বিভু ও সর্ব্বাশ্রয়। উহার প্রতি শ্লোকের প্রতি অক্ষরে, নানা রূপ অর্থ ও ভাব প্রকাশ করে। বিদ্বান্‌গণের পক্ষে ভাগবতই পাণ্ডিত্য পরীক্ষার নিকষ প্রস্তর স্বরূপ। বুধগণ আবহমান কাল হইতে ইহার নানা রূপ ব্যাখ্যা ও নানা রূপ অর্থ করিয়া আসিতেছেন। অথচ নারায়ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—"আমি ভাগবতের অর্থ জ্ঞাত আছি, শুকদেবও জ্ঞাত আছেন, ব্যাসদেব কিছু জ্ঞাত থাকিলেও থাকিতে পারেন"। ফলতঃ ভক্তি দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য, টীকা বা প্রতিভা বলে উহার অর্থ নিষ্পন্ন হয় না। যথা—

অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া॥

এক্ষণে ভাগবতের বিষয় বলিতেছি, শুন।—গায়ত্রীতে (ওঁ) প্রণবের যে অর্থ, চতুঃশ্লোকীতেও সেই অর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভগবান্ এই শ্লোকচতুষ্টয় প্রথমে ব্রহ্মাকে শিক্ষা দেন। ব্রহ্মা নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে শিক্ষা দান করেন। মহর্ষি বেদব্যাস শ্লোকার্থ শুনিয়া ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্ত) ভাষ্যস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত রূপ মহা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি চতুর্ব্বেদ, উপনিষদ, দর্শন ও নানাবিধ ভক্তি গ্রন্থ হইতে অর্থ ও ভাব সংগ্রহ করতঃ ব্রহ্মসূত্রের যে সূত্রে যে বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ভাগবতেরও সেই সূত্রে সেই বিষয় শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের চারিটি শ্লোক প্রথমে রচনা করিয়াছিলেন।

কিরূপে চতুঃশ্লোকী প্রচারিত হইয়াছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এই।—ভগবান্ কোন সময়ে ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মণ্! শাস্ত্রের অর্থজ্ঞান, ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব, ব্রহ্মে ভক্তি এবং ব্রহ্মের উপাসনা, তুমি এই চারিটী বিষয় আশ্রয় করিয়া গ্রহণ কর। আমি সবিস্তারে প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণন করিতেছি, ইহা অতীব গোপনীয় ও রহস্য যুক্ত। যথা—

জ্ঞানং পরম গুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

আমার স্বরূপ, সত্ত্বাদি গুণ, সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম, এবং আমি যে প্রকারে লীলা করিয়া থাকি, সে সমস্তই আমার অনুগ্রহে তোমার জ্ঞান-গম্য হইবে। যথা—

যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপ গুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মাত্র আমিই ছিলাম। অন্য সৎ বা অসৎ কিছুই ছিল না। সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি যেরূপ ছিলাম, এক্ষণেও সেই রূপ আছি। পরেও আমি সেই রূপ থাকিব। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডও—আমি। আমিই অনাদি, অনন্ত এবং অদ্বিতীয় পূর্ণপুরুষ। যথা—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং॥

যে বস্তু কোন অর্থ ব্যতীত প্রতীয়মান হয়, তাহাই আমার মায়া। যেমন চন্দ্রদ্বয় অর্থ ব্যতীত প্রতীত হয়, (যথা—প্রতিবিম্ব ও রশ্মি) অথচ অন্ধকার যেমন একটী বস্তু হইয়াও অপ্রকাশিত, তেমন আমার মায়া কখনও কখনও আত্মাতে অপ্রকাশাবস্থায় থাকে। যথা—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥

উপনিষদের শ্লোকার্থ ও ভাগবতের শ্লোকার্থ এক। মনু বলিয়াছেন।—"ত্রিভুবনস্থ সমস্ত পদার্থই ভগবানের সত্ত্বাতে পরিপূর্ণ, এবং তচ্চৈতন্যে পরিব্যাপ্ত। অতএব ভগবান্ জীবদিগকে ভোগ জন্য যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই উপভোগ করা কর্ত্তব্য। স্বার্থপর হইয়া অপরের ধন কামনা করিবেনা।

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যচিদ্ধনং॥

ভাগবত মাহাত্ম্যে ভগবানের সহিত যে সম্বন্ধ,—অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব, চতুঃশ্লোকীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার ভগবান্—সম্বন্ধ, এবং তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত যে সাধন, তাহা—অভিধেয়; আর সাধনের যে ফল তাহা—প্রেম-প্রয়োজন নামে অভিহিত। যথা,—চরিতামৃতে।

ভাগবতে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন। চতুঃশ্লোকীতে প্রকটতার করিয়াছে লক্ষণ॥
আমি সম্বন্ধতত্ত্ব আমার জ্ঞানবিজ্ঞান। আমা পাইতে সাধনভক্তি অভিধেয় নাম॥
সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন। সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন॥
যৈছে আমার স্বরূপ, যৈছে আমার স্থিতি। যৈছে আমার কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি॥
সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যময় আমি হইয়ে। প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে॥

দৃষ্টি করি তার মধ্যে আসিত বসিয়ে। প্রপঞ্চ যে দেখ সব সেও আমি হইয়ে॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে। প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে॥

অতএব শ্লোকে যে,"অহমেব," "অহমেব" তিনবার নির্দ্ধারণ আছে,তদ্দারা পূর্ণৈশ্বর্য্যবান ভগবানের বিগ্রহকেই লক্ষ্য ও নির্দ্ধারণ করে। যাহারা ভগবানের বিগ্রহ অস্বীকার করে, তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিবার জন্য,এই "অহমেব" শব্দ তিনবার উচ্চারিত হইয়াছে। যেমন সূর্য্যালোকের নিকট অন্য আলোক কিরণ বিস্তার করিতে পারে না, তেমন ভগবানের প্রকাশ হৃদয়ে অনুভব করিতে না পারিলে, তাঁহার স্বরূপও বুঝা যায় না। কিন্তু যখন ভগবানের অনুগ্রহে মায়া দূরীকৃত হয়, জীব তখনই তাঁহার সত্বার অনুভব করিয়া কৃতার্থ হয়। যথা।—চরিতামৃতে।

অতএব ভাগবতে এই নিত্য কয়। সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনময়॥
অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থ রূপ। নিজ কৃত সূত্রের নিজ ভাষ্য রূপ॥
গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন। সত্যং পরং ধীমহি সাধনে প্রয়োজন॥

যিনি অন্বয় ব্যতিরেকী কারণ যোগে কার্য্যসমূহে বর্ত্তমান থাকায় এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃ জ্ঞান-সিদ্ধ; যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে দেবগণেরও মোহকরী বেদত্রয় প্রকাশ করিয়াছেন; আর যেমন তেজ, জল ও মৃত্তিকার বিনিময়ে দ্রব্যান্তরের ভ্রম জন্মে, তেমন সত্ব, রজঃ ও তমোগুণাক্রান্তা মায়া মিথ্যা হইয়াও যাঁহার সত্বায় সত্য রূপে প্রতিভাত হয়, সেই সত্যস্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরকে আমি ধ্যান করি। যথা।—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

এই ভাগবতে মানবগণের পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-কিরূপ? ফলাভিসন্ধি রহিত। অর্থাৎ নিষ্কাম, নিষ্কপট ও মাৎসর্য্য হীন সাধু ব্যক্তিদিগের অনুষ্ঠেয় পরম ধর্ম্ম। আর ইহাদ্বারা জীবের ত্রিতাপ, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয় বিনষ্ট হইয়া মঙ্গল দান করে। এই গ্রন্থ কাহার কৃত? স্বয়ং নারায়ণ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব এমন অলৌকিক গ্রন্থ থাকিতে অন্য শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন

কি? এই ভাগবত শ্রবণাকাঙ্ক্ষী পুণ্যাত্মা মানবগণের ভাগবত শ্রবণ সময়ে ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের হৃদয়ে স্থির ভাবে অধিষ্ঠান করেন। অতএব সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্ঠা ভাবে একাগ্র হইয়া ইহা শ্রবণ বা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ভুক্তি মুক্তি কামী জীবের ইহাতে অধিকার নাই। যথা।—

> ধর্ম্মঃ প্রোজ্‌ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
> বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
> শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ,
> সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্রকৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥

হে রসিকগণ! হে ভাবুকগণ! নিগম কল্পপাদপের ফল স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের পরানন্দ প্রদ রস আমোক্ষ পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত পান কর। এই ফল শুকদেবের বদন হইতে নির্গত হইয়া, অখণ্ড ভাবে পৃথিবীতে নিপতিত হইয়াছে। যথা।—

> নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং, শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতং।
> পিবত ভাগবতং রসমালয়ং, মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥

যাহা শ্রবণ করিয়া সৌনকাদি ঋষিগণ সূতকে বলিয়াছিলেন, হে সূত! পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির চরিত শ্রবণ করিয়া আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। কারণ, ভগবানের চরিত রসজ্ঞদিগের পক্ষে মধু হইতেও সুমধুর। যথা।—

> বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ শ্লোকবিক্রমে।
> যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥

এই ভাগবতের যে অর্থ, ব্রহ্ম সূত্রেরও সেই অর্থ। ইহা মহাভারতের অর্থ-নির্ণায়ক অভিধান এবং গায়ত্রীর ভাষ্য স্বরূপ। ইহা দ্বারা বেদার্থ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। যথা—

> অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
> গায়ত্রী ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে গ্রথিত। ইহাতে সমগ্র বেদ ও পুরাণের সার ভাগ সংগৃহীত আছে। ফলতঃ অখিল বেদান্তের সার-সংগ্রহই ভাগবত নামে অভিহিত। যাহারা ভাগবতের রসামৃত পান করিয়াছে, তাহাদের আর অন্য রস আস্বাদনের প্রবৃত্তি হয় না। যথা—

> গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ, সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং।
> সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে, তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ভাস্কর, কি রূপে ভারতাকাশে উদিত হইয়াছিলেন,—

বলিতেছি, শ্রবণ কর। কোনও সময় যজ্ঞ-প্রবৃত্ত ঋষিগণ সূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে সূত! ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা যোগেশ্বর হরি, নিত্যধামে প্রস্থান করিলে, ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হইলেন, তাহা আমাদিগকে বল? যথা—

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মনি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ॥

সূত বলিলেন, ভগবান্ কৃষ্ণ ধর্ম্ম-জ্ঞানাদি সহ স্বধামে (গোলোকে) প্রস্থান করিলে, যখন কলিতে মানবগণের জ্ঞাননেত্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, তখন তাস্কর রূপ এই মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত উদয় হইলেন। যথা—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

পূর্ব্বে কৃষ্ণ পক্ষে ষষ্ঠি অর্থ শুনিয়াছ। এক্ষণে ভাগবতার্থ রূপ আর একটী অর্থ শুনাইলাম, সাকুল্যে এই একষষ্ঠি অর্থ নিষ্পন্ন হইল। সার্ব্বভৌম বহু কষ্টে আত্মারাম শ্লোকের নববিধ অর্থ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাতে আর এমন কোন শব্দ বা ভাব নাই, যাহাতে ঐ শ্লোকের আর অর্থ নিষ্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখে একষষ্ঠি বিধ অর্থ শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া নীরব হইলেন। অতঃপর সনাতন প্রমুখ বিজ্ঞভক্তগণ, গৌরাঙ্গকে স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন। যথা চরিতামৃতে—

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া। স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্র-নন্দন। তোমার নিশ্বাসে বেদ হয় প্রবর্ত্তন॥
তুমি বক্তা ভাগবতে তুমি জান অর্থ। তোমা বিনা অর্থ জানিতে নাহিক সমর্থ॥

পাঠক! শ্রীগৌরাঙ্গের পাণ্ডিত্য অনুভব করুন। এই ক্ষুদ্র শ্লোকটী তিনি যেরূপ ইচ্ছা মতে (কুম্ভকারের হস্তে মৃত্তিকার ন্যায়) নানা অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেরূপ ব্যাখ্যা করা, বা ইহার একটী ব্যাখ্যা অন্যায় কি যুক্তি বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করা, বর্ত্তমানের মহামহোপাধ্যায় উপাধি-ধারী দিগ্‌গজগণেরও অসাধ্য। অতএব এমন মহাপণ্ডিতকে রামকৃষ্ণাদির আসনে আসীন করিলে, দেশীয় মহাপুরুষের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হয়। আমরা নিতান্তই হতভাগ্য; তাই আজ্‌ও বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী মহাপুরুষকে আদর করিতে পশ্চাদ্‌পদ রহিয়াছি।

ইতি আত্মারামশ্লোকার্থ।

প্রতিপক্ষ পণ্ডিতদ্বয়ের পরিচয়।

স্থান।—কাশীধাম, শঙ্কর মঠে—দশসহস্র সন্ন্যাসী পরিবেষ্টিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমসহ
স্বামী প্রকাশানন্দসরস্বতী। আর সনাতন প্রমুখ ভক্ত ত্রয়
বেষ্টিত জগন্নারায়ণরূপী শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে দুই জন ভারত বিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত বেদান্ত বিচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের পরিচয় পাঠকদিগের জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক বিধায় সংক্ষেপে তাঁহাদিগের বিষয় লিখিত হইল।

১। স্বামী প্রকাশানন্দ সরস্বতী। ইনি শঙ্করাচার্য্য মঠের অধঃস্তন সপ্তম অধিকারী। বয়স সত্তর বৎসরের ঊর্দ্ধ। সমগ্র ভারতে ইহাঁ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা ইহাঁর সমকক্ষ বেদজ্ঞ পণ্ডিত তখন কেহই ছিলেন না। ভারতে ইনিই একমাত্র অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। কাশীতে দশ সহস্র শিষ্যকে বেদ বেদান্ত পড়াইতেন। ইহাঁর সম্বন্ধে নৃসিংহ মহান্তের শিষ্য প্রানন্দি লিখিয়াছেন।—"জগতের একমাত্র পরিব্রাজক শ্রেষ্ঠ প্রকাশানন্দ সরস্বতী, বেদ, বেদান্ত, তর্ক, সাংখ্য, অলঙ্কার, কাব্য, নাটক, জ্যোতিষ ইত্যাদির সিদ্ধান্ত বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা দ্বারা অসংখ্য শিষ্যগণের মুখ প্রসন্ন করিতেন।" ইনি কৌপীন পরিধান, মৃত্তিকা শয়ন এবং প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যৎসামান্ত আহার করিয়া দিবানিশি বেদের চর্চ্চা করিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ইহার কএক বৎসর অগ্রে দাক্ষিণাত্যে যাইয়া, স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে স্বমতাবলম্বী ও নিজ ভক্ত করেন। স্বামী এই অপমানে ঈর্ষাযুক্ত হইয়া গৌরাঙ্গকে উপহাস করতঃ এই শ্লোকটী প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথা,—

যত্রাস্তে মণিকর্ণিকা মলহরা স্বর্দীর্ঘিকাদীর্ঘিকা,
রত্নস্তারকমোক্ষদং তনুভৃতে শম্ভুঃ স্বয়ং যচ্ছতি।
এতস্মদ্ভুতধামতঃ সুরপুরোনির্ব্বাণমার্গস্থিতং
মূঢ়োহন্যত্র মরীচিকাসু পশুবৎ প্রত্যাশয়া ধাবতি॥

যথায় মণিকর্ণিকা ও পাপহারিণী ভাগীরথী গঙ্গা, যথায় মহাদেব স্বয়ং দেবগণের অগ্রবর্ত্তী নির্ব্বাণ-পথস্থিত মোক্ষপ্রদ 'তারকব্রহ্ম নামরূপ মন্ত্র দান করেন, মূর্খেরা এমন প্রকৃষ্ট মন্ত্র ত্যাগ করিয়া পশুগণ যেমন মরীচিকাভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ [নব পণ্ডিতও] মোক্ষাশয়ে অন্যত্র ধাবিত হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্লোক পাইয়া যদিও দুঃখিত হইলেন, তথাপি সম্মান সহকারে এই প্রত্যুত্তর শ্লোকটী স্বামী সকাশে লিখিয়া পাঠাইলেন। যথা।—

> ঘর্ম্মাম্ভো মণিকর্ণিকা ভগবতঃ পাদাম্বু ভাগীরথী,
>
> কাশীনাম্পতিরর্দ্ধমেব ভজতে শ্রীবিশ্বনাথ স্বয়ম্।
>
> এতস্যৈব হি নাম শম্ভু নগরে নিস্তারকং তারকং,
>
> তস্মাৎ কৃষ্ণপদাম্বুজং ভজ সখে শ্রীপাদ নির্ব্বাণদং॥

মণিকর্ণিকা ভগবানের ঘর্ম্ম জল ও ভাগীরথী ভগবানের পাদোদ্ভূত জল। ইহাতে কাশীপতি বিশ্বেশ্বর মগ্ন হইয়া ভগবানের আরাধনা করিতেন। শিব-নগরী কাশীতে সেই ভগবানের নাম—নিস্তারক তারক। অতএব হে সখে! সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বাণপ্রদ শ্রীচরণারবিন্দ অর্চ্চনা কর।

• ২। বাসুদেব সার্ব্বভৌম। ইনি নবদ্বীপস্থ প্রধান পণ্ডিত মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। বাচস্পতির জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং শ্রীগৌরাঙ্গের জনক জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের সতীর্থ ও সমপাঠী। সুতরাং গৌরাঙ্গের পিতৃবন্ধু, ও পিতৃতুল্য মাননীয় তাহার সন্দেহ নাই।

সার্ব্বভৌম গুরু রামভদ্র ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু অধ্যাপকের ন্যায়গ্রন্থ না থাকায়, এবং সুবিরত প্রযুক্ত ন্যায়সূত্রের পাঠ পরিশুদ্ধ হইত না বলিয়া পদে পদে পাঠ স্খলন হইত। বাসুদেব পাঠের এই রূপ অসুবিধা দেখিয়া ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিতে মিথিলায় গমন করিলেন। এবং কতিপয় বৎসরের মধ্যে সুবৃহৎ ন্যায়সূত্র গুলি কণ্ঠস্থ করিয়া তথা হইতেই বেদ পাঠার্থ কাশীধাম গমন করেন। তথায় পাণিনি ও বেদাঙ্গ সহ চতুর্ব্বেদ পাঠ সমাপ্ত করতঃ নবদ্বীপে আগমন করেন। এবং আসিয়াই সর্ব্ব প্রথমে ন্যায়সূত্র গুলিকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময়ে ইহাঁ দ্বারাই ন্যায়ের চতুষ্পাঠী নবদ্বীপে প্রথমে স্থাপিত হইল। ও দিকে মিথিলার যে প্রাধান্য ছিল, তাহা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। ইনি নবদ্বীপে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী খুলিয়া রঘুনাথ, ভবানন্দ এবং অন্যান্য শিষ্যদিগকে ন্যায় পড়াইতে লাগিলেন। ইহাঁরই শিষ্য ভারত বিখ্যাত অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক দিধীতির গ্রন্থকার, রঘুনাথ শিরোমণি। এই দিধীতির তুল্য ন্যায়ের গ্রন্থ ভারতবর্ষে আর নাই। এবং রঘুনাথের তুল্য অদ্বিতীয় নৈয়ায়িকও কাহকে হয় নাই, হইবে যে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। যাঁহার শিষ্য এমন, ভারত বিখ্যাত অদ্বিতীয় পণ্ডিত,

তাঁহার গুরু এই সর্ব্বভৌম কিরূপ পণ্ডিত ছিলেন, পাঠকেরা অনুমানেই বুঝিতে পারিবেন। ন্যায়ের চতুষ্পাঠী নবদ্বীপে স্থাপিত হইবার কয়েক বৎসর পরে, উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা প্রতাপরুদ্র গজপতি, সার্ব্বভৌমের পাণ্ডিত্য ও যশঃ শ্রবণ করিয়া সমাদর পূর্ব্বক বহু বৃত্তি দিয়া, উড়িষ্যার প্রধান পণ্ডিত পদে বরণ করতঃ পুরীতে স্থাপন করেন। সার্ব্বভৌম পুরীতে আসিয়া শিষ্য ও দণ্ডীদিগকে বেদ, বেদান্ত ও ন্যায়শাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করাইতে ছিলেন। এমন দুই জন ভারত বিখ্যাত অদ্বিতীয় পণ্ডিতের সহিত সপ্ত-বিংশবর্ষীয় সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গের বেদান্ত বিচার নিয়ে আরম্ভ হইল। এই বিচারটী চরিতামৃতে অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা উহার সূত্রানু-সারে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ করিয়া এবং ইহাতে বেদান্তসূত্র বসাইয়া তর্ক-প্রণালী মতে বিবৃত করিলাম মাত্র। বলা বাহুল্য, ইহাতে আমাদিগের স্বকপোলি কল্পিত মত কিছুই নাই। কৃপাময় পাঠকগণ অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোক প্রেরণের কয়েক বৎসর পরে, যখন গৌরাঙ্গ কাশীধামে যাইয়া তপন মিশ্রের বাটীতে বাস করেন, তখন মহারাষ্ট্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণ কাশীস্থ সমস্ত সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, সুতরাং তিনিও "হরেকৃষ্ণ! হরেকৃষ্ণ!" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সনাতন প্রভৃতি কতিপয় ভক্তের সহিত সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরাঙ্গ সভায় আসিলে সকলে সস্পৃহ লোচনে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—যে সাড়ে চারি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, গৌরবর্ণ একটি যুবা সন্ন্যাসী মন্থর গতিতে অবনত মুখে আগমন করিতেছেন। শ্রীমুখের এমন কমনীয় ভাব যেন, বালিকার মুখ বলিয়া ভ্রম হয়। প্রসন্ন বদন, প্রশস্ত ললাট, চক্ষু দুটী যেন প্রস্ফুটিত নীলারবিন্দ তুল্য। গৌরাঙ্গ সভায় আসিয়া পাদ প্রক্ষালন করতঃ সন্ন্যাসীগণের মধ্যে না বসিয়া পাদ-প্রক্ষালন স্থানেই উপবিষ্ট হইলেন। তখন প্রকাশানন্দস্বামী গৌরাঙ্গকে ঐরূপ অপবিত্র স্থানে বসিতে দেখিয়া স্বয়ং উঠিয়া গৌরাঙ্গের নিকট যাইয়া বলি-লেন, "শ্রীপাদ! সভায় মধ্যে আগমন করুন, অপবিত্র স্থানে কেন?" এই কথা বলিয়া মহানুভবস্বামী গৌরাঙ্গের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সভায় মধ্যস্থলে আনিয়া বসাইলেন, এবং কিছু কাল সাম্প্রদায়িক আলাপাদির পরে বেদান্ত ও শঙ্করাচার্য্য কৃত শারীরক ভাষ্যের গুণ বর্ণন করিতে লাগিলেন।

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ বিচার।

শাঙ্করভাষ্যের মায়াবাদ খণ্ডন।

স্বামী প্রকাশানন্দ সরস্বতী।—শ্রীপাদ! ভগবান্ বেদব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র ও শারীরক ভাষ্য রচনা করিয়া অখিল ভূমণ্ডলের উপকার করিয়া গিয়াছেন। আর দ্বৈতবাদ প্রত্যাখ্যান করতঃ অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া "ব্রহ্মই জগতের কারণ" তদ্ব্যতীরিক্ত অন্য কোন "আদি কারণ" নাই, তিনি "নিত্য" ও সকলের "অর্চ্চনীয়" ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

গৌরাঙ্গ।—ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়া অখিল ভূমণ্ডলের উপকার করিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে যে, সূত্রের অভিপ্রায় প্রকৃত রূপে ব্যক্ত করেন নাই, তাহাও নিশ্চয়। সূত্র এবং সূত্রের ভাষ্যে যে প্রভেদ আছে, এবং সেই ভাষ্য যে ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ তাহাও আমাদের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য।

স্বামী।—তবে কি শাঙ্কর ভাষ্য প্রমাণ নহে? দেখুন, শঙ্করাচার্য্যের কেমন দৈববুদ্ধি। তিনি ব্রহ্মসূত্রের মর্ম্মাবধারণপূর্ব্বক যে সূত্রের যে অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভ্রম প্রমাদাদি থাকিবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ন্যূনাতিরেক করা কাহার সাধ্য? যদিও শঙ্করাচার্য্য মহর্ষিবৃন্দের মধ্যে নিত্য আপ্ত নহেন, তথাপি সাক্ষাৎ—শঙ্করাবতার। যথা।—শঙ্কর দিগ্বিজয়ের উক্তি।

যতীন্দ্রঃ শঙ্করো নাম্না ভবিষ্যামি মহীতলে। অপিচ—শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ।

শ্রীপাদ! বেদান্ত বাক্য রূপ জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধীয় বেদবাণী রূপা পুষ্প গ্রন্থনের জন্যই ব্রহ্মসূত্র সকল প্রবৃত্ত হয়, যুক্তি বা অনুমান গ্রন্থনের জন্য নহে।

বেদান্তবাক্যকুসুমগ্রথনার্থত্বাৎ সূত্রাণাং,
বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রৈরুদাহৃত্য বিচার্য্যন্তে।

বেদান্তের উদ্দেশ্য এই যে, জীবকে তাহার স্বীয় হৃদয়ে জীবের নিজ সত্ত্বা অপেক্ষাও প্রত্যক্ষতর রূপে ব্রহ্ম-সত্ত্বা অনুভব করাইয়া সংসারের অপ্রত্যক্ষত্ব প্রতিপাদন করা। বেদান্ত যদিও দৃঢ়তর রূপে জগজ্জন্মাদি কারণবাদী, তথাপি তদবিরোধী তর্ক ও অনুমানাদিকেও লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যথা—

বাক্যার্থ বিচারণাধ্যবসান নির্বৃত্তা হি ব্রহ্মাবগতির্নানুমানাদি প্রমাণান্তর নির্বৃত্তা।

অপিচ।—শ্রুত্যৈব চ সহায়ত্বেন তর্কস্যাপ্যভ্যুপেতত্বাৎ।

দেখুন, চিত্ত-শুদ্ধিই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার হেতু। চিত্ত-শুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার অপেক্ষিত নহে। তাই, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার বিষয়—"তস্মাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতব্য"। অতএব সাধন সম্পত্তিরূপ চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার হেতু।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ১ম সূত্র।

"অতঃ" শব্দের অর্থ,—হেতু। কিসের হেতু? না, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার—হেতু। অতএব চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার হেতু। আর "জ্ঞাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা" অর্থে জ্ঞানের ইচ্ছাকে বুঝায়। অর্থাৎ মনুষ্যেরা সর্ব্বত্যাগী হইয়া কি জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক হয়? না, মানবীয় আত্মা সংসারের সুখে তৃপ্ত হয় না। যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী মৈত্রেয়ী বলিয়াছিলেন,—"যে ধনের দ্বারা মুক্তি কি অমৃতত্ব লাভ হইবে না, সে ধন দিয়া আমি কি করিব? অতএব মুক্তির সাধন যাহা আপনি জানেন আমাকে তাহাই বলুন।" যথা—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং। যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি॥

অতএব দ্বিতীয় সূত্রে,—যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ হইতে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগতের স্থিতি, ভঙ্গ ও লয় হইয়া থাকে; তিনিই,—ব্রহ্ম। যথা।—

জন্মাদ্যস্য যতঃ। ২য় সূত্র।

যাঁহা হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, যাঁহা দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয়ে যাঁহাতে লীন হয়, তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।

এই যে "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব," ইহার অর্থ "বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছস্ব" অর্থাৎ তাঁহাকে বিশেষ রূপে হৃদয়ের সহিত জানিতে ইচ্ছা কর, সামান্য ভাবে জানিলে তাঁহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

এই ২য় সূত্র দ্বারা ভগবান্ বেদব্যাস, ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই পরিষ্কার রূপে দেখাইয়াছেন। অতঃপর ৩য় সূত্র দ্বারা ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জগৎকারণ ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞান-প্রকাশক ঋক্‌যজুরাদি বেদত্রয়ের যোনি। অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান। সুতরাং বেদ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি যথাবৎ স্বরূপের জ্ঞাপক। অথবা অর্থান্তরে, শাস্ত্রই ব্রহ্মের যোনি। অর্থাৎ জ্ঞাপক। কেননা বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে।—

অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ।

পূর্ব্বোক্ত সূত্রের ভাষ্যে পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন। যথা—

"মহতঃ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রস্য অনেকবিদ্যাস্থানোপবৃংহিতস্য প্রদীপবৎ সর্ব্বার্থাবদ্যোতিনঃ সর্ব্বজ্ঞকল্পস্য যোনিঃ কারণং ব্রহ্ম। নহীদৃশস্য শাস্ত্রস্য ঋগ্বেদাদি লক্ষণস্য সর্ব্বজ্ঞ গুণান্বিতস্য সর্ব্বজ্ঞাদন্যতঃ সম্ভবোঽস্তি।"

অর্থাৎ মহৎ ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের প্রদীপের স্থায় সর্ব্বার্থভাসকতা শক্তি দৃষ্ট হয়। ইহা বিবিধ বিদ্যা দ্বারা বর্দ্ধিত এবং সর্ব্বজ্ঞকল্প। সুতরাং ঈদৃশ শাস্ত্রের সর্ব্বজ্ঞ গুণ বিশিষ্ট সর্ব্ববিৎ ঈশ্বর ব্যতীত অন্ত প্রণেতা কি সম্ভবে? অতএব বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ও ব্রহ্ম কার্য্য।

বেদেতে উক্ত হইয়াছে যে, ঋক্, যজু ইত্যাদি বেদত্রয় সেই মহান্ পরব্রহ্ম হইতে নিশ্বাসের স্থায় অবলীলাক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহাতে পরব্রহ্ম সেই সকল বেদ রচনা করিয়াছেন কি না, এই সকল সংশয় উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ ইহা নির্দ্ধারিত হয় যে, পরব্রহ্ম বেদ সকলের কর্ত্তা নহেন; যেহেতু শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বেদের নিত্যত্ব উক্ত হইয়াছে। ইহার উত্তরে।—

শাস্ত্র যোনিত্বাৎ। ৩য় সূত্র।

সূত্রে, এই সিদ্ধান্ত হয় যে, অর্থ বোধ না করিয়া কেবল নিশ্বাসের স্থায় অপ্রযত্নে উৎপত্তি হেতু এবং প্রতিকল্পে সমান ভাবে উচ্চারণ বশতঃ প্রবাহরূপে নিত্যপ্রযুক্ত বেদ সকল পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ইহা সিদ্ধ। অতএব সমুদায় জগতের ব্যবস্থাসম্পাদক বেদের কারণ হেতু পরব্রহ্মেরও সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হইল।

অতএব বেদান্তদর্শন মতে বেদ ব্রহ্মকার্য্য। তৎপরে, সেই ব্রহ্ম কে? ইহা বেদান্তদর্শন এই রূপে মীমাংসা করিয়াছেন। যথা—

"অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্যানেক কর্তৃভোক্তৃ সংযুক্তস্য প্রতিনিয়ত দেশকাল-নিমিত্ত ক্রিয়াফলাশ্রয়স্য মনসাপ্যচিন্ত্যরচনা রূপস্য জন্ম স্থিতি ভঙ্গং যতঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ কারণাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি বাক্য শেষঃ।" শাঙ্কর ভাষ্য।

অর্থাৎ নাম রূপ দ্বারা প্রকাশিত, অনেক কর্তৃ ভোক্তৃ সংযুক্ত, প্রতি-নিয়ত দেশ কাল নিমিত্ত ও ক্রিয়াফলের আশ্রয়, অচিন্ত্য রচনা রূপ এই জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ, যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমানের সর্ব্বজ্ঞ কারণ হইতে সম্পন্ন হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম। আবার—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই ব্রহ্ম।

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং সর্ব্বং ব্রহ্মশ্চরাচর। অপিচ,—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

বেদান্ত সূত্রের শাঙ্করভাষ্য মতে এক মাত্র ঈশ্বর সত্য, আর সকলই অবিদ্যা বা মায়া। এই সৃষ্টি সেই অবিদ্যা প্রপঞ্চ মাত্র। জরা, মরণ ও সুখ দুঃখাদি সকলই সেই অবিদ্যা জনিত, সমস্তই মায়া দ্বারা রচিত ও এই অনন্ত জগৎ যেন প্রপঞ্চে পরিপূরিত। যথা।—

"ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।" অপিচ।—স্বমায়া রচিতং বিশ্বম্॥

এই জগৎ ও জগতীস্থ সমস্ত পদার্থই মায়া, এবং জগৎ ও অবিদ্যা দ্বারা সৃষ্ট।

ইহাই আচার্য্য কৃত ভাষ্যের মুখ্য তাৎপর্য্য। স্বামী প্রকাশানন্দ এই রূপে বেদান্ত ও শাঙ্কর ভাষ্যের গুণ কীর্ত্তন করিয়া গৌরাঙ্গকে বলিলেন,—আপনি এ সকল ব্রহ্মজ্ঞান মূলক শাস্ত্রালোচনা ত্যাগ করিয়া ভাবুকের সহিত মিশিয়া ভাবকালী করিয়া নর্ত্তন কীর্ত্তন করেন, ইহা কি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য ?

শ্রীগৌরাঙ্গ স্বামীর বর্ণিত—শাঙ্কর ভাষ্যে (১) দোষ দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন।—বেদান্ত সূত্র(২) ব্রহ্ম বাক্য। ব্যাসরূপী নারায়ণ স্বয়ং উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (ব্যাস নারায়ণঃ স্বয়ম্) সুতরাং ব্রহ্ম বাক্যে ভ্রম,(৩) প্রমাদ(৪) বিপ্রলিপ্সা, (৫) করণাপাটব (৬) প্রভৃতি দোষ থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম-সূত্র উপনিষদের সহিত এক যোগে যে তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তাহাই মহাতত্ত্ব রূপ মুখ্যাবৃত্তি(৭)। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর, ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্যে গৌণীবৃত্তি(৮) ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মসূত্রকে অধঃকৃত করিয়াছেন। সূত্রের অর্থ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, কিন্তু আচার্য্য কৃত ব্যাখ্যা শুনিয়া মনোকষ্ট পাইতেছি। সূত্রের অর্থ ভাষ্য দ্বারা বিশদরূপে প্রকাশ হয়, ইহাই ভাষ্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু আচার্য্যের ভাষ্যে সূত্রার্থ প্রকাশ না হইয়া, বরং সূত্রকে আরও জটিল করিয়াছে। তোমরাও সূত্রের মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা না করিয়া কল্পিত অর্থ দ্বারা সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাক। উপনিষদের যাহা মুখ্যার্থ ; ব্যাস সূত্রেরও তাহাই মুখ্যার্থ। কিন্তু তোমরা মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ কল্পনা, এবং অভিধাবৃত্তি(৯) ছাড়িয়া শব্দের লক্ষণা(১০) করিয়াছ। প্রমাণের মধ্যে শ্রুতিই (১১) প্রধান প্রমাণ।

---

(১) ব্যাস প্রণীত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের শঙ্করাচার্য্যকৃত যে ব্যাখ্যা। যাহাতে সূত্রস্থ পদ লইয়া সূত্রানুযায়ী বচন দ্বারা সূত্রস্থ পদ সকলকে বর্ণন করা যায়, তাহার নাম ভাষ্য।

(২) যাহা স্বল্পাক্ষর, সন্দেহবিশিষ্ট পদ শূন্য, অসারতাহীন, সমস্ত অমোক্ষ্যগামী, সর্ব্বপ্রকার ত্রুটীহীন ও অনিন্দনীয় তাহাকে সূত্র বলে।

(৩) এক বস্তুতে অন্য বস্তুর যে জ্ঞান তাহার নাম ভ্রম।

(৪) লক্ষ্যবস্তুতে অমনোযোগীতার নাম প্রমাদ।

(৫) অন্য বিষয়ে চিত্তবিক্ষেপকে বিপ্রলিপ্সা কহে।

(৬) ইন্দ্রিয়ের অপটুতাকে করণাপাটব কহে।

(৭) শব্দ শ্রুতিমাত্র সহজে অর্থ বোধ করার নাম মুখ্যাবৃত্তি।

(৮) প্রকৃতার্থ ত্যাগ করিয়া কষ্টে অর্থ যোজনা করাকে গৌণীবৃত্তি কহে।

(৯) শব্দোচ্চারণ মাত্র সহজে যে অর্থ বোধ হয় তাহার নাম অভিধা।

(১০) শব্দের মুখ্যার্থ প্রতীতি হইলে পর, যে বৃত্তি দ্বারা মুখ্যার্থ বিশিষ্ট অপর একটী অর্থ বোধ হয়, প্রসিদ্ধি ও প্রয়োজন বশতঃ তাহাকে লক্ষণা বলে।

(১১) বেদরচনা মাত্রকেই শ্রুতি বলে।

(শ্রুতিরেব গরীয়সী) সেই শ্রুতি যে শব্দের যে অর্থ করেন, তাহাই প্রামাণিক। শ্রুতির মতে জীবের অস্থি ও বিষ্ঠা; শঙ্খ ও গোময় মহাপবিত্র বস্তু। স্বতঃপ্রমাণ বেদ (১২) যাহা বলেন, তাহাই যথার্থ ও প্রামাণিক। কিন্তু শব্দের লক্ষণা করিলে বেদের প্রামাণ্যের হানি জন্মে। ব্যাসের সূত্রার্থ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, কিন্তু আচার্য্যের স্বকপোলকল্পিত ভাষ্যরূপ মেঘে উহা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য, ভাষ্যে সূত্র ও সূত্রের অর্থ দৃষ্ট হয় না।

বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়া তাহাতে পরিণামবাদ (১৩) স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য, "ব্যাস ভ্রান্ত" বলিয়া "পরিণামবাদে ঈশ্বর বিকার প্রাপ্ত হয়েন" এরূপ দোষ দেখাইয়া স্বয়ং বিবর্ত্তবাদ(১৪) স্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে পরিণামবাদই প্রামাণিক মত। দেহাত্মবুদ্ধি(অহং ব্রহ্ম) এই যে বিবর্ত্তবাদ, উহা নিতান্তই জগতের অহিতকারী। মায়ামুগ্ধজীবের ত্রাণের নিমিত্ত কৃপাবান ব্যাস, ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, আর আচার্য্য, সেই সূত্রের মায়াবাদী ভাষ্য রচনা করিয়া স্বমতাবলম্বীদিগকে প্রতারণা, এবং মায়ামুগ্ধজীবকে নিরয়ের পথে আকর্ষণ করিতেছেন। রামানুজের উক্তি।—

সূত্রস্য ভাষ্যং পৃথগেবকৃত্বা প্রতারয়ন্তিং স্বমতান্ প্রপন্নান্।

অচিন্ত্যশক্তি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর, ইচ্ছা পূর্ব্বক জগদ্রূপে পরিণত হইয়া অবিকৃত থাকিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যেমন প্রাকৃত চিন্তামণি-

---

(১২) অপৌরুষেয়। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রণীত।

(১৩) বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তিকে পরিণাম কহে। আর যে পদার্থের অবস্থান্তর হইয়া সেই বস্তু হইতে অপর বস্তু উৎপন্ন হয়, সেই পদার্থই সেই উৎপন্ন বস্তুর পরিণামী উপাদান-কারণ। যেমন—স্বর্ণের পরিণাম কুণ্ডল, আবার কুণ্ডলের পরিণামী উপাদান স্বর্ণ। মৃত্তিকার পরিণাম ঘট, আবার ঘটের পরিণামী উপাদান মৃত্তিকা ইত্যাদি।

(১৪) কোন বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তি না হইলেও অবস্থান্তর প্রাপ্তিবৎ যে অনুমিত হয় তাহার নাম বিবর্ত্ত। আর যে পদার্থে অবস্থান্তর ভাণ হয় তাহার নাম বিবর্ত্ত উপাদান কারণ। যথা, স্থাণুতে মনুষ্য জ্ঞান, রজ্জুতে সর্প জ্ঞান। রজ্জু বা স্থাণু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না। বস্তুতঃ রজ্জু রজ্জু, স্থাণু স্থাণুই থাকে, তথাপি আমাদিগের রজ্জুতে সর্প ও স্থাণুতে মনুষ্য জ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব ঐ রজ্জু ও স্থাণুই সর্প ও মনুষ্য জ্ঞানের বিবর্ত্ত উপাদান কারণ। এইরূপ বিবর্ত্তোপাদান কারণতা নিরাকার বস্তুতেও সম্ভব হয়। যথা—আকাশে মলিনতা দৃষ্ট হয়, বাস্তবিক আকাশ নির্ম্মল হইয়াও, মেঘ ও বাষ্পাদি কারণে মলিন বলিয়া অনুমিত হয়। আকার হীন আকাশ যেমন বিবর্ত্ত কারণ, তেমন নিরাকার ব্রহ্মও এই জগতের বিবর্ত্তোপাদান কারণ রূপে বেদান্ত ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছেন। অথবা ঐন্দ্রজালিকী শক্তি যেমন বাহ্য বস্তুর রূপান্তর কল্পনা করে, তেমন ব্রহ্মের মায়া শক্তিও সেই বিবর্ত্তোপাদান কারণরূপ ব্রহ্মস্বরূপে রূপান্তর কল্পনা করিয়া থাকে।

প্রস্তরও রত্নরাশি প্রসব করিয়া অবিকৃত থাকে। যদি প্রাকৃত বস্তু এরূপ অপ্রাকৃত শক্তিযুক্ত হয়, তবে অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত হইবেন,—ইহা কোন্ বিস্ময়ের বিষয়? মহাবাক্য প্রণব ওঁ বেদের আদি, এবং প্রণব স্বরূপ ঈশ্বর সমস্ত জগতের আশ্রয়। জগতীস্থ সমস্ত বস্তুই ঐ এক মাত্র প্রণবের অনুসন্ধান করে।

তত্ত্বমসি,—তৎ ত্বমসি। ইহা বেদের প্রাদেশিক(১৫) বাক্য মাত্র। কিন্তু আচার্য্য, প্রণব রূপ মহাবাক্যকে আচ্ছাদন করিয়া তত্ত্বমসি বাক্যের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। তিনি আরও বেদের মুখ্যাবৃত্তি ছাড়িয়া লক্ষণাদ্বারা ব্রহ্ম-সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদ স্বতঃই প্রমাণ এবং সমস্ত প্রমাণের শিরোমণি। আচার্য্য লক্ষণা দ্বারা সেই স্বতঃপ্রমাণ বেদের প্রামাণ্য নষ্ট করিয়াছেন। আচার্য্য এই রূপ যে যে স্থলে ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য ও সহজার্থ আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কল্পনাবলে বেদের গৌণার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদ এবং পুরাণে যে, ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়াছেন, তিনি ঈশ্বর-লক্ষণ বিশিষ্ট বৃহদ্বস্তু, এবং ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্। আচার্য্য এমত বৃহদ্বস্তুব্রহ্মকে নিরাকার বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। শ্রুতিগণ যদিও তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ(১৬) ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণন করতঃ প্রকৃত বস্তুর নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বস্তুর স্থাপন করিয়াছেন, তথাপি জীব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, জীব নির্ব্বিশেষ (নিরাকার) ঈশ্বর সম্বন্ধে নিতান্তই জ্ঞানহীন। সুতরাং তিনি উপাস্য নহেন। পক্ষান্তরে যে সমস্ত শ্রুতি নিরাকার ব্রহ্মের বিষয় বর্ণন করিয়া—

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কঠোপনিষদঃ।

ইত্যাদি বিশেষণে নিরাকার ব্রহ্মের বর্ণন করিয়াছেন, সেই শ্রুতিই অন্যত্র,—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥

অপিচ।—পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ঋগ্বেদ ১০ম, মণ্ডল।

এই রূপ সাকার ব্রহ্মেরও রূপ বর্ণ করিয়াছেন। অতএব শ্রুতির উভয় স্থল বিচার পূর্ব্বক দেখিলে, কি আশ্চর্য্য! সবিশেষ অর্থাৎ সাকারব্রহ্মের পক্ষেই প্রচুর প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে।—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং, সা সাঽভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং, প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥

---

(১৫) আংশিক বাক্য। অর্থাৎ খণ্ড।

(১৬) যিনি নির্ব্বিশেষ (নিরাকার) ব্রহ্ম, তাঁহার সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান অতি অল্প, সুতরাং তিনি উপাস্য হইতে পারেন না।

ব্রহ্মমীমাংসার প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থপাদের ত্রয়োবিংশ সূত্রে লিখিত আছে।—ব্রহ্ম প্রকৃতি, অর্থাৎ উপাদান কারণ। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে ইহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার অনুবাদ। যথা—

যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় হইয়া থাকে, তাঁহার নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে এই রূপে সামান্য কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; কিন্তু তিনি "উপাদানকারণ," কি "নিমিত্তকারণ," তাহার কিছুই স্থির করা হয় নাই। ঘট ও কুণ্ডলাদির প্রতি মৃত্তিকা ও সুবর্ণ যেমন উপাদানকারণ; জগতের প্রতি তিনিও কি তেমন উপাদানকারণ? অথবা কুলাল ও স্বর্ণকারাদির ন্যায় নিমিত্তকারণ? কোন্ কারণ, তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলিতে পারেন, যখন প্রত্যক্ষ শ্রুতি-যুক্তি এবং অনুভব দ্বারাও পাওয়া যাইতেছে, তখন ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ ভিন্ন আর কোন কারণই বলা যাইতে পারে না। কেননা তিনি আদৌ "অভিধ্যান" পূর্ব্বক প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন। এই রূপ শ্রুতি তাৎপর্য্যে, "তিনি অভিধ্যান পূর্ব্বক সৃষ্টি করিয়াছেন" বলিয়া তাঁহার নিমিত্তকারণত্ব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে পারে। আর, লোক ব্যবহারেও দেখা যাইতেছে যে, ঘটাদির নিমিত্তকারণ স্বরূপ কুলালাদিরা অভিধ্যান পূর্ব্বকই সৃষ্টি করিয়া থাকে, এবং তদনুসারে তাহারা যাহা যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয়। এক একটী ক্রিয়া নিষ্পত্তির প্রতি অনেক গুলি কর্ত্তা আবশ্যক হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এই লৌকিক যুক্তি আদি কর্ত্তাতে বর্ত্তাইলেও বস্তুতঃ কোনও হানি হইতে পারে না। তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্ব যখন প্রসিদ্ধ আছে, তখন তাঁহার নিমিত্তকারণ হইবার ব্যাঘাত কি? "বৈবস্বত" প্রভৃতি রাজন্যবর্গ যখন কেবল নিমিত্তকারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তখন পরমেশ্বরের নিমিত্তকারণ রূপে গণ্য হওয়া অযুক্ত নহে! বিশেষতঃ উপাদানকারণ ও কার্য্য এতদুভয়ের একরূপতা হওয়াই সম্ভব ও স্বভাব সিদ্ধ। বিবেচনা করিয়া দেখ, এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ যেমন সাবয়ব, অচেতন এবং অপরিশুদ্ধ দেখা যাইতেছে, ইহার উপাদানকারণও তেমন সাবয়ব, অচেতন এবং অপরিশুদ্ধ হইলেই শোভা পায়। কিন্তু ব্রহ্ম তো তাদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত নহেন? তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিষ্পাপ, শান্ত, নিরবদ্য এবং নিরঞ্জন বলিয়া শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

"ব্রহ্ম চ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি লক্ষিতং। তচ্চ লক্ষণং ঘটরুচকাদীনাং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ প্রকৃতিত্বে কুলালসুবর্ণকারাদিবন্নিমিত্তত্বে চ সমানমিত্যতো ভবতি বিমর্শঃ কিমাত্মকং পুন-

ব্রহ্মণঃ কারণত্বং স্যাদিতি। তত্র নিমিত্তকারণমেব তাবৎ স্যাদিতি প্রতিভাতি। কস্মাৎ, ঈক্ষাপূর্ব্বককর্ত্তৃত্বশ্রবণাৎ। ঈক্ষাপূর্ব্বকং হি ব্রহ্মণঃ কর্ত্তৃত্বমবগম্যতে। স ঈক্ষাংচক্রে স প্রাণমসৃজতেত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ ঈক্ষাপূর্ব্বকঞ্চ কর্ত্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষ্বেব কুলালাদিষু দৃষ্টং তদ্বৎ পরমেশ্বরস্যাপি নিমিত্তকারণত্বমেব যুক্তং প্রতিপত্তুং। কার্য্যং চেদং জগৎ সাবয়বমচেতনমশুদ্ধং চ দৃশ্যতে। কারণেনাপি তস্য তাদৃশেনৈব ভবিতব্যং। কার্য্যকারণয়োঃ সারূপ্যদর্শনাৎ। ব্রহ্ম চ নৈবং লক্ষণমবগম্যতে,—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জন"মিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। পারিশেষ্যাদ্ব্রহ্মণোঽন্যদুপাদানকারণমশুদ্ধ্যাদিগুণকং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমভ্যুপগন্তব্যং ব্রহ্মকারণত্বশ্রুতের্নিমিত্তমাত্রে পর্য্যবসানাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ। প্রকৃতিশ্চোপাদানকারণং চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণঞ্চ। ন কেবলং নিমিত্তকারণমেব, কস্মাৎ, প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ। এবং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তৌ শ্রুতৌ নোপরুধ্যেতে। তচ্চোপাদানকারণবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্ভবতি। উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ কার্য্যস্য নিমিত্তকারণাদব্যতিরেকস্তু কার্য্যস্য নাস্তি।"

অতএব স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, প্রস্তাবিত অশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট, স্মৃতি প্রতিপাদিত ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কোনও পদার্থ এই জগতের উপাদান কারণ হইবে। যদি বল, "শ্রুতিতে ব্রহ্মের কারণত্ব নির্দ্দেশ আছে।" তাহার উত্তর, "সেই যে কারণশ্রুতি, তাহা—নিমিত্তকারণ পর।" বরং আমরা এই বলিয়া মীমাংসা করিতে চাই যে,—ব্রহ্মই নিমিত্তকারণ এবং ব্রহ্মই উপাদানকারণ। নচেৎ শ্রুতিগত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়েতেই জলাঞ্জলি দিতে হয়।

অপাদান, করণ ও অধিকরণ। (১৭) এই তিনটী কারক ব্রহ্মের সবিশেষ চিহ্ন। এখন বিবেচনা করা কর্ত্তব্য. যাঁহা হইতে এই ভৌতিক প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং বেদান্ত-সূত্রে ব্যাস যাহাকে উপাদানকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, (পদ অপাদানার্থে প্রযুক্ত হওয়াতে উপাদান কারণ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।) তাহা হইলে, স্থির হইল যে,—ব্রহ্মই উপাদানকারণ। আবার তিনিই যে নিমিত্তকারণ, তাহাও দেখাইতেছি। অন্যান্য বস্তুর যেমন অধিষ্ঠাতা থাকা সম্ভব, ব্রহ্মের সেরূপ অধিষ্ঠাতা কেহ নাই। যখন তিনি অধিষ্ঠাতৃ বিহীন হইলেন, তখন তাঁহাকেই নিমিত্তকারণ বলিব, অথবা নিমিত্তকারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। যেমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি-

---

(১৭) তাৎপর্য্য এই যে অপাদান, করণ ও অধিকরণ এই তিনটী কারক দ্বারা আমরা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব জানিতে পারি। অর্থাৎ যাঁহা হইতে উৎপত্তি হয়, তাঁহাকে অপাদান; যাঁহাতে স্থিত হয়, তাঁহাকে করণ; এবং যাঁহাতে লয় হয়, তাঁহাকে অধিকরণ কারক কহে। মনে করুন, ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই ত্রিবিধ অবস্থা ঘটিতেছে, সুতরাং ব্রহ্মই এই তিন কারক।

উপাদানকারণ, কুলাল স্বর্ণকারাদির অধিষ্ঠান অপেক্ষা করে; জগতে, তেমন উপাদানকারণ স্বরূপ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান অপেক্ষা করে না, কারণ তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় ছিলেন। অতএব স্থির হইল যে, ব্রহ্ম অধিষ্ঠাতৃ বিহীন বলিয়া,—নিমিত্তকারণ, এবং তাঁহার আর স্বতন্ত্র প্রকৃতি নাই বলিয়া তিনি,—উপাদানকারণ। যথা—ব্রহ্মসূত্রের ১ম অধ্যায়, ৪ পাদ, ২৩ সূত্র।—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যত্র জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিরিতি বিশেষ স্মরণাৎ। প্রকৃতি লক্ষণ এবোপাদানে দ্রষ্টব্যা। নিমিত্তত্বন্তু অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদবগন্তব্যং। যথা হি লোকে মৃৎসুবর্ণাদিকং উপাদানকারণং কুলাল সুবর্ণকারাদীনধিষ্ঠাতৃনপেক্ষ্য প্রবর্ত্ততে। নৈবং ব্রহ্মণ উপাদানকারণস্য সতোঽন্যোধিষ্ঠাতাপেক্ষোঽস্তি। প্রাগুৎপত্তেরেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যেব ধারণাৎ অধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবোঽপি প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাদেব চোদিতা বেদিতব্যঃ। অধিষ্ঠাতরি হ্যপাদানাদন্যস্মিন্নভ্যুপগম্যমানেপুনরপ্যেক বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানস্যাসম্ভবাৎ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তোপরোধ এব স্যাৎ। তস্মাদধিষ্ঠাত্রন্তরাভাবাদাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং উপাদানান্তরা ভাবাচ্চ প্রকৃতিত্বং।

ব্রহ্ম যখন বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন প্রাকৃতশক্তিকে অবলোকন করিয়া "অভিধ্যান"পূর্ব্বক চিন্তা করিলেন, "আমি আর একাকী না থাকিয়া বহু হইয়া জন্মাই।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি অভিধ্যান পূর্ব্বক সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আর "বহু হইয়া জন্মাই", ইহার মুখ্যার্থে তাঁহার "জীব বহুল" হইবার ইচ্ছা ব্যতীত আর কি বুঝাইতে পারে? যদি এমন হইল; তবে ব্রহ্ম, আপনার বহুৎপত্তির প্রকৃতি হইবেন; তাহাতে হানি কি? বস্তুতঃ তাঁহার উপাদানত্বে কোন বিঘ্নই নাই। যথা, ব্রহ্মসূত্র, ঐ, ঐ, ঐ।—

অভিধ্যোপদেশাচ্চ। অভিধ্যোপদেশাচ্চাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বপ্রকৃতিত্বে গময়তি "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তদৈক্ষতেতিচ।" তত্রাভিধ্যানপূর্ব্বিকায়াঃ স্বাতন্ত্র্যপ্রবৃত্তেঃ কর্ত্তেতি-গম্যতে। বহুস্যামিতি প্রত্যগাত্মবিষয়ত্বাৎ বহুভবনাভিধ্যানস্য প্রকৃতিরিত্যপি গম্যতে॥

আবার পরিণামাধীন তাঁহার আত্মকৃতিও শ্রুত আছে। ইহাতেও ব্রহ্মকে উপাদানকারণ বলা হইয়াছে। কারণ, ব্রহ্ম প্রকরণের শ্রুতিই আত্মার কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। অর্থাৎ তিনি "আপনাকেই" স্বয়ং করিলেন। এই যে "আপনাকে" এই শব্দ দ্বারা "কর্ম্মত্ব" এবং 'স্বয়ং' করিলেন এই শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব প্রমাণ হইতেছে।

যদি বল কর্ত্তৃত্ব রূপে ব্যবস্থিত পূর্ব্বসিদ্ধ নিত্য বস্তুকে ক্রিয়মান কর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থাপন করা অন্যায়। তদুত্তরে বলিতেছি, 'ব্রহ্ম বিকারে পরিণত হন' একথা বলায় কোন দোষ স্পর্শে না। ফলতঃ আত্মা নিত্য স্বরূপ পূর্ব্বসিদ্ধ থাকিলেও, তিনি বিশিষ্ট বিকার রূপে আপনাকে পরিণামিত করিয়া-

ছিলেন। "স্বয়ং" এই বিশেষণ থাকায় প্রতীতি হইতেছে যে, তাঁহার আর অন্য নিমিত্তকারণের অপেক্ষা নাই। যথা, ব্রহ্মসূত্রে, ঐ ঐ ঐ।—

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ। ইতশ্চ প্রকৃতির্ব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মপ্রক্রিয়ায়াং তদাত্মানং স্বয়মকুরুতেতি আত্মনঃ কর্ম্মত্বং কর্ত্তৃত্বঞ্চ দর্শয়তি। আত্মানমিতি কর্ম্মত্বং স্বয়মকুরুতেতি কর্ত্তৃত্বং কথং পুনঃ পূর্ব্বসিদ্ধস্য সতঃ কর্ত্তৃত্বেন ব্যবস্থিতস্য ক্রিয়মানত্বং শক্যং সম্পাদয়িতুং পরিণামাদিতি ব্রূমঃ। পূর্ব্বসিদ্ধো হি সন্নাত্মাবিশেষেণ বিকারাত্মনা পরিণময়ামাসাত্মানমিতি। বিকারাত্মনাচ পরিণামো মৃদাদ্যাসু প্রকৃতিষূপলব্ধঃ স্বয়মিতি চ বিশেষণান্নিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বমপি প্রতীয়তে।

শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। ৩য় সূত্র।

৩য় সূত্রে,—ব্রহ্ম যোনি স্বরূপ। আচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ, ও জগৎ তৎ স্বরূপ, এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং ব্রহ্মকে ভূতযোনি বলিয়াও বর্ণন করিয়াছেন। এরূপ মীমাংসায় যে, স্রষ্টা সৃষ্টের প্রভেদ থাকে না, তাহা কে না স্বীকার করিবে? যিনি এই অচিন্ত্য রচনা বিশ্বের আদি কারণ, তাঁহাকে জ্ঞানহীন ও অল্প শক্তি সম্পন্ন বলিয়া বর্ণন করা কেমন ধৃষ্টতার কার্য্য। ঈশ্বরাধিষ্ঠান অস্বীকার করিয়া, প্রকৃতি স্বতন্ত্র রূপে জগতের উপাদানকারণ হইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্মাশ্রয় ব্যতীত উহা অজ্ঞান, অচেতন ও জড়পদার্থ মাত্র। যথা, ব্রহ্মসূত্র, ঐ ঐ ঐ।

যোনিশ্চ হি গীয়তে। ইতশ্চ প্রকৃতি ব্রহ্ম যৎকারণং ব্রহ্মযোনিরিত্যপি পঠ্যতে বেদান্তেষু। যোনি শব্দশ্চ প্রকৃতি বচনঃ সমধিগতো লোকে। পৃথিবী যোনিরোষধি বনস্পতীনামিতি।

পরব্রহ্মের যে বিন্দুমাত্র শক্তি "সৃষ্টি শক্তি" অথবা "প্রকৃতি" শব্দের বাচ্য, তাহার সহিত যে আংশিক আবির্ভাব, কেবল সেই আবির্ভাবের নামই জগৎ কারণ। জগদ্রচনা, প্রজাপালন ও সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে দণ্ড দান করা, এ সকল তাঁহারই নিয়ন্ত্রিত। তিনি সমস্ত বিশ্বের প্রয়োজনবিৎ। কামনা, বাসনা, মন্ত্রময়ী ক্রিয়া, এ সমস্তেরও তিনিই জ্ঞাতা। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধকালে বর্ত্তমান, এবং সর্ব্বত্র বিরাজমান হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী। এই সকল সৃষ্টি ব্যাপার যখন কারণরূপিণী প্রকৃতি গর্ভে বিবশ হইয়া বিলীন ছিল, তখন তিনি জগৎকারণ রূপে তৎ সমস্তের বিশেষতা, পূর্ব্বভাব, ভাবী উদয় কাল এবং পরিণাম জ্ঞাত ছিলেন, এবং এখনও জ্ঞাত আছেন। অতএব এমত জগৎকারণ স্বরূপ ব্রহ্ম কখনও অসর্ব্বজ্ঞ কি জড়জগৎ হইতে পারেন না। জগতের কারণাবস্থা স্মরণ করিয়াই তাঁহাকে জগৎ-কারণ বলা যায়। তিনি যদি সর্ব্বজ্ঞকারণ না হইতেন, তবে কি এই সুকৌশল-সম্পন্ন সর্ব্বাঙ্গ-সমঞ্জসীভূত, জীব-প্রার্থনানুরূপ, সর্ব্বতোভাবে-প্রয়োজনীয়-

উপকরণ-সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতেন? শাস্ত্রে ব্রহ্মের "জগৎকারণ" বিশেষণের সঙ্গে "সর্ব্বজ্ঞ" বিশেষণটী দৃঢ় রূপে সংযুক্ত। "এষ সর্ব্বেশ্বর" এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোন্তর্য্যাম্যেষযোনিঃ" ইত্যাদি শ্রুতি তাঁহাকে "সর্ব্বেশ্বর" "যোনি" "সর্ব্বজ্ঞ" ও "অন্তর্য্যামী" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

ব্রহ্ম, সমষ্টি প্রকৃতিকে অব্যক্তাবস্থা হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিচিত্র বাহ্য প্রকৃতিতে, এবং মনোবুদ্ধি অহংকার বিশিষ্ট মানসিক প্রকৃতিতে ব্যক্ত রূপে পরিণত করেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ শব্দের বাচ্য। অতএব ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত বেদান্ত মতে ইহা দৃঢ় সিদ্ধান্ত যে, যাঁহা হইতে এই বিশ্বের স্থিতি ভঙ্গ লয়াদি হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম; তিনি অচেতন জড় প্রকৃতি নহেন। যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও চৈতন্যময়। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞত্ব ব্যতীত তাঁহার জগৎযোনিত্ব সিদ্ধই হইতে পারে না।

তিনি যে কেবল জগদ্যোনি বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ, এমত নহে; তিনি শাস্ত্রযোনিও হয়েন, অর্থাৎ শাস্ত্রই যাঁহার স্বরূপ জ্ঞান, ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণ প্রতিপাদনের যোনি স্বরূপ। যথা। শ্রীমান আনন্দগিরি বলেন,—

ন কেবলং জগদ্যোনিত্বাদস্য সার্ব্বজ্ঞ্যং কিন্তু শাস্ত্রযোনিত্যাদপীতি যোজনা।

ঋগ্বেদ দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্তে লিখিত আছে,—সেই সর্ব্বভূত ব্রহ্মরূপী যজ্ঞ হইতে ঋক্ সাম ও যজুঃ উৎপন্ন হইল। যথা।—

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি যজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদ জায়তে॥

অতএব পূর্ব্বোক্ত ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রই ব্রহ্মের যথাবৎ স্বরূপ জ্ঞানের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রমাণ। আর উহা দ্বারাই এই জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হয়। যথা—

শাস্ত্রাদেব প্রমাণাজ্জগতোজন্মাদি কারণং ব্রহ্মাধিগম্যতে।

এক্ষণে ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্তকারণ, কি উপাদানকারণ, কি নিত্যসিদ্ধ বস্তু; কোন্ কারণ, তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। কেননা যে বস্তুটি নিত্য সিদ্ধ, তাহাতে প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না। অর্থাৎ সাধ্য বস্তুর ন্যায় সিদ্ধ বস্তু কখনও আগম মাত্রের প্রমেয় হইতে পারে না। ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ এবং চেতন স্বরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ, বিকার রূপ জগতে তাঁহার প্রচুর বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। মনে কর, প্রকৃতির গুণ বিকৃত থাকা সম্ভব ও সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু তাহার বিপরীত হইলে অন-

ভব ও অসঙ্গত হইয়া থাকে। ফলতঃ যদি ব্রহ্ম প্রকৃতি, ও জগৎ বিকৃতি হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির গুণ বিকৃতিতে থাকাই সম্ভব; নচেৎ উভয়ের মধ্যেই বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। প্রকৃতিরূপিণী ব্রহ্ম চেতন ও পরিশুদ্ধ বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত আছে। আর বিকৃতি রূপা জগৎ অচেতন ও অপরিশুদ্ধ বলিয়া শ্রুতিতে প্রতিপাদিত আছে। আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, "কোন বিকারেই প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য হয় না।" কর্ণের কুণ্ডল ও কণ্ঠের হার, বিকৃতি পদার্থ। ইহাদের প্রকৃতি সুবর্ণ ভিন্ন মৃত্তিকা বা অন্য কোন বস্তু নহে। এবং ঘট ও কলসাদি বিকৃত পদার্থ। তাহাদের প্রকৃতি মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ মৃণ্ময় বিকারের প্রকৃতি মৃত্তিকা, আর সৌবর্ণ বিকারের প্রকৃতি স্বর্ণ, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত ও শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এই জগৎ যেমন অচেতন, তেমন দুঃখময় ও নিতান্ত অপরিশুদ্ধ। সুতরাং অচেতনেত্যাদি ও ধর্ম্মবর্জ্জিত বিলক্ষণ গুণসম্পন্ন পরাৎপর পরব্রহ্মকে কখনও এই অপবিত্র জগতের উপাদানকারণ রূপে স্থির করা যাইতে পারে না। ফলতঃ জগৎ যেরূপ অশুদ্ধ ও অচেতন, তাহাতে ইহাকে চেতনরূপী পরম পবিত্র পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ "যাহা কোন বস্তুর সহিত মিশ্রিত নহে, তাহাই পরম পবিত্র।" এ সূত্রানুসারেও ব্রহ্ম জগতের সহিত অমিশ্র বলিয়া,—পবিত্র। আর জগৎ, শোক দুঃখময়, উচ্চ নীচ প্রপঞ্চান্বিত বলিয়া অপরিশুদ্ধ। যথা।—

ব্রহ্মসূত্র, ঐ, ঐ, ২৫ সূত্র।—

চেতনং ব্রহ্ম জগতঃকারণং প্রকৃতিরিতি তন্নোপপদ্যতে। কস্মাৎ, বিলক্ষণত্বাদস্য বিকারস্য প্রকৃত্যাঃ। ইদং হি ব্রহ্মকার্য্যত্বেনাভিপ্রেয়মাণং জগৎ ব্রহ্মবিলক্ষণমচেতনমশুদ্ধঞ্চ দৃশ্যতে। ব্রহ্ম চ জগদ্বিলক্ষণং চেতনং শুদ্ধঞ্চ শ্রূয়তে নচ বিলক্ষণত্বে প্রকৃতিবিকারভাবোদৃষ্টো নহি রুচকাদায়ো বিকারা মৃৎপ্রকৃতিকা ভবন্তি। শরাবাদয়ো ব্বা সুবর্ণ প্রকৃতিকা মৃদৈবতু মৃদন্বিতা বিকারা প্রক্রিয়ন্তে সুবর্ণেন চ সুবর্ণান্বিতা তদেখমপি জগদচেতনং সুখদুঃখমোহান্বিতং সদচেতনস্যৈব সুখ দুঃখ মোহাত্মকস্য কারণস্য কার্য্যং ভবিতুমর্হতি ন বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণ ব্রহ্মবিলক্ষণত্বঞ্চাস্য জগতোঽশুদ্ধা চেতনত্ব দর্শনাদবগন্তব্যং অশুদ্ধং হীদং জগৎ সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া প্রীতিপরিতাপবিষাদাদিহেতুত্বাৎ স্বর্গনরকাদ্যুচ্চাবচ প্রপঞ্চত্বাচ্চ।

কার্য্য সকল কারণ রূপে অবস্থিত হইয়াও, কারণকে আত্মধর্ম্মে কলুষিত করেনা। যেমন ঘট কলসী ইত্যাদি মৃণ্ময় বস্তু সকল ব্যবহারানুযায়ী ছোট, বড়, মধ্যম ভাবে থাকিয়া ভগ্ন হইলে পুনরায় সেই প্রকৃতি ভাব প্রাপ্ত হয়। আর হার, কুণ্ডল ইত্যাদিও ঐরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ঘট মৃত্তিকাতে,

এবং কুণ্ডল স্বর্ণে পরিণত হয়। অথচ আত্মধর্ম্ম দ্বারা প্রকৃতি রূপা মৃত্তিকাও স্বর্ণকে দূষিত করিতে পারে না। যথা, ব্রহ্মসূত্র, ঐ, ঐ, ২৫ সূত্র।—

যথা কারণমপি গচ্ছেৎ। কার্য্যং কারণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ ন দূষয়েদিতি। তদ্যথা শরাবাদয়ো মৃৎপ্রকৃতিকা বিকারা বিভাগাবস্থায়ামুচ্চাবচমধ্যমপ্রভেদাঃ সন্তঃ পুনঃ প্রকৃতিমপি গচ্ছন্তো ন তাম্‌আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। রুচকাদয়শ্চ সুবর্ণবিকারা অপীতৌ ন সুবর্ণমাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। পৃথিবীবিকারাশ্চ চতুর্ব্বিধো ভূতগ্রামো ন পৃথিবীমপীতাবাত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। তৎপক্ষস্য তু ন কশ্চিদ্দৃষ্টান্তোঽস্তি অপিতিরেব হি ন সম্ভবেৎ।

"যদি প্রলয় দশায় কার্য্য সকল স্ব স্ব ধর্ম্ম লইয়া কারণে বিলীন থাকে"। এরূপ আপত্তি উপস্থিত কর, তাহা হইলেও এই প্রসক্তিটি সমান ভাবে থাকিয়া যায়। যেহেতু কার্য্য ও কারণ, পরস্পর অভিন্ন। অথচ কার্য্য দ্বারাই কারণের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা।—

তথা হি ন্যায়ঃ। ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে। কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ একমাত্র আত্মা। সৃষ্টির পূর্ব্বেও এই জগৎ, ব্রহ্মে অবস্থিত ছিল, আবার প্রলয় কালেও তাঁহাতেই লীন হইবে।

ব্রহ্ম, জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে "অনুপ্রবিষ্ট হইলেন" ইহার অর্থ এই।— সৃষ্টিকর্ত্তা অবিকৃত ব্রহ্মকার্য্য সমূহে অনুপ্রবেশ পূর্ব্বক শরীরী জীব ভাব প্রাপ্ত হইলেন। আর 'তবে আমি জীবাত্মারূপে ভূতপ্রপঞ্চে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করি' এই শ্রুতি বাক্যটি দ্বারা জীবকে আত্মশব্দে প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শরীরী আত্মা, ব্রহ্মাত্মা হইতে পৃথক্ নহেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের স্রষ্টৃত্ব ও শারীরিক স্রষ্টৃত্ব অভিন্ন। যথা—ব্রহ্মসূত্র। ঐ, ঐ।

তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি স্রষ্টুরেবাবিকৃতস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যানুপ্রবেশেন শারীরাত্মত্ব প্রদর্শনাৎ। অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানীতি চ পরাদেবতা জীবমাত্ম-শব্দেন ব্যপদিশন্তী ন ব্রহ্মণো ভিন্নঃ শারীর ইতি দর্শয়তি।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিত্যসত্যস্বভাব এবং শরীরী আত্মা হইতে একেবারে পৃথক্, তিনি জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা-ব্রহ্ম। কারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধ ও শক্তির প্রতিবন্ধ কিছুতেই হইতে পারে না। যথা, বেদান্তির উত্তর।—

যৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবং শারীরাদধিকমন্যৎ তদ্বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃ ব্রূমঃ। ন চ তস্য জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ শক্তিপ্রতিবন্ধো বা কচিদপ্যস্তি সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্ব-শক্তিত্বাচ্চ।

আবার দেখুন, জড় প্রকৃতির জগৎকর্তৃত্ব বেদেও উপদেশ করেন নাই।

ঈক্ষতের্নাশব্দং। ৫ম সূত্র।

"ঈক্ষতি" অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্কল্প করা চৈতন্যের অপেক্ষা করে। আর "সদেব" শ্রুতিতে যে "সৎ" শব্দ আছে, তাহাও "জড় প্রকৃতি" বাচক নহে। বেদেও তাদৃশ প্রকৃতিকে জগৎ কারণ বলেন নাই। উক্ত শ্রুতিতে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত আছে যে, সৎস্বরূপ কারণ, সঙ্কল্প পূর্ব্বক সৃষ্টি করিলেন। এরূপ সঙ্কল্প করা অচেতন জড় প্রকৃতির কর্ম্ম নহে। যেমন অন্য শ্রুতিতে আছে। "সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মাত্র আত্মাই ছিলেন, অন্য কিছু ছিলনা। তিনি আলোচনা করিলেন, লোক সকল সৃজন করিব" পরে এই সমস্ত ভূত ক্রমে সৃষ্টি করিলেন।

আত্মা বা ইদমেকএবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ সঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি স ইমান্ লোকানসৃজৎ।

এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের সৃষ্টি বিষয়ক আলোচনা ও তপস্যার কর্ত্তা রূপে বর্ণন আছে। এই শ্রুতি বাক্যটী "সদেব" শ্রুতির তুল্যার্থবাচী। ইহাদের মুখ্যার্থ "সৎ" "আত্মা" "ব্রহ্ম" ইত্যাদি শব্দ সেই চৈতন্যময় ব্রহ্ম প্রতিপাদক। ইহা দ্বারা জড় প্রকৃতিকে উদ্দেশ করে নাই। জড় প্রকৃতিতে "আত্মা" শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে না, এবং তাহা কর্ত্তৃক সঙ্কল্পও সম্ভবে না। যথা।—

ঈক্ষণাদি প্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীব কল্পিতঃ॥

পঞ্চদশী চিত্রদীপে শ্রীভারতী তীর্থ মুনি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—"সৃষ্টি বিষয়ক "ঈক্ষণ;" বা সঙ্কল্প হইতে সর্ব্ব বস্তুতে অনুপ্রবেশ পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার ঈশ্বর কল্পিত।" ঈশ্বরই সর্ব্বভূতের সৃষ্টি সঙ্কল্প পূর্ব্বক সেই সেই বস্তুতে অনুপ্রবেশ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। ঈশ্বর সঙ্কল্প ব্যতীত কোন বস্তুর সৃষ্টি হইতে পারে না। জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাবধি মুক্তি পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার সংসারী জীব কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছে।

যদি বল, কোন লৌকিক কর্ম্ম সমাধা করিতে গেলে, নানা প্রকার উপাদান, উপকরণ সামগ্রীর সংগ্রহ করা আবশ্যক হয়। যেমন কুলাল, কুবিন্দ প্রভৃতিরা ঘট পট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে মৃত্তিকাপিণ্ড, চক্র ও সূত্রাদি অনেক সাধন সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ঘট পটাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মের তো এরূপ সাধন উপাদান সামগ্রী সংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, অর্থাৎ সহায় হীন। যদি তিনি সহায় হীন ও সাধন সামগ্রী বিহীন হইলেন, তবে তিনি কি প্রকারে জগৎ

স্রষ্টা বলিয়া উপপন্ন হইতে পারেন। যদি তোমরা এরূপ বল, আমি ইহাও দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কারণ দ্রব্যের স্বভাব বিশেষ মানিলে আর কোন অনুপপত্তিই দৃষ্ট হয় না। যেমন দুগ্ধ দধি রূপে ও জল হিম রূপে আপনিই পরিণত হইয়া থাকে, কোন বাহ্য সাধনের অপেক্ষা রাখে না, পূর্ব্বোক্ত স্থলেও সেইরূপ হইবে। যদি বল আতঞ্চন ও উষ্ণতাদির প্রয়োগ না করিলে দুগ্ধ দধিরূপে ও জল হিমরূপে পরিণত হয় না, তদুত্তরে বলিতেছি যে, এই দোষ দোষের মধ্যেই গণ্য নহে। কারণ, দুগ্ধ স্বয়ং যত পরিমাণে ও যে মাত্রায় পরিণাম অনুভব করিবার সমর্থ হয়, আতঞ্চন ও উষ্ণতাদি প্রয়োগ কেবল তাহাকে শীঘ্র দধি স্বভাব প্রাপ্তির নিমিত্ত ঐ সকল প্রযুক্ত হয় মাত্র। যদি দুগ্ধের দধিভাব প্রাপ্তির স্বভাব তাহার নিজের না থাকিত, তাহা হইলে আতঞ্চন ও উষ্ণতাদির শত শত প্রয়োগেও দুগ্ধের দধিভাব ও জলের হিমভাব সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট হইত, তাহার সন্দেহ নাই। বাহ্য সাধন সমূহের গুণ এই যে, ইহা দ্বারা বস্তুর সম্পূর্ণতা জন্মিয়া থাকে, এই মাত্র। কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান অন্য বস্তুর সাহায্যে তাঁহার সম্পূর্ণতা সম্পাদন করণ অনাবশ্যক। শ্রুতিতে উক্ত আছে, "ব্রহ্মের কার্য্যও নাই, ব্রহ্মের করণও নাই," অর্থাৎ তাঁহার তুল্য কিংবা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কেহ বা কিছুই নাই। তবে তাঁহার পরাশক্তি যেমন নানা প্রকার ও স্বাভাবিক, তেমন তাঁহার জ্ঞান বল এবং ক্রিয়াশক্তিও তদ্রূপ স্বাভাবিক। অতএব যখন ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। তখন তাঁহাতে যে সকল অচিন্ত্য বিচিত্র শক্তির যোগ আছে, তদ্দ্বারা তাঁহার পরিণাম যে বিচিত্র হইবে; ইহাতে আর কোন প্রতিবন্ধকই নাই। যথা। ব্রহ্মসূত্র।—ঐ, ঐ, ঐ।

ইহ হি লোকে কুলালাদয়োঘটপটাদীনাং কর্ত্তারোমৃদ্দণ্ডচক্র সূত্রাদ্যনেককারকোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনাঃ সন্তস্তত্তৎ কার্য্যং কুর্ব্বাণা দৃশ্যন্তে ব্রহ্মচাসহায়ং তবাভিপ্রেতং তস্য সাধনান্তরা দ্যুপসংগ্রহে সতি কথং স্রষ্টৃত্বমুপপদ্যেত তস্মান্ন ব্রহ্ম জগৎকারণমিতি চেন্নৈষ দোষঃ। যতঃ ক্ষীরবৎ দ্রব্যস্বভাববিশেষাদুপপদ্যতে। যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতেঽনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথেহাপি ভবিষ্যতি। নম্বু ক্ষীরাদ্যপি দধ্যাদিভাবেন পরিণম মানমপেক্ষত এব বাহ্যং সাধনং ঔষ্ণ্যাদিকং কথমুচ্যতে ক্ষীরবদ্ধীতি। নৈষ দোষঃ। স্বয়মপি হি ক্ষীরং যাঞ্চ যাবতীঞ্চ পরিণাম মাত্রামনুভবত্যেব ত্বার্যতে ত্বৌষ্ণ্যাদিনা দধিভাবায়। যদিচ স্বয়ং দধিভাব শীলতা ন স্যান্নৈবৌষ্ণ্যাদিনাপি বলাদ্দধিভাবমাপদ্যেত। ন হি বায়ুর্ব্বাকাশো বৌষ্ণ্যাদিনা বলাদ্দধিভাবমাপদ্যতে। সাধনসম্পত্ত্যাচ তস্য সংপূর্ণতা সম্পাদ্যতে। পরিপূর্ণ শক্তিকন্তু ব্রহ্ম ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চ তত্র ভবতি "ন তস্য

কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে। ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞান বলক্রিয়াচেতি।" তস্মাদেকস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবদ্বিচিত্রঃ পরিণামশ্চোপপদ্যতে।

অতএব স্থির হইল যে, এক ও অদ্বিতীয় চেতনরূপী ব্রহ্ম, দুগ্ধ ও জলের ন্যায় বাহ্য সাধন নিরপেক্ষ হইয়াও স্বয়ং পরিণমমান হইয়া জগৎ সৃষ্টির কারণ হন। "নিরবয়বত্ব হেতু কৃৎস্নব্রহ্মের কার্য্যরূপে পরিণাম হইয়া থাকে।" যদি একথা বল, তদুত্তরে বলিতেছি,—ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ ও অনুভবসিদ্ধ কথা। যদি ব্রহ্ম পৃথিবীর ন্যায় সাবয়ব হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার এক দেশেরই পরিণাম হইত। অবশিষ্ট ভাগ বিনা পরিণামে অবিকৃত থাকিত। কিন্তু শ্রুতিতে উক্ত আছে, "ব্রহ্ম নিরংশ, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবদ্য, নিষ্কলঙ্ক, দিব্য-মূর্ত্তিশূন্য, পুরুষরূপী এবং অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপ পরমাত্মা।" অতএব এক দিকে যেমন এক দেশের পরিণাম অসম্ভব হইতেছে, অন্যদিকে তেমন প্রসক্তিও থাকিয়া যাইতেছে। আবার ব্রহ্মকে সাবয়ব বলিলেও তাঁহার নিত্যত্বের ব্যাঘাৎ উপস্থিত হয়, কেননা শ্রুতিতে আছে। ঋগ্বেদ, ১০ম, মণ্ডল।—

"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি।

আমরা শ্রুতির প্রমাণ বাদী। সুতরাং শ্রুতিতে যেমন ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি প্রতিপাদিত আছে, তেমন তাঁহার নির্ব্বিকার ভাবে অধিষ্ঠানও শ্রুত আছে। বস্তুতঃ প্রকৃতি ও বিকৃতি যে পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ; শ্রুতি তাহা সুস্পষ্ট রূপেই দেখাইয়াছেন।

তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।

"ব্রহ্ম চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তবে আমি দেবগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ বিশিষ্ট হই।"

এস্থলে আনন্দ গিরি ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঐ সকল সূক্ষ্ম দেবগণ অপ্রত্যক্ষ থাকায়, সদ্রূপ পরমাত্মা তাঁহাদিগঁকে স্থূলরূপে পরিণত করিলেন; কেননা তাঁহারা আপনারা স্থূল হইতে পারেন না। তাই পরমাত্মা তাঁহা-দিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে নাম রূপে প্রকাশ করিলেন। যথা।—

সূক্ষ্মভূতানাং ব্যবহারানঙ্গত্বেন অপ্রত্যক্ষত্বাৎ তেষু দেবতা শব্দোঽনেন পূর্ব্বসৃষ্টানুভূতেন জীবেন প্রাণধৃতিহেতুনা আত্মনা সদ্রূপেণ যথোক্তদেবতাঃ অর্ণান্তরং প্রবিশ্য নাম চ রূপঞ্চেতি বিস্পষ্টং আ ময়ত্বাৎ করবাণীতি।

ইঁহার মহিমা ততই। "পুরুষ তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ" এই প্রত্যক্ষ অখিল ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মের একপাদ মাত্র। ত্রিদিবস্থ অমৃত; তাঁহার অবশিষ্ট

পাদত্রয়। আপনারা যখন বেদকে ব্রহ্মের মূল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; তখন বেদই ব্রহ্মের প্রমাণ, ইন্দ্রিয়াদি বাহ্য সাধন তাঁহার প্রমাণ নহে। অতএব বেদানুসারেই ব্রহ্ম-বিচার করা কর্ত্তব্য। ইহলোকে মণিমন্ত্র মহৌষধি প্রভৃতি নানা সাধন বস্তু আছে। ঐ সকল বস্তুর শক্তিকে দৈহিক ও কালিক নিমিত্তের বৈচিত্র্যহেতু পরস্পর বিভিন্ন বহু কার্য্যে প্রকাশ হইতে দেখা যায়। কিন্তু কোন্ কার্য্যে কোন্ শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহা আমরা জানিতে পারি না। যখন লৌকিক পদার্থের এমন শক্তি; তখন অচিন্ত্যপ্রভাব ব্রহ্মের শক্তি আমরা কিরূপে আয়ত্ত করিতে পারিব? প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্ম যে বস্তু তাহার নাম—অচিন্ত্য, অতএব এমন অচিন্ত্য ভাব সকলকে প্রতিপন্ন করিতে হইলে তর্কযোজনা করা অনুচিত। যথা—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং॥

যদি ব্রহ্মকে নিরবয়ব বল, তাহা হইলে তাঁহার পরিণাম নাই; স্বীকার করিতে হইবে। অথবা তাঁহার সমুদয় পরিণাম হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল এক অংশের পরিণাম হয়, অপরাংশ পরিণামবিহীন অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে আমাদিগেরই নামরূপযুক্ত ব্রহ্ম সাবয়ব হইলেন। যখন এক শ্রুতিতে অতিরাত্র যাগস্থলে ষোড়শী গ্রহণ করিবে, আবার অন্য শ্রুতিতে ঐরূপ যাগস্থলে ষোড়শী গ্রহণ করিবে না বলিয়া ক্রিয়া বিষয়ে বিরুদ্ধ বচন আছে, তখন এমত স্থলে বিকল্প পক্ষ আশ্রয় করাই শাস্ত্র ও যুক্তি সঙ্গত।

অথ কেনচিদ্রূপেণ পরিণমেত কেনচিদ্রূপেণাবতিষ্ঠেতেতি রূপভেদকল্পনাৎ সাবয়বমেব প্রসজ্যেত। ক্রিয়াবিষয়েহ্যতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতীত্যেবং-জাতীয়কায়াং বিরুদ্ধপ্রতীতাবপি বিকল্পাশ্রয়ণং বিরোধপরিহারকারণং ভবতি পুরুষতন্ত্রত্বা-দনুষ্ঠানস্য। ব্রহ্ম সূত্র, ঐ ঐ।

এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, আচার্য্য শঙ্কর যে বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে কোথাও শ্রুতির বল রক্ষা করিয়াছেন, আবার কোথাও সেই শ্রুতি একেবারে পরিহার করিয়া জগৎকে অবিদ্যাকৃত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এরূপ ব্যাখ্যা যে বেদ-বিরোধী, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আচার্য্যের মতে জগতের অস্তিত্বই নাই। যেমন রজ্জু—সর্পবৎ, কিম্বা স্থাণু—পুরুষবৎ প্রতীয়মান হয়; তদ্রূপ ব্রহ্ম জগতের ন্যায় প্রতীয়মান হন মাত্র। তাঁহার মতে জগৎ অবস্তু এবং অবস্থাত্রয়ে ব্রহ্মের অবভাষণ মাত্র। সুতরাং জগদ্ব্রহ্মে

অভেদ কল্পনা করতঃ ব্রহ্মকে জগতের জড় পদার্থ রূপে গণ্য করিয়াছেন। কেননা এক বার জগৎকে জড় পদার্থ কহিয়া, আবার সেই জগৎকে চেতন ব্রহ্মের অভিন্ন কহিলে, বিকল্পে ব্রহ্মকে জড়, এবং জগৎকে চেতন বলা হয়।

যে তু কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং কার্য্যস্য মিথ্যাত্বাশ্রয়েণ বর্ণয়ন্তি ন তেষাং কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং সিধ্যতি। সত্যমিথ্যার্থয়োরৈক্যানুপপত্তেঃ। তথা সতি ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বং জগতঃ সত্যত্বং বা স্যাৎ। রামানুজোক্তি।

যদি বল ব্রহ্ম এই জগদ্বিম্ব বিস্তার করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বয়ং সে বিম্ব নহেন। আর যথার্থ বস্তু কি ছায়াপাত করিতে পারে না? কিম্বা ঐ বিম্ব বা ছায়ার কি বাস্তবিকী সত্ত্বা নাই। তাহার উত্তর এই যে, বাস্তবিক সত্ত্বা ও অসত্ত্বা এই দুইটী সত্ত্বা ভিন্ন প্রকারান্তরে অন্য আর কোন সত্ত্বাই নাই। যথা।—

নতু বস্তুন এবং নৈবং অস্তি নাস্তীতি বা বিকল্প্যতে।

এক্ষণে দেখুন, বিম্ব কিম্বা ছায়া যদি অবস্তু হইল, তবে জগদ্বিম্ব বিস্তারের কথা প্রকারান্তরে বাক্ কৌশল মাত্র। অপিচ, জগৎ যদি কেবল বিম্ব হয়, তবে জগৎ ব্রহ্মের মধ্যেও সত্ত্বা সমধর্ম্মা হইতে পারে না। তোমরা বল, ব্রহ্ম জগতের কেবল নিমিত্তকারণ নহেন, তাহার প্রকৃতি ও উপাদান-কারণও বটেন। যদি এই রূপ হয়, তবে জগৎ তাঁহার ছায়াপাত হইলে তিনি তাহার প্রকৃতি ও উপাদান কি রূপে হইতে পারেন? মায়াবী যখন ইন্দ্রজাল বিস্তার করে, তখন সে নিমিত্তকারণ হয়, সত্য বটে; কিন্তু তাহাকে তৎ প্রকৃতি বা উপাদানকারণ বলা যাইতে পারে না। ঐন্দ্রজালিক, বিম্ব, বা ছায়ার মতে যদি জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় পদার্থ হইল, তবে তাহার প্রকৃতিও কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন সূক্ষ্ম পদার্থ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রকৃতি ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা হইতে পারেন না। অতএব মায়াবী যখন স্বয়ং স্বপ্রসারিত মায়ার প্রকৃতি ও নিমিত্তকারণ হয়; তখন মায়া জড় পদার্থ হইলে মায়াবীও বিবর্ত্তবাদানুরূপ জড় পদার্থ হইবে।

আচার্য্য চতুর্ব্যূহ ভাগবত প্রত্যাখ্যান কালে আপনিই কহিয়াছেন,—"ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই ভগবান্।" আবার অন্য স্থলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলান" বচন উদ্ধৃত করিয়া জগদ্ব্রহ্মে অভেদ উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

ন চৈতে ভগবদ্ব্যূহাশ্চতুঃসংখ্যায়ামেব ব্যবতিষ্ঠেরন্
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্য জগতো ভগবদ্ব্যূহত্বাবগমাৎ॥

স্বামী প্রকাশানন্দ।—উদ্দেশ্য বিধেয়ের পরিবর্ত্তন করিলে অর্থ সহজ

হইবে। যথা,—"ব্রহ্ম" উদ্দেশ্য, "সর্ব্বং" বিধেয়; অর্থাৎ ব্রহ্মের বস্তুৎ জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে। যথা—

ব্রহ্মদৃষ্টিরাদিত্যাদিষু স্যাদিতি।

গৌরাঙ্গ।—জগতে ব্রহ্মদৃষ্টি সম্ভবে, কিন্তু ব্রহ্মেতে জগদ্দৃষ্টি সম্ভবে না। বিশেষতঃ ব্রহ্মকে উদ্দেশ্য করিলে, তজ্জলান শব্দের কি অর্থ হইবে? তবে কি ব্রহ্মের জন্ম ও লয়াদি হইয়া থাকে? যথা।—

যস্মাৎ সর্ব্বমিদং বিকারজাতং ব্রহ্মৈব তজ্জত্বাৎ তল্লত্বাৎ তদনত্বাচ্চ।

স্বামী।—জগৎকে ব্রহ্ম বলিলে হানি কি? তাহাতে কি জগৎকে জড় পদার্থের অবিশেষ করা হয়? না, কখনই নয়। আচার্য্য জগতের বস্তুত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি এই মাত্র বলিয়াছেন যে, যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্ম। আর এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাহা স্বয়ং "ন বস্তু" তাহাই—ব্রহ্ম।

গৌরাঙ্গ।—তাহা হইলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলান" বচনের কি এই অর্থ হইবে যে, এই প্রত্যক্ষ জগৎ যাহা 'ন বস্তু,' তাহাই,—ব্রহ্ম।

"ন বস্তুকে" যথার্থ বস্তু বলিবার তাৎপর্য্য কি? তবে তোমরা জগৎকে একেবারে মিথ্যাই বল না কেন, বৃথা ব্রহ্মের কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি?

জগন্মৃষৈবেতি জবমতং চেৎ কিং কল্প্যতে ব্রহ্ম নিরর্থকং তৎ।
আকাশশূন্যেন গতক্রিয়েণ কর্ত্তব্যমেতেন কিমস্তি লোকে॥

স্বামী।—জগৎকে মিথ্যা কহিবার তাৎপর্য্য এই যে, উহা ছায়া বা প্রতিবিম্ব মাত্র। ছায়া দেখিয়া কি ছায়ার উৎপাদক বস্তু নির্ণীত হয় না? যেমন চন্দ্রগ্রহণ কালে ছায়া দেখিয়া পৃথিবীর আকার নির্ণয় করা হয়। যদি এরূপ না হইবে, তবে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ, সূত্রের হেতুবাদে দোষ কি?'

গৌরাঙ্গ।—ছায়া প্রতিবিম্বাদি দ্বারা অপর বস্তুর অনুমান হয়, সত্য বটে, কিন্তু তাহা যথার্থ বা শেষবৎ অনুমান নহে। তোমার উত্থাপিত প্রতিবিম্ববাদে ছায়ার প্রসঙ্গ করিলে বেদান্তভাষ্যে দোষ স্পর্শ হয়। ছায়ার অর্থ,—জ্যোতির ব্যবধান। জ্যোতিষ্ক পদার্থ, তজ্জ্যোতির ব্যবধায়ক তমিস্র পদার্থ, আর জ্যোতিঃ বিরহিত পদার্থ, যাহা ছায়ার আধার। এই ত্রিবিধ বস্তু একত্রিত না হইলে ছায়ার উৎপত্তি হয় না। যেমন চন্দ্রগ্রহণে সূর্য্য,—জ্যোতিষ্ক পদার্থ, পৃথিবী—ব্যবধায়ক তমিস্র পদার্থ, আর চন্দ্র সৌরজ্যোতি বিরহিত হইয়া—ছায়ার আধার। এমত স্থলে তুমি জগৎকে ব্রহ্মের ছায়া কিরূপে প্রতিপন্ন করিতে পার? ব্রহ্ম তো স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার জ্যোতিকেই

সমস্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তবে তাঁহার উপর আবার কাহার ছায়াপাত হইবে। যথা। উপনিষদঃ।—

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

তবে তাঁহার আবার ছায়াই বা কিরূপে সম্ভাবিতে পারে? সূর্য্যের কি ছায়া সম্ভবে? আর যদি মরীচিকা কিম্বা প্রতিবিম্বাদির কল্পনা কর, তাহাতেও অন্য পদার্থের আরোপ অনুমিত হয়। যদি বল ফেণ, যেমন—জল, জগৎও তেমন—ব্রহ্ম। ইহাতেও জগৎকে ব্রহ্মের সমধর্ম্মা বলা হয়। জড় পদার্থ কিরূপে আত্মার সমধর্ম্মা হইবে? কেননা প্রত্যগাত্ম আত্মা, অনাত্মার প্রভেদ নিরোধক মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। যদি বল জগতের ব্রহ্মত্ব এই হেতু যে, জগৎ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলে জগৎকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইল। যদিও অতি ক্ষুদ্র অংশ তথাপি ব্রহ্ম যে নিষ্কল তাহার ব্যাঘাৎ হইল, এবং সৃষ্টি কালে অংশ বিয়োগ প্রযুক্ত ব্রহ্মের অপচয় সম্ভাবিত হইল। ভাষ্যে তোমরাই তো ব্রহ্মকে নিষ্কল, নিরাকার বলিয়া বর্ণন করিয়াছ। যদি বল, জগৎ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট বটে, কিন্তু উহা নিতান্ত অবস্তু, ও মায়া মাত্র, তদ্বিয়োগে ব্রহ্মের কোন অপচয় এবং তদ্যোগেও ব্রহ্মের কোন উপচয় হইতে পারে না। ইহাও নিতান্ত অপ্রামাণিক কথা। আর যদি গৌণার্থে জগৎকে ব্রহ্ম বল, এবং জগৎ ব্রহ্মের শক্তি ও কৌশলের পরিচয় মাত্র এরূপ স্বীকার কর, তাহা হইলেও জগৎ কখন ব্রহ্ম হইতে পারে না। কারণ "তত্ত্বমসি" তুমি ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্য মহাবাক্য নহে, স্তুতিবাদ মাত্র। আর ব্রহ্মবিৎও ব্রহ্ম হইতে পারেন না। কেননা উভয়ের মধ্যে সৃষ্ট স্রষ্টা সম্পর্ক রহিয়াছে। আর যদি এই ব্রহ্মাত্মজ্ঞানকে সম্পদাদি রূপে স্বীকার কর, তবে তুমিও—ব্রহ্ম, আমিও—ব্রহ্ম, সকলই—ব্রহ্ম। বস্তুতঃ এরূপ আত্মজ্ঞান প্রতিপাদক বাক্যে, তোমাদিগের সেই তত্ত্বমসি মহাবাক্যেরই সমন্বয় বৃথা হয়।

গৌরাঙ্গ এই প্রকারে ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈতবাদরূপ কলঙ্ক মোচন করিয়া দ্বৈতবাদ স্থাপন, এবং আচার্য্যের মায়াবাদী ভাষ্য ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া স্বামীকে বলিলেন,—"জগৎ সৃষ্টির কারণ দ্বিবিধ" নিমিত্তকারণ এবং উপাদান কারণ। যিনি স্বয়ং বিকৃত না হইয়া জ্ঞান ও ইচ্ছা পূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদন করেন, তিনি নিমিত্তকারণ। আর যাহা স্বয়ং অবশ হইয়া কার্য্য রূপে পরিণত হয়, তাহাই তাহার উপাদানকারণ। যেমন কুম্ভকার ঘটের নিমিত্তকারণ; তদ্রূপ ব্রহ্মও জগতের নিমিত্তকারণ। কিন্তু কুম্ভকার যেমন চক্র দণ্ড সলি-

দাদি সংগ্রহ করিয়া ঘট প্রস্তুত করে, ব্রহ্ম তদ্রূপ উপাদান, উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিশ্বরচনা করেন নাই। ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী "সর্ব্বজ্ঞ" সৃষ্টিশক্তিই জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ।

অতএব সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎ সৃষ্টির আদি কারণ। অচেতন প্রকৃতি বা মায়া জগৎ সৃষ্টির নিমিত্ত বা উপাদান কারণ নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—(১) তাঁহা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। (২) তাঁহা হইতেই এই সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছে। (৩) তাঁহা হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে যথা।—

(১) তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত। (২) আত্মন এবেদং সর্ব্বমিতি। (৩) আত্মন এষ প্রাণ জায়ত।

এই সকল শ্রুতি বচনে যিনি জগতের আদি কারণ, তিনি আত্মা বা ব্রহ্ম; জীবাত্মা তাঁহার আশ্রিত মাত্র। ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে লিখিত আছে,—"দুইটি সুন্দর পক্ষী প্রণয়ে মিলিত হইয়া সখ্য ভাবে এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। এক জন সুস্বাদু ফল ভোজন করেন, অপরটী নিরাহারে থাকিয়া উহা দর্শন করেন।" এ বচনটি কি অদ্বৈতবাদের? না কখনই নয়, বরঞ্চ উহা দ্বৈতবাদের চরমোৎকর্ষ। যথা—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরি ষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্যো অভি চাকশীতি॥

আর আপনারা যে ব্রহ্মসূত্রকে অদ্বৈতবাদের আদি কারণ বলেন, তাহাও শ্রুতি সঙ্গত নহে। বেদান্তে অদ্বৈতবাদের গন্ধও নাই। বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের উদ্দেশ্য ভুলিয়া বেদান্তকে অদ্বৈতবাদ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র গুলি শ্রুতির অনুগত, সেই শ্রুতি বলিতেছেন,—"দ্বা সুপর্ণেত্তি"।

গৌরাঙ্গ বলিলেন,—স্বামী! অধিক কি বলিব, এসকল আচার্য্যের ভ্রান্তি-জাল ও অবিদ্যাপ্রতিপাদক মায়াবাদ মাত্র। গৌড় পূর্ণানন্দ আচার্য্যকে শ্লেষ করিয়া যথার্থই বলিয়াছেন। যথা, পূর্ণপ্রজ্ঞাদর্শনের বঙ্গানুবাদ।—

ওরে উন্মত্ত জীব! 'আমিই ব্রহ্ম' এই কথা যে তুই ভূয়োভূয় বলিতেছিস্, তোর্ প্রজ্ঞা যে এক কালে মায়াবাদমত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। তোর্ সে ঐশ্বর্য্য কোথায়? সে সর্ব্বব্যাপীতাই বা কোথায়? সেরূপ সর্ব্বজ্ঞতাই বা কোথায়? সুমেরুতুল্য ব্রহ্মেতে ও সর্ষপ সদৃশ জীব রূপ তোতে যে বিস্তর প্রভেদ দেখিতে পাই। বস্তুতঃ তোতে ও ব্রহ্মেতে অভেদ স্বীকার করা কোন মতেই সম্ভবিতে পারে না। কারণ, জগৎ এবং ব্রহ্ম স্বভাবতই ভিন্ন।

ব্রহ্ম নিষ্কল এবং নিরবয়ব ; কিন্তু জগতের অবয়ব এবং অংশ উভয়ই আছে। ব্রহ্ম অতীন্দ্রিয়, জগৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। ব্রহ্ম দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ও স্পৃশ্য নহেন ; কিন্তু জগৎ দর্শন,স্পর্শন ও শ্রবণের বিষয়ীভূত ; ব্রহ্ম নির্ব্বিকার,জগৎ বিকার্য্য ; ব্রহ্ম অজর, জগৎ জীর্য্যমান ; সুতরাং এমত দুই পদার্থ স্বরূপতঃ কখনও এক হইতে পারে না। ইহাঁরা স্বর্ণরুচকবৎ সজাতীয়ও নহেন। জগদ্ব্রহ্ম এক হইলে, আত্মা অনাত্মাও এক হইবে ; অতএব এমত উপদেশ কেমন অসঙ্গত। যথা।—

মায়াবাদমতান্ধকারমুষিত প্রজোদি বস্মাদহং।
ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহুর্মুহুর্ব্বদসি রে জীব ত্বমুন্মত্তবৎ।
ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে।
তয়োরোরিব সর্ষপেণ হি ভিদা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ ॥ গৌড়পূর্ণানন্দ।

অপিচ রামানুজস্বামীও, জীব ও ব্রহ্ম এক, এই অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে এই রূপ লিখিয়াছেন।—যেমন "জ্ঞান অজ্ঞান, ধর্ম্ম অধর্ম্ম,বিদ্যা অবিদ্যা, দ্বন্দ্বভাবে পৃথগ্‌ভূত হইয়া শাস্ত্রসম্মত আছে, তেমন জীব ও ব্রহ্ম শাস্ত্র প্রসিদ্ধ"। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যমূলক তত্ত্বমসি মহাবাক্যস্থিত তৎ (সেই) অর্থাৎ পরমানন্দে পরিপূর্ণ অমৃত সিন্ধু,এবং ত্বং (তুমি) অর্থাৎ সংসারভয়ে ব্যগ্রচিত্ত অতি দুঃখী জীব। অতএব এমত ভিন্ন দুই পদার্থের কখনও একতা হইতে পারে না। বস্তুগত্যা উভয়ের পরস্পর ভেদ ইহাতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রহ্ম জগতের অর্চ্চনীয়, তুমি তাঁহার উপাসক দাস। মায়াবাদীদিগের মতে কারণভাবে ব্রহ্মকে কোন রূপ প্রমাণেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। জগতের কর্ত্তা এবং এই জগৎ যে তাঁহা কর্ত্তৃক, ইহা অনুমান দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে। কোথায় সেই হল-দাত্র-কুদ্দালধারী মানবগণ, আর কোথায় সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর ? বস্তুতঃ এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদের পরিসীমাই নাই। অহো ! আমরা যৎপরোনাস্তি অধীন, শ্রমভারে খিদ্যমান, কিন্তু তিনি ভ্রূভঙ্গি করিবা মাত্র এই সকল সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। এবম্বিধ প্রকারে জীব ও ব্রহ্মের একতার সম্ভাবনা কোথায় ? আমরা কখনও সুখী, কখনও দুঃখিত হইয়া থাকি, কিন্তু সেই পরমাত্মা—পূর্ণানন্দময়। পরমাত্মা নিত্য, স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়, উপাধি শূন্য, ও শুদ্ধ সত্ত্ব ; এবং ইহ পর জগতের এক মাত্র সাক্ষী ; কিন্তু জীব সে প্রকার নহে। রে মূর্খ ! যিনি এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, পরিচ্ছিন্ন হইয়া তিনিই "আমি," একথা কোন সাহসে বলিল ? ব্রহ্মাণ্ড-দিগ্গজ কি কখন মশকের উদর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে ?

কতিপয় বাগ্‌বিতণ্ডাপরায়ণ, কুতর্কসাগরে নিমগ্ন, কুমার্গগামী, মিথ্যাকল্পনাতৎপর, ভ্রান্ত নর, দিগ্বিজয়ীর ন্যায় নানা দেশ পরিভ্রমণ করতঃ, যথা তথা বলিয়া বেড়ায়, "আমিই ব্রহ্ম" এবং এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগৎ "ব্রহ্মময়।" বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, ঐশ্বর্য্য কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি নিত্যপরমেশ্বরের গুণরাশি সত্বে, সেই পরমেশ্বরকে নির্গুণ বলিয়া নৈর্গুণ্যবাদ প্রচার করা কিরূপ ধৃষ্টতার কার্য্য!" (রামানুজীয় দর্শনের বঙ্গানুবাদ)

স্বামী।—শ্রীপাদ! আপনার অর্থ যে সূত্রানুমোদিত এবং সরল তাহা স্বীকার করি, আর আচার্য্যের ভাষ্য যে, তাঁহার মনঃকল্পিত তাহাও জানি; তবে সম্প্রদায় অনুরোধে আমরা আচার্য্যের ভাষ্য মান্য করিয়া থাকি। যাহা হউক, আপনি বলিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত বেদান্তের আরও একটী মুখ্যার্থ আছে, এক্ষণে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন।

গৌরাঙ্গ।—ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ চিদৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান, যাঁহার সমান ও যাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ বা কিছুই নাই। তাঁহার বিভূতি ও দেহ ইন্দ্রিয়াতীত—চিদাকার। আচার্য্য এই চিদ্বিভূতি ও চিদাকারকে নির্ব্বিশেষ (নিরাকার) বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য, আর জীবের স্বরূপ সেই স্ফুলিঙ্গের কণা মাত্র। উর্ণনাভ হইতে যেমন জাল বহির্গত হয়, অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমন ব্রহ্ম হইতে এই চরাচর বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। যথা উপনিষদঃ—

স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে, স্বরূপাঃ তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।

জীব-তত্ত্ব ব্রহ্মের শক্তি মাত্র, কিন্তু কৃষ্ণ-তত্ত্ব সর্ব্বশক্তিমান্। গীতা বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতেও এই সর্ব্বশক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মামিকাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ গীতা।

ভগবানের স্বরূপৈশ্বর্য্যে মায়ার গন্ধ মাত্রও নাই। সকল বেদের শব্দই শ্রীভগবান্। তাঁহাকে চিচ্ছক্তিহীন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিলে তাঁহার স্বরূপের অপূর্ণতা করা হয়। যাঁহার ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ পূর্ণানন্দময়—বিগ্রহ, তাঁহাকে কিরূপে নিরাকার বলিতে পার? পুরাণে লিখিত আছে,—জগদীশ্বরের

নাভিপদ্ম হইতে এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে। শরীরাভাবে নাভির সম্ভাব কিরূপে হইতে পারে। রামানুজ, রামানন্দী প্রভৃতি অখিল ভাগবৎ সম্প্রদায়ের মতে ভগবানের অনমুভবনীয় নিত্যবিগ্রহ আছে। যথা—

শ্রুতং পুরাণে জগদীশ্বরস্য নাভ্যম্বুজাৎ সর্ব্বমিদং বভুব।
শরীর সিদ্ধিস্তত এব তাতো নাভিং কথং হন্ত বিনা শরীরং॥

যিনি ত্রিশক্তি সম্পন্ন তোমরা তাঁহাকেই শক্তিহীন বলিয়া বর্ণন কর। এমন ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ চিচ্ছক্তি-বিলাসী ভগবানের পরাশক্তিও তোমরা স্বীকার কর না, হায়! তোমাদিগের কি দুঃসাহস! ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর, আর জীব মায়ার দাস, তোমরা কোন্ সাহসে এমন জীবকে ভগবানের সহিত অভেদ কল্পনা করিয়া থাক। দেখ, গীতাতেও জীব শক্তি পৃথক্ বলিয়া বর্ণিত।

ভুমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ গীতা।

স্বামী।—ব্রহ্ম যদি নাম রূপ বিশিষ্ট হইয়া সাকার হইলেন, তবে তো তিনি আমাদের ন্যায় বন্ধ মোক্ষেরই অধীন হইলেন।

গৌরাঙ্গ।—মুনিগণ যাঁহার পাদপদ্মরজঃ পরিচর্য্যায় পরিতৃপ্ত হইয়া যোগ-বলে অখিল কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করতঃ স্বেচ্ছামতে বিচরণ করিতে-ছেন, ভগবানের সেই ইচ্ছা মাত্র গৃহীত শরীরের বন্ধন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যথা, ভাগবতে।—

যৎপাদপঙ্কজপরাগ নিষেবতৃপ্তা, যোগপ্রভাব বিধুতাখিল কর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাস্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥

অপিচ, যিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অধ্যক্ষ ও সাক্ষীরূপে বিচরণ করেন, তাঁহার বিগ্রহ ধারণ কেবল ক্রীড়া মাত্র। তিনি ইতর জীবের ন্যায় পাপপুণ্যঘটিত মায়ায় লিপ্ত হন না। যথা, ভাগবতে।—

গোপীনাং তৎপতিনাঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চৈবদেহিনাং।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এব ক্রীড়ন দেহভাক্॥

যে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ অস্বীকার করে, সেই তো দর্শন স্পর্শনের অযোগ্য যম-যাতনা ভোগী পাষণ্ড জীব। বেদ "অপৌরুষেয়" ইহা স্বীকার না করাতে তোমরা বৌদ্ধদিগকে নাস্তিক বলিয়া কীর্ত্তন কর, কিন্তু বেদ বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমরা ভগবানের নিত্য বিগ্রহ অস্বীকার করিয়া বৌদ্ধ হইতেও অধিক পাষণ্ড হইয়াছ। স্বামি! জগৎ মিথ্যা নহে, তবে নশ্বর মাত্র। মহাবাক্য প্রণবই (ওঁ) ঈশ্বরের মূর্ত্তি। অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, স্বামি!

অদ্বৈতাখ্যং মতং বিহায় ঝটিতি দ্বৈতে প্রবৃত্তো ভব।
সোঽহং জ্ঞানমিদং ভ্রমস্তজ ভজ ত্বং পাদপদ্মং হরেঃ॥ রামানুজোক্তি।

গৌরাঙ্গ এই প্রকারে আচার্য্যের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় দ্বৈতমত স্থাপন করিলেন। স্বামী প্রকাশানন্দও তর্কে জয়ী হইবার নিমিত্ত প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল; জাতি ও নিগ্রহ ইত্যাদি নৈয়ায়িকদিগের মত ন্যায্য ও অন্যায্য উপায় আছে, সেই সমুদয় শাস্ত্রার্থরূপ বাণ ক্ষেপণ করিলেন। যথা—

ইত্থং প্রমাণৈরখিলৈশ্চ শক্ত্যা তাৎপর্য্যতো লক্ষণয়াচ গৌণ্যা।
মুখ্যা জহৎস্বার্থ তদন্য মিশ্রস্বরূপয়া স্বস্মতমাবভাষে॥

শ্রীগৌরাঙ্গও অখিল প্রমাণ দ্বারা তাৎপর্য্য, লক্ষণা, গৌণিমুখ্যা, জহৎ-স্বার্থা, অজহৎস্বার্থা এবং জহদস্বার্থা নামক শব্দশক্তি দ্বারা স্বীয় মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রতিপক্ষ স্বামী ও সার্ব্বভৌমও বিতণ্ডা, ছল ও নিগ্রহাদি দ্বারা নিরন্তবুদ্ধি হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিলেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত-বিৎ শ্রীগৌরাঙ্গ শব্দশাস্ত্র দ্বারা পূর্ব্বপক্ষদ্বয়কে সত্বরে নিরস্ত করিলেন। যথা—

অসৌ বিতণ্ডাচ্ছলনিগ্রহাদিভির্নিরস্ত ধীর পূর্ব্বপক্ষং।
চকার বিপ্রঃ প্রভুনা সমাজ্ঞ সুসিদ্ধ সিদ্ধান্তবতা নিরস্তং॥

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, স্বামি! ব্রহ্মসূত্রের এরূপ মায়াবাদী ভাষ্য করাতে আচার্য্যকে দোষী করা যাইতে পারে না। কারণ তিনি ভগবানের আজ্ঞাতেই কল্পনা পূর্ব্বক শারীরকের এই নাস্তিক ভাষ্য প্রচার করিয়াছেন। কোন সময় শ্রীকৃষ্ণ শিবকে বলিয়াছিলেন, হে আশুতোষ! তুমি স্বকপোল কল্পিত আগম শাস্ত্র দ্বারা সাধারণ জীবকে আমা হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর, এবং আমাকেও জীবের নিকটে গোপন রাখ। ইহাতে সৃষ্টি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। যথা।—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তঞ্চ জনান্মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

মহাদেব স্বয়ং ষড়দর্শন ইত্যাদিকে তামসিক শাস্ত্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যাহা শুনিবা মাত্র পাতিত্ব জন্মে। মহর্ষি জৈমিনি যদিও বেদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, তথাপি নাস্তিক। আর মায়াবাদ, যাহা আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত। অন্যান্য দর্শনও বৌদ্ধমতের ন্যায় অহিতকর ও জগতের নাশ কারণরূপে বর্ণিত। যথা।—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমং। যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকং। মচ্ছক্ত্যাবেশিতৈর্বিপ্রৈঃ সম্প্রোক্তানি ততঃ পরং॥

কণাদেন তু সম্প্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ। গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাঙ্খ্যং তু কপিলেন বৈ॥
দ্বিজন্মনা জৈমিনিনা পূর্ব্বং বেদময়ার্থতঃ। নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্॥
ধিষণেন তথা প্রোক্তং চার্বাকমতিগর্হিতং। দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা॥
বৌদ্ধশাস্ত্রমসৎ প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকম্। মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ॥
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা। অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং দর্শয়ল্লোকগর্হিতাম্॥
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্র চ প্রতিপাদ্যতে। সর্ব্বকর্ম্মপরিভ্রংশান্নৈষ্কর্ম্ম্যং তত্র চোচ্যতে॥
পরাত্ম জীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপাদ্যতে। ব্রহ্মণোহস্য পরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া॥
সর্ব্বস্য জগতোহপ্যস্য নাশনার্থং কলৌযুগে। বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্॥
ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশ কারণাৎ॥ পদ্মপুরাণ।

স্বামী এবং ভট্টাচার্য্য, গৌরাঙ্গের মুখে এইরূপ ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা ও ভগবত্তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদিগের মুখ হইতে আর বাক্য নিঃসৃত হইল না দেখিয়া গৌরাঙ্গ বলিলেন, স্বামি! বিস্মিত হইও না, ভগবানে যে ভক্তি তাহাই জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ। আত্মারাম সনকাদি মুনিগণ ও গ্রন্থিহীন নারদাদি মুনিগণও উরুক্রমের ভজনা করিয়াছেন। এই যে আচার্য্য কৃত ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্য, যাহাতে আচার্য্য জগদ্ব্রহ্মের অভেদ কল্পনা করিয়াছেন, ইহাও তিনি ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজ মত অন্ত রূপ ছিল। এই কথা বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্করাচার্য্যের নিজ মত কি ছিল, তাহা বিবৃত করিলেন।

যথা শঙ্করাচার্য্যের উক্তি। "হে নাথ, ভেদজ্ঞান বিদূরিত হইলে, যদিও সৃষ্টিতে ও তোমাতে প্রভেদ থাকে না, তথাচ আমি তোমারই সৃষ্ট জীব। তুমি কখনও আমার সৃষ্ট নহ। সমুদ্রেরই তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তরঙ্গ হইতে কখন সমুদ্র উৎপন্ন হয় না। যথা।—

যদ্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং,ন মামকীয়স্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচ ন সমুদ্রোর্ণ তরঙ্গে॥

স্বামি ও সার্ব্বভৌম বেদান্ত বিচারে পরাজিত হইয়া, গৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে পতিত হইলেন, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে উভয়ে শ্লোক রচনা করিয়া গৌরাঙ্গের স্তব করিতে লাগিলেন। ইহাঁদিগের বৈষ্ণব জীবন "শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনীতে" দ্রষ্টব্য। তবে,স্বামী যে শ্লোকটী দ্বারা সকলকে গৌরাঙ্গ চরণে শরণ লইতে অনুরোধ করিয়াছেন, মাত্র সেই শ্লোকটী এখন পাঠ করুন।—"হে সাধুগণ! আমি দন্তে তৃণ লইয়া আপনাদিগের চরণে

পতিত হইয়া শত শত কাকুর্ব্বাদ পূর্ব্বক বিনতি করিতেছি যে, আপনারা সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে অনুরক্ত হউন।" যথা—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য, কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগং ॥

ইতি বেদান্তবিচার।

———o———

শিক্ষাশ্লোক-তত্ত্ব।

—ভাগ্যবিদ্ভির্নিষেব্যতে।

হর্ষে প্রভু কহে "শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম সংকীর্ত্তন কেলী পরম উপায় ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ দিব্যোন্মাদের আবেশাবস্থায় মর্ম্মীভক্ত স্বরূপ দামোদর, ও রামানন্দরায়ের নিকট বৈষ্ণবগণের শিক্ষার নিমিত্ত যে সকল শ্লোক পড়িয়া বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহাই "শিক্ষাশ্লোক" নামে বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত। চিন্তাশীল পাঠক! শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন যে, এই কয়েকটী ক্ষুদ্র শ্লোক মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বই নিহিত রহিয়াছে। এই শ্লোকগুলির ভাষা যেমন সরল, তেমন মিষ্ট, আবার তেমনই মনোহারিণী ও হৃদয়গ্রাহী। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না।

এক দিন রাজগুরু কাশীমিশ্রের ভবনে শচীনন্দন ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের মর্ম্ম ও প্রেম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ স্বরূপ ও রামানন্দ রায়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; স্বরূপ! রাম রায়! শুন, কলিকালে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কেলীই হরিনাম সাধনের প্রশস্ত উপায়। বৃহন্নারদীয়ে লিখিত আছে,—"সত্যযুগে, বিষ্ণুকে ধ্যান করিবে, ত্রেতায় যজ্ঞ করিবে; এবং দ্বাপরে সেবারূপ অর্চ্চনা করিবে। কিন্তু কলিকালে, এক মাত্র হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।" যথা—

সত্যে ধ্যায়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে মখৈ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

অতএব কলিতে, কেবল—হরিনাম, কেবল—হরিনাম, কেবল—হরিনাম, এতদ্ব্যতীত জীব নিস্তারের আর অন্য উপায় নাই। অন্য-গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই। "কেবল" শব্দ তিনবার উচ্চারণের দ্বারা, "হরিনাম ভিন্ন যে জ্ঞান, যোগ, যজ্ঞ এবং তপস্যাদি জীবের আর কিছুই করণীয়

নাই, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আর হরিনামই মুক্তির এক মাত্র উপায়, তাহারই দৃঢ়তা স্থাপন জন্য "তিন বার" হরিনাম উচ্চারিত হইয়াছে। যথা।—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলি যুগে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগত উদ্ধার॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিন বার। জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় করণ। জ্ঞান যোগ তপস্যাদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার। নাই নাই নাই তিন তিন এক বার॥
অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার। আর কোন কর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥

রামরায়! আরও শুন। ভাগবতে আছে, "কৃষ্ণবর্ণ, ও ইন্দ্রনীলমণিবৎ, জ্যোতিঃ সম্পন্ন এবং অঙ্গ, উপাঙ্গ ও পার্ষদ সহ যখন ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিবেকী মনুষ্যেরা সঙ্কীর্ত্তন রূপ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন।" যথা—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

ঊর্দ্ধ বাহু করি কহি শুন সর্ব্ব লোক। নাম সূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
নাম সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ। সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন। সেই ত সুমেধা পায় শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ ভাগবত হইতে নাম সংকীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণন করতঃ, নাম সংকীর্ত্তনের উপকারিতা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "যাহা চিত্তরূপ দর্পণের মলাপহারক, যাহা ভবরূপ দাবাগ্নির নির্ব্বাপক, যাহা শ্রেয়োরূপ শুক্লোৎপলের শুভ্রকৌমুদী তুল্য, যাহা ব্রহ্মবিদ্যা রূপ বধূর প্রাণ-রূপিণী, যাহা শুনিবা মাত্র আনন্দ সিন্ধু উথলিয়া উঠে, যাহার প্রতিপদ পূর্ণ অমৃতরসাস্বাদন স্বরূপ প্রীতিপ্রদ; এবং যাহার অমৃত রসে মন প্রাণ ও আত্মাকে স্নাত করাইয়া আত্মাকে পরমানন্দরসে পরিতৃপ্ত করে, (আমাদিগের) সেই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন জয় যুক্ত হউক।" যথা—

চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন। চিত্ত শুদ্ধি সর্ব্ব ভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন। কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

সংকীর্ত্তন লভ্য ফলের বিষয় বর্ণন করিয়া গৌরাঙ্গ "নামের" কিরূপ শক্তি তাহাই বর্ণন করিতে লাগিলেন। "হে ভগবন্! তোমার এমন কৃপা যে, তুমি আমাদিগের জন্য "নাম" প্রচার করিয়া তাহাতে তোমার নিজের সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়া রাখিয়াছ, আর আমাদিগকে "নাম" স্মরণ ও গ্রহণের জন্য প্রচুর সময়, সুযোগ ও সুবিধাও দিয়াছ; অথচ "নাম" গ্রহণের কোনও কালাকাল নিয়মিত কর নাই। কিন্তু আমি এমন দৈবদুর্ব্বিপাক-গ্রস্ত যে, তোমার এমন মধুর নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না।" যথা।—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি, দুর্দ্দৈবমীদৃশোমিহাজনি নানুরাগঃ॥

খাইতে শুইতে, যথা তথা নাম লয়। কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ। সর্ব্ব শক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ॥

হে স্বরূপ ও রামরায়! যেরূপে "নাম" গ্রহণ করিলে প্রেমোদয় হয়, তাহা বলিতেছি। "শ্রেষ্ঠ ভক্ত হইয়াও আপনাকে তৃণ হইতেও তুচ্ছ মনে করিবেন, আর বৃক্ষের ন্যায় দ্বিবিধ রূপে সকলই সহ্য করিবেন। বৃক্ষ যেমন কর্ত্তিত হইয়াও নীরবে সকলই সহ্য করে, শুষ্ক হইয়াও কাহারও নিকট এক বিন্দু জল প্রার্থনা করে না, বরঞ্চ উত্তাপ বৃষ্টি ইত্যাদির উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সুশীতল ছায়া দানে সকলকে স্নিগ্ধ ও রক্ষা করে, তদ্রূপ অভিমানহীন হইয়া "সর্ব্বভূতে ভগবানের অধিষ্ঠান" অনুভব করতঃ সকলকেই সম্মান করিবেন। এই প্রকার হইয়া যিনি হরিনাম সাধন করিতে পারিবেন, তাঁহারই শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রেমোদয় হইবে।" যথা।—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

স্ত্রীগণের ও বিষয়, মদান্ধ মনুষ্যগণের চিত্রপট দেখিলেও মনে ভয় জন্মে। যেমন সর্প দেখিলে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়, তেমন কৃত্রিম সর্প দেখিলেও মনে ভয় জন্মে। অর্থাৎ এই দুইটি বিষয় সেবা বৈষ্ণবগণের নিষেধ। যথা—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্ম্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি॥

যে সকল অকিঞ্চন ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ সর্ব্বত্যাগীরা ভবসাগর পারে যাইবার জন্য প্রস্তুত, এমন ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিষয়ভোগীর মুখদর্শন, বা স্ত্রীদিগের মুখদর্শন, হায়! বিষ ভক্ষণ হইতেও নিন্দিত। যথা—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য, পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ, হা হন্ত! হন্ত! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

ধর্ম্মতত্ত্ব বর্ণন করিতে করিতে, গৌরাঙ্গের ভাবোদয় হইলে, তিনি কৃষ্ণ-চরণে প্রেম ভিক্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হরিনামে আমার বিন্দুমাত্রও প্রেম নাই, তবে যে সর্ব্বদা রোদন করি, সে কেবল আমাকে যেন "ভাগ্য-বান প্রেমিক" জানিয়া লোকে শ্রদ্ধা করে, এই উদ্দেশে। যদি তাহাই না হইবে, তবে কিরূপে আমার প্রাণপতঙ্গ সেই বংশী বিলাসীর মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ না করিয়া আজও জীবিত রহিয়াছে?

ন প্রেম গন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ, ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং।
বংশীবিলাসাননলোকনং বিনা, বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥

অতঃপর "অহৈতুকী" ভক্তি প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন। "হে জগদীশ! আমি তোমার নিকট ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী, ও মনোহারিণী কবিত্ব-শক্তি,—ইহার কিছুই প্রার্থনা করি না। তবে, জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার "অহৈতুকী" ভক্তি জন্মে, এরূপ আশীর্ব্বাদ দান কর।"

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে, ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

পুনরায় অতি দৈন্য ভাবে বলিতে লাগিলেন। "হে নন্দ নন্দন! তোমার দাস বিষম সংসার সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, কৃপা পূর্ব্বক তাহাকে তোমার পাদ-পদ্মস্থ রেণুকণার ন্যায়, তোমার দাসত্বে গ্রহণ কর।" যথা।—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং, পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥

নানা ভাবের প্রাবল্যে উৎকণ্ঠিত হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন। "হে প্রভো! কবে, তোমার নাম লইতে লইতে আমার নেত্র দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িবে? কবে, মুখে বচন রুদ্ধ হইয়া গদ্‌গদ্ বাক্য বহির্গত হইবে? এবং কবে, পুলকাবলীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া শিহরিয়া উঠিবে?"

নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা,
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

রসান্তরাবেশে বিরহস্ফূর্ত্তি হওয়ায় দৈন্যভাবে বলিতে লাগিলেন— "গোবিন্দ বিরহে মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ও আমার পক্ষে যুগবৎ বোধ হইতেছে, চক্ষু দিয়া বর্ষাসম্ভূত জলধারার ন্যায় অশ্রুজল পতিত হইতেছে, এবং সমস্ত জগৎ যেন, গোবিন্দ বিরহে শূন্য অর্থাৎ অন্ধকার বোধ হইতেছে।" যথা।—

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

গৌরাঙ্গ কৃষ্ণ বিরহে যখন একেবারে ঈর্ষা, দৈন্য ও উৎকণ্ঠায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং শ্রীরাধিকাকথিত শ্লোক পাঠ করিয়া আপনিও রাধা-ভাবে অনুভাবিত হইলেন; তখন এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ আমায় আলিঙ্গন করুন, বা শ্রীপাদ সেবার দাসীই করুন, অথবা মহাক্লেশে নিপাতিতা করিয়া নিষ্পেষিতাই করুন, কিম্বা দর্শন সুখে বঞ্চিত করিয়া আমাকে মর্ম্মান্তিক কষ্টই দান করুন, কিম্বা বহু জনের নাথ হইয়া যথা ইচ্ছা তথা বিহারই করুন, তথাপি তিনি আমারই—প্রাণনাথ, আমার পর নহেন।" যথা।—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো, মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥

পাঠক! ঈশ্বরে এরূপ আত্ম-সমর্পণ, উজ্জ্বল বিশ্বাস ও অহৈতুকী ভক্তি যাঁহার, তাঁহাকে ভক্ত্যাবতার বলিবে, না আর কাহাকে বলিবে? এই শ্লোক কয়েকটীতে ব্রজবাসিনী আভীরবালাদিগের কামগন্ধহীন অহৈতুকী প্রেমের অতি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে।

ইতি শিক্ষাশ্লোক-তত্ত্ব।

শ্রীগৌরাঙ্গাবতার বিষয়ে শাস্ত্র-তত্ত্ব।

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরম প্রকৃষ্টঃ, সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ
প্রখ্যাত দৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ, নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুং ॥ ১ ॥

হে ঈশ্বর! তোমার রূপ শীল চরিত্র এবং সাত্ত্বিকাদি লক্ষণ দৃষ্টে পরমার্থ তত্ত্ববিৎ শাস্ত্রকর্ত্তাগণ শাস্ত্র দ্বারা তোমার তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারেন। কিন্তু যাহারা অসুর স্বভাব সম্পন্ন, তাঁহারা তোমাকে জ্ঞাত হইতে পারে না ॥১॥

অপিচ,—উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীম-সমাতিশায়ি, সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িম স্বভাবং।
মায়াবলেন ভবতাপি-নিগুহ্যমানং, পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ২ ॥

জগতীস্থ যাবতীয় পদার্থই দেশ, কাল ও পরিমাণ এই সীমাত্রয়ে নিয়মিত। কিন্তু তোমার অপরিমিত দুর্ব্বোধ্য স্বভাব ঐ সকলের সীমা উল্লঙ্ঘন করতঃ স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল অতিক্রম করিয়াছে; হে ঈশ্বর! তুমি তোমার সেই অপরিমিত দুর্জ্ঞেয় স্বরূপ মায়াবলে গোপন করিলেও, তোমাতে অনন্যভাব-ভক্তেরা তাহা মানস নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় ॥২॥

সভ্য দেশের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় যে, "যাঁহারা ঈশ্বরের অবতারবাদী, তাঁহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে ঈশ্বরের অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার অবতার হইবার কথা ভবিষ্যদ্বাক্য রূপে তত্তদ্গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে"। শ্রীগৌরাঙ্গাবতার বিষয়েও নানা গ্রন্থে ঠিক্ তদ্রূপ ভবিষ্যদ্বাক্য হিন্দু শাস্ত্রের নানা স্থানে লিখিত রহিয়াছে। আমরা ক্রমান্বয়ে পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা সম্বরণের পূর্ব্বে কোনও সময় ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আমি কলিযুগের কোনও সময়ে সন্ন্যাসাশ্রম পরিগ্রহ করিয়া পাপক্লিষ্ট মনুষ্যগণকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব"। যথা।—

১ম। তথাহি পুরাণে।—অহমেব কচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥

মহাভারত।—শান্তি পর্ব্ব, অনুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে, "তাঁহার বর্ণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, তাঁহার অঙ্গকান্তি জাম্বুনদের ন্যায়, তিনি হস্তে অঙ্গদধারী, পাষণ্ড নাশকারী, অদ্বিতীয়, শূন্য অর্থাৎ অজ, অব্যয়, অক্ষয়, অচ্যুত এবং অগ্নির ন্যায় চঞ্চল"। যথা।—

২য়। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
বিরহা বিষমঃ শূন্যো ধৃতাশির চলশ্চলঃ॥

অপিচ। তিনি ত্রিবেদী, সাম গায়ক, সাম বেদী, নির্ব্বাণ, অর্থাৎ মোক্ষ স্বরূপ। পাপের ঔষধ স্বরূপ এবং পাপ রোগের সদ্বৈদ্য স্বরূপ, সন্ন্যাসকারী, সম অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সমদর্শী, শান্ত, নৈষ্ঠিক, এবং নিষ্ঠাশান্তি প্রিয়। যথা।—

অপিচ ৩য়। ত্রিসামা সামগঃ সামো নির্ব্বাণং ভেষজং ভিষক।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি-পরায়ণঃ॥

পাঠক! এই শ্লোক দুইটীর সহিত গৌরাঙ্গের জীবনী ও তাঁহার কার্য্য মিলাইয়া দেখিবেন যে, গৌরাঙ্গ ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ লইয়া বৈষ্ণব সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য বারেন্দ্র,—ঋগ্বেদী, নিত্যানন্দ রাঢ়ীয়,—যজুর্ব্বেদী, এবং স্বয়ং বৈদিক,—সামবেদী। এই ত্রিস্বরূপী গৌরাঙ্গ। বৈষ্ণবগ্রন্থ চরিতামৃতে লিখিত আছে। অদ্বৈত ও নিতাই গৌরাঙ্গের অঙ্গ, ও বাহুস্বরূপ। গৌরাঙ্গ সামগায়ক, অর্থাৎ তিনি শান্তির সুসমাচার প্রচারক; ভবরোগের ঔষধ, অর্থাৎ হরিনাম রূপ মহৌষধ দাতা; সদ্বৈদ্য, অর্থাৎ স্বয়ং ভববন্ধবিনাশন মূর্ত্তিমান শ্রীকৃষ্ণ।

ভাগবতের দশমস্কন্ধে লিখিত আছে, আচার্য্য গর্গমুনি শ্রীনন্দকে বলিয়াছিলেন, "হে নন্দ, ইনি (এই বালক) প্রতি যুগেই শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহার শুক্ল ও রক্তবর্ণ, অর্থাৎ কপিল ও হয়গ্রীব মূর্ত্তি হইয়া গিয়াছে,

এক্ষণে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। অতঃপর ভবিষ্যতে ইনিই কলিযুগে পীতবর্ণ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইবেন।" যথা।—

৪র্থ। আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুং।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

গর্গাচার্য্য "আসন্ ক্রিয়া" ভবিষ্যৎ অর্থে প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শ্বেত, রক্ত হইয়া গিয়াছে, এখন কৃষ্ণবর্ণ প্রযুক্ত ইনি—কৃষ্ণ। আবার ভবিষ্যতে, ইনিই পীতবর্ণ ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ নামে অভিহিত হইবেন।

সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্রবর্ণ ধরি। তপ ধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি॥
কৃষ্ণার্জ্জুন দণ্ড কমণ্ডলু জটাধারী। ধর্ম্ম স্থাপ ব্রহ্মচারি রূপে অবতরি॥
ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ। হয়ে যজ্ঞ পুরুষ বুঝাও যজ্ঞ ধর্ম্ম॥
স্রুপ স্রুক্ হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া। সবারে করাও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া॥
দিব্য মেঘ শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে। পূজা ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে॥
পীতবাস শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি। পূজা কর মহারাজ রূপে অবতরি॥
শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি। সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
বুঝাবারে বেদ গোপ্য সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম। এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম॥
ইদানী দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ। কলিযুগে বিপ্র রূপে ধরি পীতবর্ণ॥

ভাগবতে লিখিত আছে, "কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রনীল মণি বৎ জ্যোতিঃবিশিষ্ট এবং অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ সহ যখন ভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, তখন বিবেকী মনুষ্যেরা সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন।

গোস্বামী কবিরাজ মহাশয় এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "কৃ" ও "ষ্ণ" এই বর্ণদ্বয় যাঁহার মুখে নিরন্তর উচ্চারিত হয়, এবং যাঁহার অঙ্গকান্তি "অকৃষ্ণ" অর্থাৎ পীতবর্ণ, তিনি যখন অবতীর্ণ হইবেন, যথা—

৫ম। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে। অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥
দেহ কান্ত্যে হয় তিঁহো অকৃষ্ণ বরণ। অকৃষ্ণ বরণে কহে পীত বরণ॥
বাহু তুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়। কল্মষ তমঃ নাশকরি প্রেমেতে ভাসায়॥

৬ষ্ঠ। অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবং।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈ স্ম কৃষ্ণ চৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥

ভাগবৎ সন্দর্ভে লিখিত আছে, "যিনি অন্তরে কৃষ্ণ, এবং বাহিরে গৌরবর্ণ ধারণ করিয়া কলিতে সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

অন্যান্য শ্লোকের অনুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা উহা অতি সরল সংস্কৃতে রচিত। ঐ ঐ শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ কোন সময় ব্রহ্মার নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমি কলির প্রথম সন্ধ্যায় গৌরাঙ্গমূর্ত্তিতে নবদ্বীপের মায়াপুরে শচী-নন্দন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিব।"

৭ম। কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।
ভাগীরথীতটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥

৮ম। অহমেব কলৌ বিপ্রঃ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বথা॥

৯ম। কলিনা দহ্যমানানাং পরিত্রাণায় তনুভৃতাং।
জন্ম প্রথমসন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতিষু॥

১০ম। অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে বারমেকং শচীসুতঃ (১)॥

---

(১) প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইল, "গৌরাঙ্গের আবির্ভাব দিবসীয় মহোৎসবে" নবদ্বীপস্থ হরিসভার সম্পাদক এবং বঙ্গের অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত ও অনুরুদ্ধ হইয়া আমি নবদ্বীপে গমন করি। এবং তাঁহাদিগের অনুরোধে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে "চৈতন্য কি পূর্ণব্রহ্ম?" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করি। উৎসবান্তে যখন আমি বিদায় গ্রহণ করি, তখন বিদ্যারত্ন মহাশয় গৌরাঙ্গের অবতার বিষয়ে ৭ম, ৮ম, ৯ম, ও ১০ম, এই চারিটি শাস্ত্রীয় বচন বিচার ও বিবেচনার্থ আমাকে প্রদান করেন। তখন ঐ ঐ বচনগুলি পাঠ মাত্রেই আমার বোধ হইয়াছিল যে, এই বচন গুলি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের স্বকৃত রচনা, বা প্রাচীন গ্রন্থের প্রক্ষিপ্ত শ্লোক। যাহা হউক, প্রাচীন গ্রন্থের হস্ত লিপি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। বহু দিন পরে, কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান শ্রদ্ধাস্পদ বান্ধব শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুগ্রহে "রাজ ভবনস্থ পুস্তকাগারের গ্রন্থাদি যেন, আমি স্বেচ্ছামতে দেখিতে পাই, এরূপ অধিকার প্রাপ্ত হই।" বহু অনুসন্ধানের পরে, উপরের লিখিত বচন গুলি তুলট গ্রন্থে পাঠ করিয়া আমি যে কিরূপ বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, তাহা বচনাতীত। ঐ সকল হস্তলিপি গ্রন্থের অবস্থাদৃষ্টে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বৈষ্ণব বিদ্বেষী রাজগণ কখনও গৌরাঙ্গের অবতারত্ব স্থাপন জন্য প্রাচীন হস্তলিপিতে নূতন শ্লোক সংযোগ করিতে অনুমতি দেন নাই। বিশেষতঃ ঐ ঐ গ্রন্থগুলির তুলট ও অক্ষর এরূপ জীর্ণ যে, উহা তিন চারি শত বৎসরের পূর্ব্বের লিখিত হইবারই বিশেষ সম্ভব। গৌরাঙ্গবিদ্বেষী যে কৃষ্ণচন্দ্র, করলিপি করিয়া (হাত চালনা) গৌরাঙ্গকে সাধারণ মনুষ্যরূপে পরিচিত করিবার চেষ্টায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তিনি বা তাঁহার বংশধরেরা যে, সেই গৌরাঙ্গের অবতারত্ব স্থাপন জন্য প্রাচীন গ্রন্থে নূতন শ্লোক বসাইতে অনুমোদন করিবেন; ইহা কখনই সম্ভবপর বা যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

উপরের লিখিত শাস্ত্রীয় বচনাবলী পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, শ্রীগৌরাঙ্গাবতার হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত ও হিন্দু শাস্ত্র সিদ্ধ। ঐ সকল পুরাণ, মহাভারত, ও তন্ত্রাদি গৌরাঙ্গাবতারের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত হইয়া শাস্ত্রকর্ত্তা মুনিগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রীয় নিবন্ধে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অবিশ্বাস করিবার সাধ্য নাই। আর যাঁহারা গৌরাঙ্গকে "স্বয়ং ভগবান্" বলিয়া গঙ্গাজল ও সচন্দন তুলসী মঞ্জরী দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভারত বিখ্যাত মহাপণ্ডিত ছিলেন, তেমন পণ্ডিত অদ্য পর্য্যন্ত একটিও জন্মগ্রহণ করেন নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বামী প্রকাশানন্দ স্বরস্বতী, দশ সহস্র সন্নাসী ও দণ্ডীর বেদের গুরু ছিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম, ন্যায় শাস্ত্রের আদি প্রবর্ত্তক ও গুরু। অদ্বৈতাচার্য্য, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া মুনি ঋষির ন্যায় সকলের পূজনীয় ছিলেন। ইহাঁর পাণ্ডিত্ব ও ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া শ্রীহট্টের রাজা রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করতঃ ইহাঁর পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। রূপ সনাতনকে বাদসা বলিলেই হয়। এই

করলিপির বৃত্তান্ত এই।—শক্তি উপাসক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বৈষ্ণবদিগকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি বহুলোকের সমক্ষে জনৈক মন্ত্রবিৎ (গুণী) আনিয়া একটি বর্ণজ্ঞান শূন্য বালকের হস্তে কাগজ কলম দিয়া তাহাকে মধ্যস্থলে বসাইয়াছিলেন। এদিকে মন্ত্রবিৎ মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল। মন্ত্র পাঠান্তে সেই নিরক্ষর বালকের হস্তলিখিত এই শ্লোকার্দ্ধটি কাগজে লিপিবদ্ধ হইল। সে শ্লোকার্দ্ধটী এই।—

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণ নচাংশকঃ।" গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন, অংশকো ন স এব পূর্ণ। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ ভগবানের ভক্ত নহেন, ভগবানের অংশও নহেন, তিনিই পূর্ণ; অর্থাৎ—পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীভগবান্।

বিশ্বস্ত সূত্রে জ্ঞাত আছি, নাটোরের বিখ্যাত তান্ত্রিক মহারাজা রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠা রাণীর গর্ভজাত মহারাজা বিশ্বনাথ, এই করলিপির বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, পৈত্রিক শক্তি উপাসনা পরিত্যাগানন্তর বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এবং গৃহে নানাবিধ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থাপন করেন। তদবধি নাটোরের মহারাজ বংশ শ্রীগৌরাঙ্গোপাসক হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাজন করিয়া আসিতেছেন। কেবল নাটোর রাজসংসার নহে, বঙ্গের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি অনেকেই এই করলিপির পর হইতে শ্রীগৌরাঙ্গোপাসক হন। বর্ত্তমানে বঙ্গের প্রায় বারআনা অধিবাসী অর্থাৎ ৫ কোটী অধিবাসীর মধ্যে সাড়ে তিন কোটী লোক শ্রীগৌরাঙ্গোপাসক তাহার সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে, কয়েক লক্ষ শাক্ত, বা শৈব

সকল মহামহোপাধ্যায়—মহামহক্তবেত্তা কি, হিন্দু শাস্ত্র না দেখিয়াই, শচী-নন্দন গৌরাঙ্গকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া আরাধনা করিয়া গিয়াছেন ?

হিন্দু অবতারবাদী, সুতরাং সর্ব্বগুণ সম্পন্ন শ্রীগৌরাঙ্গকে রাম কৃষ্ণাদির ন্যায় অবতার বলিয়া অর্চনা করাতে তাঁহারা দেশীয় মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এমন সময় আসিতেছে,যখন সকলেই দেশীয় মহাপুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না। এই তো গত বৎসর হেতমপুরের গৌর-গত-প্রাণ রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর বহু লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া গৌরাঙ্গের মন্দির সহ মন্দির মধ্যে গৌরাঙ্গের সুবর্ণময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর এরূপ কার্য্যে অগ্রণী হইয়া হিন্দু মাত্রেরই সম্মান ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন,তাহার সন্দেহ নাই।

পক্ষান্তরে বঙ্গীয় শাক্ত ও শৈবগণ যে, গৌরাঙ্গের ভগবত্তার বিদ্বেষী হইয়া "তিনি অবতার নহেন" বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাহাও যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। যখন তাঁহারা ক্ষত্রিয় তনয় রাম ও কৃষ্ণকে অবতার বলিয়া স্বীকার করতঃ তাঁহাদের উপাসনা করেন,তখন ব্রহ্মার মুখজাত, শ্রেষ্ঠবর্ণ, মহা-পণ্ডিত গৌরাঙ্গকে অবতার পদে বরণ করিতে আপত্তি কেন ? যদি তেত্রিশ কোটি দেবতা সহ স্থাবর জঙ্গমাদি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" তাঁহাদিগের অর্চনীয় হইতে পারে, তবে বাঙ্গালীর একমাত্র গৌরব পাত্র মহাপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গকে সে দেব-ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করাইতে অরুচি কেন ?

হইতে পারে। নবসাথ, সুবর্ণ বণিক, ও সাহা প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির মধ্যে শাক্ত বা শৈব একটীও নাই। জনৈক একেশ্বরবাদী গ্রন্থকার, দম্ভ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন,—"চৈতন্য কেবল অন্ত্যজ শ্রেণীর উপাস্য হইয়া বঙ্গে স্থান পাইয়াছেন, ভদ্রলোকের মধ্যে তিনি স্থান প্রাপ্ত হন নাই।" দুঃখের বিষয় বাবু এখন পরলোকস্থ ! নচেৎ তাঁহাকে সেন্‌সেসের (লোক সংখ্যা) কাগজে দেখাইতাম যে, বঙ্গে বৈষ্ণবের সংখ্যা, অধিবাসী সংখ্যার প্রায় বারআনা। কেবল বঙ্গে নহে, আসাম ও উড়িষ্যাতেও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপুরুষরূপে সম্পূজিত। ভারতের নাগা সন্ন্যাসী, ও দণ্ডী প্রভৃতিরাও গৌরাঙ্গকে নারায়ণ বলিয়া সম্ভ্রম করেন। অথবা একেশ্বরবাদীরাও যে গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করেন নাই, তাহাই বা কিরূপে বলিব ? যখন তাঁহাদিগের কণ্ঠে ও হৃদয়ে চৈতন্যের ভূষণ, মণি-মধ্যস্থ মহামণির ন্যায় শোভা পায়; আর তাঁহারই চটিতে ভক্তিতে গদগদ হইয়া "দশা" পর্য্যন্ত পড়েন ; উপাসনায়, 'ব্রহ্ম' শব্দের সহিত 'হরি' শব্দের যোগ করিয়া বেদীতে প্রেম ভক্তির উপদেশ প্রদান করেন; তখন তাঁহারাও প্রকারান্তরে শ্রীগৌরাঙ্গকে গ্রহণ করিয়াছেন। আর মধ্যবর্ত্তিতাবাদী

গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক কৃষ্ণ-তত্ত্ব, রাধা-তত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বব্যাখ্যা হইতে আত্মারাম শ্লোকের অর্থ, বেদান্তবিচার এবং দিগ্বিজয়ীর সহিত কাব্যালঙ্কার বিচার ইত্যাদি পাঠ করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে পাঠকদিগের কিরূপ বোধ হইতেছে? আমার বিবেচনায় গৌরাঙ্গের ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত এক বেদব্যাস ভিন্ন দ্বিতীয় আর কেহ ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইনি যেরূপ পাণ্ডিত্ব ও প্রতিভা বলে "শঙ্কর ভাষ্য ভ্রম প্রমাদ বিজৃম্ভিত" বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন, এরূপ পাণ্ডিত্ব ঈশ্বরানুগৃহীত মহাপুরুষ ব্যতীত সামান্য মানবে সম্ভবে না। সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ এবং রূপ সনাতন প্রভৃতিরা যে কেবল তাঁহার অলৌকিক রূপ দর্শন বা অলৌকিক বচন মাধুর্য্যেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, এমন নয়; গৌরাঙ্গের পাণ্ডিত্বেও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ভক্তগণ প্রমুখ সনাতন এই বিচার ও শ্লোক ব্যাখ্যাস্তে কি বলিয়া গৌরাঙ্গকে স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহা চরিতামৃতের ভাষায় শ্রবণ করুন।—

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া। স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দন। তোমার নিশ্বাসে বেদ হয় প্রবর্ত্তন॥

ইতি শাস্ত্র-তত্ত্ব।

সম্প্রদায়ও ইহাদিগের অনুকরণে "যীশুই হরি" "যীশু ব্রহ্ম" "মহাপ্রভু যীশু" ইত্যাদি উচ্চারণ করিয়া শব্দ শাস্ত্রবলে ঈশ্বরের একত্ব স্থাপন করে। আবার শারদীয় মহোৎসবে খোল, করতাল লইয়া পথে পথে নৃত্য গীত করিয়া বেড়ায়। ইহারা যখন হ্যাট কোট গাত্রে, মৃদঙ্গ কণ্ঠে, করতাল হস্তে, সবুট পদে, দাড়ি ঝুলাইয়া, গোঁপ মোচড়াইয়া, নিশান উড়াইয়া সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হয়, তখন ইহাদিগের রঙ্গ দেখিয়া বঙ্গ দর্শনের সেই পুরাতন কথাটা লোকের স্মৃতিপথে উদয় হইয়া থাকে। যথা—"ইস্‌মে চ্যানা চুড়্ হ্যায়, ইস্‌মে পাড়্রিরাক্ হ্যায়, ইস্‌মে মলিয়্ চ হ্যায়, ইস্‌মে জারুজ্ নাত্ কা পাত্রী "নানা" ভি হ্যায়। অনেক চিন্তাশীল খ্রীষ্টভক্ত আশঙ্কা করেন যে, কালে বা ইহারা "পাঠান বৈষ্ণবের" মত "খ্রীষ্টীয়ান বৈষ্ণব" নামে অভিহিত হয়। যাহা হউক, উচ্ছিষ্ট গ্রহণ প্রণালী বিবেচনা করিলে, ইশ্লামীরা যে প্রশংসনীয়, তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা আপন পয়গম্বর ভিন্ন অন্য পীর পয়গম্বরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে নিতান্তই খড়্গ হস্ত। ইতি।

শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব।

শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের কারণ।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশ বিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ (১) স্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

ব্রহ্মোপনিষদের জ্ঞানমার্গে যে, অদ্বৈত ব্রহ্ম-তত্ত্ব, তাহা এই গৌরাঙ্গের অঙ্গ-কান্তি। যোগশাস্ত্রে যে, অন্তর্য্যামী—আত্মাতত্ত্ব পুরুষ, তাহা গৌরাঙ্গের অংশাংশ বিভূতি। আর ভক্তিশাস্ত্রে যে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান-তত্ত্ব, তাহাই স্বয়ং—গৌরাঙ্গ। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কোন পরতত্ত্ব ইহ জগতে অন্য কেহ নাই। অর্থাৎ গৌরাঙ্গই ত্রিতত্ত্বরূপী স্বয়ং শ্রীভগবান্।

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার। দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লৈয়া। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান। অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান॥ চির কাল নাই করি প্রেম ভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহিক কল্যাণ॥ যুগ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নাম সংকীর্ত্তন। চারি ভাবে ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন॥ আপনি করিব ভক্তি ভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাব সবারে॥ এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥ তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়। কৃষ্ণের নাম করণে করিয়াছে নিশ্চয়॥

গর্গমুনি শ্রীনন্দকে বলিতেছেন, হে নন্দ! এই বালক সত্যযুগে শুভ্রবর্ণ মূর্ত্তি, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; এখন কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; অতঃপর কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ করিবেন।

---

(১) "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতী-ঙ্গনা"। সমগ্রস্যেতি প্রত্যেকং সম্বন্ধঃ মোক্ষস্যেতি, তৎসাধনস্য জ্ঞানস্য ইঙ্গনা সংজ্ঞা, এতা-দৃশং সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিকং নিত্যমপ্রতিবন্ধেন যত্র বর্ত্ততে স ভগবান্। অপিচ,—"উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানামগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি"। অত্র ভূতানামিতি প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। উৎপত্তি বিনাশ শব্দৌ তৎকারণস্যাপ্যুপলক্ষকৌ, অগতি-গতী আগামিনৌ সম্পদাপদৌ এতাদৃশ ভগবচ্ছব্দার্থঃ শ্রীগৌরাঙ্গ এব পর্য্যবসিতঃ।

কলিযুগে যুগ ধর্ম্ম নামের প্রচার। তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥
তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর। নবমেঘ জিনি কণ্ঠ নিঃস্বন গম্ভীর ॥
দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাতে। চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥
ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল হয় তার নাম। ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম ॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন। তিলফুল সম নাসা সুধাংশু বদন ॥
শান্ত দান্ত নিষ্ঠা কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ। ভক্ত বৎসল সুশীল সর্ব্বভূতে সম ॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দন ভূষণ। নৃত্যকালে পরি করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
এই সব গুণ লৈয়া মুনি বৈশম্পায়ন। সহস্র নামে কৈল তাঁর নাম গণন ॥

সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ ॥
মৃগমদতার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥
কৃষ্ণ রাধা ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥
প্রেম ভক্তি শিক্ষার্থে আপনি অবতরি। রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিকার রূপাশক্তিই হ্লাদিনীশক্তি। এই কারণে রাধাকৃষ্ণ একাত্মা হইয়াও (অদ্বৈত) অনাদি কাল হইতে (রাস বিলাসার্থ) দেহ ভেদ (দ্বৈত) (পৃথক্ শরীর) পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ এক করিয়া, এক দেহে শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে প্রকট হইয়াছেন। যথা।

রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা,
দেহাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং,
রাধাভাব দ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥

ব্রজে তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ। বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥
রাধা ভাব অঙ্গীকারি ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভে শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু। তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥

রাধিকার প্রণয় মহিমাই বা কীদৃশ! (কিরূপ), তিনি প্রেমে যাহা আস্বাদন করেন, আমার সেই অদ্ভুত মাধুরিমাই বা কীদৃশ! (কিরূপ), আর আমার অনুভব নিবন্ধন তাঁহার যে সুখোৎপত্তি হয়, সেই সুখই বা কীদৃশ! (কিরূপ), কৃষ্ণ এই ত্রিবিধ লোভ বশতঃ রাধাভাব সমন্বিত হইয়া শচীগর্ভ রূপ সাগরে হরি রূপ ইন্দু (শ্রীগৌরাঙ্গরূপে) আবির্ভূত হইলেন। যথা—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমাকীদৃশোবানয়ৈ বা,
স্বাদ্যোযেনদ্ভুত মাধুরিমাকীদৃশোবামদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যামদনুভবতঃ কীদৃশং বেতিলোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌহরীন্দু ॥

স্বরূপ দামোদর গৌরাঙ্গতত্ত্ব বর্ণন লিখিয়াছেন।—গৌরাঙ্গ রাধার স্বর্ণ কান্তি লইয়া কখন রাধাভাবে কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করিতেন, আবার কখন ভগবান ভাবে আবিষ্ট হইয়া "আমিই সেই" বলিয়া নিজ পরিচয় দিতেন। অতএব রাধাকৃষ্ণের এক দেহ যে পরম তত্ত্ব তাহাই শ্রীগৌরাঙ্গ।

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব।

পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় ও পূর্ব্বাভাষ।

কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্র কুমার। অবতীর্ণ হৈতে মনে করিল বিচার॥
আগে অবতারিলা যে যে গুরু পরিবার। সংক্ষেপে কহিয়ে কহা না যায় বিস্তার॥
শ্রীশচী জগন্নাথ মাধবেন্দ্র পুরী। কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বর পুরী॥
অদ্বৈত আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস। আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস॥
অসংখ্য নিজ ভক্তের করাঞা অবতার। শেষে অবতীর্ণ হইলা ব্রজেন্দ্র কুমার॥
শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম। বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্‌গুণ প্রধান॥
সপ্ত পুত্র তাঁর হয় সপ্ত ঋষীশ্বর। কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ। নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী পুরন্দর। নন্দ বসুদেব রূপ সদ্‌গুণ সাগর॥
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী। যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি। অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস। নিরন্তর কৈল প্রেম ভক্তির প্রকাশ॥
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস। চব্বিশ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলে নীলাচলে। কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাইল সকলে॥
গার্হস্থে প্রভুর লীলা আদি লীলাখ্যান। মধ্য অন্ত্য লীলা শেষ লীলার দুই নাম॥
আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত॥
প্রভুর যে শেষ লীলা স্বরূপ দামোদর। সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর॥

ইতি শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন কৃত শ্রীগৌরাঙ্গতত্ত্ব
সমাপ্ত।

ইতি প্রথম খণ্ড।

পাঠক মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন।

মহাপ্রভুর জীবনী লীলা, যে কয়েক খানি বঙ্গ ভাষায় প্রচার হইয়াছে, মহাপ্রভু রূপ সনাতনের নিকট যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব ও প্রেমতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ সকল তত্ত্ব লিখিত হয় নাই। এই তত্ত্ব প্রচার বিষয়ে গৌরাঙ্গভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু শিশির কুমার ঘোষ মহোদয়কে জ্ঞাত করিলে, তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন,—"তত্ত্ব গুলি প্রচার করিবার আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমি সংস্কৃত জানি না, এই জন্য তাহা লিখিতে পারি নাই। আপনি ভক্ত ও সুপণ্ডিত, আপনা কর্ত্তৃক ঐ তত্ত্ব গুলি লিখিত হইলে, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে"। তাঁহার এবং অন্যান্য কতিপয় গোস্বামী ও বৈষ্ণবদিগের অনুরোধে এই গৌরাঙ্গতত্ত্ব প্রচার করিলাম। এই তত্ত্ব গুলি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পয়ারে লিখিত আছে, আমি ঐ গুলিকে সরল বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম। যাঁহারা চরিতামৃত গ্রন্থ বুঝিতে অপারগ, তাঁহারা এই গৌরাঙ্গতত্ত্ব পড়িয়া, মহাপ্রভুর সমুদয় তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিবেন। ইহাতে প্রত্যেক সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ ও বাঙ্গালা পয়ারের ব্যাখ্যা সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে। এই এক খানি গ্রন্থ পাঠ করিলেই, চৈতন্য-চরিতামৃতের লিখিত, মহাপ্রভুর সকল তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে নিম্ন লিখিত তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

কৃষ্ণতত্ত্ব।—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, পুরুষাবতার, গুণাবতার, যুগাবতার, বিলাস, আবেশ, কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণ, আত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবান্ এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত আছে।

রাধাতত্ত্ব।—ইহাতে হ্লাদিনী শক্তি রাধা, রাধিকার আধ্যাত্মিক রূপ, কায়ব্যূহরূপিণী সখীতত্ত্ব, ব্রজলীলার ব্যাখ্যা, রাধাপ্রেম কি বস্তু, গোপিকা-দিগের অহৈতুকী প্রেম, গোপীদিগের কৃষ্ণ প্রেম এবং রাসলীলার ব্যাখ্যা।

জীবতত্ত্ব।—জীবের স্বরূপ, জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ, "তুমি, "আমি, অহং জ্ঞান বর্ণিত।

ভক্তিরস তত্ত্ব।—ভক্তি রসের লক্ষণ, চৌরাশি যোনি ভ্রমণ, দাস্য সখ্যাদি পঞ্চ রস, বৈধী ও অনুরাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণ বর্ণিত।

সম্বন্ধ তত্ত্ব।—কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বর্ণন, কৃষ্ণের নরলীলা গোপীদিগের কৃষ্ণ প্রেম বর্ণিত আছে।

প্রয়োজন তত্ত্ব।—ভক্তি কল্প প্রয়োজন, কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে, কি রূপে প্রেমোদয় হয়, তাহার স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ, রূঢ়, অধিরূঢ় উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্প এবং দিব্যোন্মাদের ব্যাখ্যা।

অভিধেয় তত্ত্ব।—ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান মুক্তি দিতে অক্ষম, সাধু লক্ষণ, ভক্ত লক্ষণ, বৈষ্ণব লক্ষণ, বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য, রাগ লক্ষণ বর্ণিত।

আত্মারাম শ্লোকের একষষ্টি প্রকার অর্থ নিরূপণ।—চরিতামৃত গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে ইহা লিখিত আছে। কিন্তু আমরা সেই শ্লোক ও পয়ার হইতে, একষষ্টি প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছি। পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন, মহাপ্রভু কিরূপ অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

বেদান্তের অদ্বৈতবাদ বিচার।—চরিতামৃতে ইহা অতি সংক্ষেপে আছে। আমরা সেই সূত্র ধরিয়া পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর পক্ষ করিয়া, বেদান্তের সূত্র বসাইয়া, সার্ব্বভৌম ও প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত যেরূপে বিচার হইয়াছিল, বিচার প্রণালী মতে, মহাপ্রভু কি রূপে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদী ভাষ্য খণ্ডন করিয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণকেই ভগবান্ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, বত্রিশ পৃষ্ঠাতে এই বিচারটি ব্যাখ্যা করিয়াছি।

শিক্ষাশ্লোক তত্ত্ব।—ইহাতে বৈষ্ণবদিগের শিক্ষার নিমিত্ত মহাপ্রভু যে সকল উচ্চ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, "হরের্নামৈব," শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা, হরিনামের মাহাত্ম্য কথন, বর্ণিত আছে।

গৌরাঙ্গাবতার বিষয়ে শাস্ত্রতত্ত্ব।—ইহাতে কৃষ্ণ যে ব্রহ্মার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "আমি কলিযুগে শচীর গর্ভে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইব"। তদ্বিষয়ক নানা হিন্দু শাস্ত্রের বচন প্রমাণ। শ্লোক, শ্লোকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা।

মহাশয়! এমন উপাদেয় গ্রন্থখানি আপনার নিকট পাঠাইলাম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। পাঠ করিয়া যে সন্তুষ্ট হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতি।

বশংবদ

শ্রীপ্রসন্ন কুমার বিদ্যারত্ন।

৮০৩ নং রাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।